উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

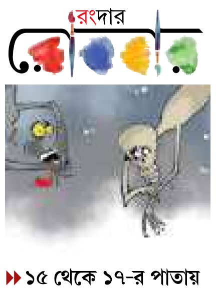

তেনাদের উপস্থিতি বিজ্ঞান মানে না। আমাদের অনেকের মন অবশ্য বেশ মানে। তাই তাঁদের তুষ্ট রাখতে আমাদের লোকাচারের নিয়ম। ভয় পেলেও একটিবারের জন্য তাঁদের দেখা পেতে আমাদের হাপিত্যেশ। সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁদের ঘিরে সিনেমা, ওয়েব সিরিজের রমরমা।

অদ্ভুতুড়ে

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

‘ব্রহ্মসের নাগালে গোটা পাকিস্তান’

পাকিস্তানের নাম না করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং হুঁশিয়ারি দেন, ‘আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি কোনা ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের মধ্যে রয়েছে।’

▸▸ ১১

ওমানে প্রতারিত ১১ শ্রমিক

ওমানে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণাচক্রের কবলে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন মুর্শিদাবাদের ১১ জন শ্রমিক। বিষয়টি জানার পরই ভারত সরকার তাঁদের উদ্ধার করেছে।

▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩১°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	১৯°

সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

শনিবার রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সংসদ ভবনের কাছেই ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা।

▸▸ ১০

১ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 149

অন্ধকারেই দুর্গতরা, আলো শহরে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : দরজায় কড়া নাড়ছে দীপাবলি। আলোর উৎসবে মাতবেন সকলে। কিন্তু কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ির ছবি দেখে তা বোঝে কার সাধ্যি! গ্রামটিতে দুর্যোগের ক্ষত এখনও টাটকা। জমি, বাড়িতে জমে সংকোশের জলের তোড়ে ভেসে আসা বালি। শনিবার দুপুরে গ্রামটিতে পৌঁছে দেখা গেল, উৎসবের লেশমাত্র নেই। বরং

বাসিন্দারা ব্যস্ত দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে। এই যখন বিত্তিবাড়ির চিত্র, তখন অন্য প্রান্তে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহর সেজে উঠেছে আলোর মালায়। এই দুই শহরে একাধিক বিগ বাজেটের দুর্গা ও কালীপুজো হয়। প্রতিমা, মণ্ডপ, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা- সবেতেই চমক। ব্যয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

সকলই তোমারই ইচ্ছা... *আলিপুরদুয়ার শহরের একটি পুজোমণ্ডপে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

শিল্ড মোহনবাগানের

ইস্টবেঙ্গল-১ (৪)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (৫)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : জমজমাট মহারণ।

উত্তেজনায় ভরপুর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ২২ বছর আগের পুনরাবৃত্তি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মরশুমে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে লাল-হলুদ বাহিনীকে ৫-৪ ব্যবধানে হারাল সবুজ-মেরুন।

নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ১-১। ৩৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন হামিদ আহদাদ। মোহনবাগানের হয়ে গোল শোধ আপুইয়ার। ২০০৩ সালেও মশাল ব্রিগেডকে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গঙ্গাপাড়ের ক্লাব। সেবার টাইব্রেকারে বাগানের জয়ের নায়ক ছিলেন গোলকিপার হেমন্ত ডোরা। এবার টাইব্রেকারে জয় গুপ্তার শট রুখে সবুজ-মেরুনকে ২২ বছর পর শিল্ড জয়ের স্বাদ দিলেন বিশাল কেইথ।

ইস্টবেঙ্গল যে ছন্দে ম্যাচটা

শুরু করেছিল তা দেখে মনে হয়নি হতাশ মুখে মাঠ ছাড়তে হবে অস্কার ব্রুজোঁর দলকে। প্রথম আক্রমণেই মোহনবাগান রক্ষণ টলিয়ে দিয়েছিলেন আহদাদ। তবে ছন্দ ধরে রাখতে পারলেন কই! যে প্রান্তিক আক্রমণকে হাতিয়ার করে দ্রুত গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ব্রুজোঁ তা কার্যকর হতে সময় লাগল। বিপিন সিংকে শুরু থেকেই কড়া নজরে রাখলেন মেহতাব সিং। এডমুন্ড লালরিনডিকাকেও সেভাবে চোখে পড়ল না।

৩২ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনকে আটকাতে গিয়ে বক্সে ফাউল করেন আনোয়ার আলি। স্পটকিক থেকে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিতে ব্যর্থ জেসন কামিন্স। বাউন্ডুলে ছেলের মতো পেনাল্টি ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি। এরপর অবশ্য জেমি

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দুর্যোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় পুড়ছে পকেট

সেঞ্চুরির পথে সবজির দাম

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : এ যেন দুযোর্গের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চলছে। সবজির দাম শুনে ক্রেতাদের চোখ কপালে উঠছে। বাজারে অধিকাংশ সবজির দাম ১০০-র কাছাকাছি। প্লাবনের কারণে আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিঘার পর বিঘা জমি ভুটানের ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে

ঢেকে গিয়েছে। এখনও পলির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে বেশিরভাগ শাকসবজির খেত। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা শাকসবজি। ফলে, সবজির জোগান কমেছে। আর তাতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সবজির দাম। পটল, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শের মতো সবজির দাম বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। বাদ যায়নি কুমড়ো, কাঁচা লংকা, বাঁধাকপি, ফুলকপিও। বাজার করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ছেন খুচরো ব্যবসায়ীরাও।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন কিষান মান্ডির পাইকারি সবজির বাজারে শনিবার স্কোয়াশ বিক্রি হয়েছে ৪০ টাকা কেজি দরে। খুচরো বাজারে সেই স্কোয়াশের দাম ছিল কেজি প্রতি ৬০ টাকা। একইভাবে পাইকারি বাজারের ৮০ টাকার পটল ১০০ টাকা, ৫০ টাকার বেগুন ৭০ টাকা, ৪০ টাকার টমেটো ৬০ টাকা কেজি দরে খুচরো বাজারে বিক্রি হয়েছে। জেলার মধ্যে ফালাকাটা ও কামাখ্যাগুড়িতে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির পাইকারি বাজার রয়েছে। এই দুই বাজারেও সবজির পাইকারি দাম ছিল উর্ধ্বমুখী। ফালাকাটা কৃষক বাজারে এখন প্রতি কেজি করলার দাম ৬০ টাকা, লংকা ৮০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা। বাঁধাকপি ৮০ টাকা কেজি ও ফুলকপি বিক্রি হয়েছে ৮০ টাকা কেজি দরে। ফালাকাটা শহর ও আশপাশের সবজি বাজারগুলিতেও সবজির দাম অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কৃষকদের দাবি, আলু ছাড়া অন্যান্য সবজি বিক্রি করে তেমন একটা লাভ হচ্ছে না। অনেক সময় তাঁদের পরিবহণ খরচও উঠছে না। অপরদিকে, সাধারণ মানুষের কথায়, সব খুচরো বাজারেই এখন সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা রাজেশ সরকার বলেন, ‘ভেবেছিলাম পুজোর পর সবজির দাম কমবে। কিন্তু কোথায় আর কমল। এখন রোজ দেখছি সবজির দাম বাড়ছে। এখন বাজারে যেতেই ভয় করে।’

ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা সুপ্রিয় দাসের কথায়, এক সপ্তাহ আগেও সবজির দাম নাগালের মধ্যেই ছিল। কিন্তু বাজারে গিয়েই দেখি এক লাফে সব সবজির দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।’

আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের পাশাপাশি ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার খুচরো বাজারগুলিতে কিছু সবজির দাম পাইকারি বাজারের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

মধ্যস্থতাকারী প্রত্যাহারের দাবি মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : অভিযোগ, রাজ্যকে না জানিয়েই পাহাড় সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। আর এতেই বেজায় চটেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন তিনি। মমতার পদক্ষেপকে ঘিরে আবার পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কেন্দ্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছে। তাদের পরামর্শ, মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ না করা। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক এক কদম এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরাবর গোর্খাবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আবেগে প্রয়োজনের বেশি খরচ করতে যাবেন না। প্রিয়জনের কথা বলে সমস্যায়। সুগারের রোগীরা খুব সাবধানে থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় খুশি হবেন। অনৈতিক কোনও কাজে সমর্থন করতে যাবেন না।

বৃষ : বাড়িতে নতুন কোনও সদস্যের আগমনে আনন্দ। সংসারের প্রতিটি কাজে আপনার দৃষ্টি এ সপ্তাহে কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ। পেটের কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল হতে পারে। যাত্রা হলেও মানসিক চিন্তার অবসান ঘটবে।

মিথুন : এ সপ্তাহ যাবে ভালোমন্দে। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব চললেও, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা, তবে চিকিৎসায় ফল মেলায় স্বস্তি মিলবে। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূরে হবে। কোনও সন্তানের কৃতিত্বে খুব আনন্দ দেবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে।

কর্কট : সপ্তাহটি যাবে মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে। তবে শেষভাগে কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে আনন্দ পাবেন। দাম্পত্যে হঠাৎই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারেন।

সিংহ : সামান্য কারণে সংসারে মনোমালিন্য মনের ওপর চাপ তৈরি করবে। কোনও আত্মীয়ের কারণে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।

কন্যা : অধিক ব্যয়ের কারণে সমস্যা তৈরি হলেও কোনও বয়স্ক প্রিয়জনের সহায়তায় সে সমস্যা কেটে যাবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় কোনও কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে।

তুলা : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসার অকারণ ভয়ে মানসিক চাপ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি দেবে। অহেতুক কোনও অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে সংকটে পড়ার আশঙ্কা।

বৃশ্চিক : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তিলাভ। সন্তানের জন্যে গর্ব। সন্তানের সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এড়িয়ে চলুন।

ধনু : আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। চোখের অসুখে ভোগান্তি। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। আপনার অনমনীয় মনোভাব সমস্যা তৈরি করবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি।

মকর : হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি। এ সপ্তাহে নানারকম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কারণের সম্মুখীন হতে পারেন। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সংবাদে খুশি হবেন। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রের সমস্যায় অস্বস্তি থাকবে।

কুম্ভ : বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগে অবশ্যই নিজেকে শামিল করুন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা। বিনা কারণেই আপনার ওপর কোনও স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। নিজে শান্ত থাকুন। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে বিপাকে। হঠাৎই কোনও প্রিয়জনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে।

মীন : সংসারের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় হলেও সমস্যা হবে না। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। বাড়িতে পূজার্চনায় শান্তিলাভ। অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ আশ্বিন, ১৯ অক্টোবর, ২০২৫, ১ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্তিক বদি, ২৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৬। রবিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।৫৪। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।৫০। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ৩।৪৬। বণিজকরণ দিবা ১।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।২৫ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৬।৫০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৫৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৯।৫৭ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৭ গতে ২।৩১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।১৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১২।৪৯ গতে পুনর্যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৫৪ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও চতুর্দশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২গতে ৪।৬ মধ্যে।

শিলতোর্ষা পাড়ের কালীপুজোয় সক্রিয় জাহাঙ্গিররা

আজিমুলের ঢাকে সম্প্রীতির বোল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ অক্টোবর : কালীপুজো করার আগ্রহ বেশি দেখা যায় আমিনুর মিয়াঁ, আজিমুল হকদের। পুজোয় ঢাক বাজানোর জন্য যাঁর সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন মকচেদুল আলম। এদিকে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা, অনুষ্ঠান পরিচালনা, চাঁদা সংগ্রহ, খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া এমনকি বিসর্জনে সক্রিয় ভূমিকায় থাকেন জাহাঙ্গির হোসেন সহ আরও অনেকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে শিলবাড়ি ঘাটপাড় এলাকার কালীপুজো যেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে পুজো হলেও এবছর মেলা বসছে না। কেননা পুজোতে যাঁরা বেশি হইহুল্লা করেন তাঁদের বিঘা বিঘা জমির সবজি ও ধান সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকদিন আগেই।

দিলদার মিয়াঁর ছ'বিঘা জমির বেগুনখেত ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিলদারের কথায়, 'গতবারের পুজোয় ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম। এবার যে ক্ষতি হল তাতে একশো টাকাও চাঁদা দিতে পারব কি না সন্দেহ।' একইভাবে জয়ন্ত বর্মন, দেবারু মিয়াঁরাও আর্থিক সহযোগিতা করতে পারছেন না। পুজো কমিটির সভাপতি আমিনুর মিয়াঁ ও সহ সভাপতি সবুজ বর্মন জানালেন, যেভাবে হোক পুজোটা হবে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতির কারণে এবার আর মেলা হচ্ছে না।

স্থানীয়দের কাছে যা জানা গিয়েছে, শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে এই পুজো শুরুর নেপথ্যে মুসলিমদের ভূমিকাই বেশি। এই নদী সংলগ্ন এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। চার দশক আগে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিলতোর্ষা নদীর ওপর পাকা সেতু ছিল না। তখন শীতকালে অস্থায়ীভাবে কাঠের সেতু তৈরি করা হত। আর বছরের বাকি সময়ে নৌকায় পারাপার করতে হত। ফলে সেসময় শিলতোর্ষা ঘাটপাড়ের বাসিন্দাদের একাংশের পেশা ছিল খেয়া চালানো। আবার কিছু মানুষ নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজও করতেন। তিন দশক আগে এভাবেই মাঝি ও শ্রমিকদের উদ্যোগে নদীর ধারে তোর্ষা ইউনাইটেড নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মাঝেমধ্যে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটত। নদীতে যাতে কোনও বিপদ না ঘটে সেই প্রার্থনায় কালীপুজো শুরু করেন মাঝিরা। তাতে শামিল হন শ্রমিকরাও। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া কালীপুজো এবার ৩৫তম বর্ষে পদার্পণ করছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকাবাসী সারাবছর এই মেলারই অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু দুর্যোগের জেরে কালীপুজো সহ মেলার আয়োজনে এমন টান আগে কখনও হয়নি। পরিস্থিতি এমনই তৈরি হয়েছিল যে শুধু পুজোর আয়োজনই করা যাবে কিনা, সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। যদিও সাড়ে তিনদশক ধরে চলে আসা পুজোয় ছেদ পড়ুক চাননি স্থানীয়রা। কোনওরকমে এবার পুজোর আয়োজন করতে পারলেও মেলার আয়োজন করতে না পেরে মন খারাপ এলাকাবাসীর। মেলা করার জন্য যে বাজেটের দরকার ছিল, তা চাঁদায় ওঠেনি। যদিও পরের বার যাতে জমজমাট মেলার আয়োজন করা যায়, সেই চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

প্রতিবছর নদী সংলগ্ন তোর্ষা ইউনাইটেড ক্লাবের সামনেই পুজো হয়। এখানেই বসে রাজীব গান্ধির হাট। তবে স্থায়ী মন্দির নেই। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আজিমুল হক ও মাধব বর্মন জানান, পুজোর পর একদিনের অনুষ্ঠান করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

ক্লাবের সামনে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। (ডানে) শিলতোর্ষার চরে ডলোমাইটমিশ্রিত পলিতে নষ্ট সবজিখেত, যে কারণে মেলা হচ্ছে না।

> গতবারের পুজোয় ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম। এবার যে ক্ষতি হল তাতে একশো টাকাও চাঁদা দিতে পারব কি না সন্দেহ।
>
> **দিলদার মিয়াঁ**

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 5'-3" উচ্চতা, 28+, কাশ্যপ গোত্র, M.Sc. (Chemistry), MBA, প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট (ACT 21-Software Company, Noida), উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9854504728. (C/118638)

■ রাজবংশী, 33/5'-2", M.A. পাশ, Computer Diploma, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/118650)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 33/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/118614)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 32/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/117097)

■ স্কুলটিচার, 36, স্বল্পসময়ে ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), উচ্চতা 5'-3", সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ফোঃ-9647489738. (C/118652)

■ EB, কায়স্থ, ফর্সা, M.Sc. (Zoology), B.Ed., 27/5'-3", একমাত্র কন্যার স্থায়ী সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগের সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত্রি দশটা। মোঃ 9474586683. (C/118658)

■ পাত্রী কায়স্থ, 31+/5'-5", M.Sc., ফর্সা, সুন্দরী। পিতা রাঃ সঃ পেনশনার। 35-এর মধ্যে সঃ/MNC/ডাক্তার, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 7908630027. (C/118645)

■ মালদা নিবাসী, কায়স্থ, 29/5'-8", BCA, ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য, ঘরোয়া একমাত্র কন্যার অনূর্ধ্ব 38/6' স: চা:/প্র: ব্য:/স্ব:বর্ণ/উ:ব: নিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য। 9474996433. (C/118663)

■ বালুরঘাট নিবাসী, 26+, M.A, B.Ed বৈশ্য সাহা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের একমাত্র কন্যা। মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9932923531/9474385503. (C/118661)

■ ব্রাহ্মণ, 27+, 5'-7", ফর্সা, সুশ্রী, M.A. পাশ, পিতা - রিটায়ার্ড। পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9434723918. (C/118145)

■ বারুজীবী, 28/5'-7", B.A, LLB, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্ব:/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। M- 9474873033. (C/118701)

■ একমাত্র সন্তান, পাত্রী কায়স্থ 30, 5'-2", B.A. Comp. (Dip.) পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী কেবলমাত্র ঘরজামাই পাত্র চাই। M - 9434352445. (C/118671)

■ পাত্রী(27), 5'-3", B.A, মোদগল্য গোত্র, OBC(B), ফর্সা, সুশ্রী। উপযুক্ত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অসবর্ণ বিবেচ্য। (M) 9434442434. (S/M)

■ বৈশ্য সাহা, ৩৩/৫'-২", Ph.D. পাঠরতা, Central Govt. নবোদয় স্কুলের শিক্ষিকা (স্থায়ী)। অনূর্ধ্ব ৩৮, নবোদয় শিক্ষক/কেঃ সঃ চাঃ/উপযুক্ত পাত্র চাই। (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475039939. (C/118676)

পাত্র চাই

■ মাহিষ্য, উ: দি: নিবাসী, M.A (B.Ed), 38/5'-1", স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। চাকরিরত অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M - 9800322702. (C/118677)

■ মোদক, 26+/5'-3", M. Pharma, Gold Medalist, Asstn. Proffessor at H.P.I (Sikkim), Ph.D অধ্যয়নরত। উ:/দ: দিনাজপুর অগ্রগণ্য সুপাত্র চাই। 9474139854 (রায়গঞ্জ)। (C/118677)

■ পাত্রী সাহা, 40+/5', উচ্চমাধ্যমিক, আলিস্মান, ফর্সা, সুন্দরী, বিধবা (নিঃসন্তান)। সুপাত্র কাম্য। M - 6297404727 (রায়গঞ্জ) (C/118677)

■ পাত্রী রাজবংশী, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৩"/বয়স ৩১, B.A. Pass, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত শিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 9647535929. (C/118681)

■ নমশূদ্র, 36/4'-11", সুশ্রী, ফর্সা, স্নাতক, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে 38/42-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9434852160. (C/118685)

■ উপযুক্ত ব্যবসায়ী, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, অবিবাহিত/ডিভোর্সি। দ্বিতীয়া কন্যা, বয়স : ৩৪, উচ্চতা ৫'-১" (ডিভোর্সি), শিক্ষা : উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ধূপগুড়ি। মোঃ ৮৯৪৪০০৭৩৩৪.

■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৬", M.Sc. (Chemistry), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী কন্যার জন্য Govt. চাকুরে, A. Gr./B. Gr. পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 9832596963. (C/118151)

■ কোচবিহার নিবাসী, ফর্সা, স্লিম, উচ্চতা ৫'-৩"/২৮, M.A., D.Ed., এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9635722089. (C/118692)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A., D.El. Ed., সংস্কৃতি মনস্কা, শিলিগুড়ির নামী প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, 27/5', শিব গোত্র, ফর্সা, সুশ্রী, নম্রস্বভাবা। পিতা অঃ প্রাঃ সঃ কর্মী, মাতা হাইস্কুল শিক্ষিকা। শিলিগুড়িস্থিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি অনাবশ্যক। (M) 8250058360. (C/118360)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৮, পাত্রী একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ২৮+, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/118362)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ২৫, M.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)

■ 24, কনভেন্ট এডুকেশন, B.Tech., নামী MNC-তে Software Engineer, উত্তরবঙ্গের সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/118362)

পাত্র চাই

■ 26, M.A., B.Ed., সুশ্রী। শিলিগুড়ি নিবাসী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 080-69074909. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Tech. পাশ এবং বর্তমানে প্রাইভেট জব করে। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, MBA পাশ, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118362)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, সুশ্রী, MBA পাশ, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। এইরূপ বাঙালি পরিবারের কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/118362)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ৩৬, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/118362)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5'-2", M.A., B.Ed., (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উচ্চপদে সরকারি অফিসার/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/রেল/ব্যাংক/সমতুল্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9832427133. (C/118365)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 30+/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/118362)

■ 34+, M.Sc. পাশ, রেলে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত নেশাহীন পাত্র চাই। 7003763286. (C/118362)

■ জেনারেল, 22/5'-3", B.A. পাশ, বাবা নেই, সুন্দরী, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত দাবিহীন পাত্র চাই। 9836935367. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ তিলি কুণ্ডু, 34/5-6", B.E. Civil, বর্তমানে মুম্বইয়ে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, স/অসঃ পাত্রী কাম্য। 8509515991, 9800187755 (C/118696)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-6", B.Tech/ম্যানেজার- প্রোজেক্ট অ্যান্ড অ্যাডমিন. পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M- 8001575691/www.bakshi.in.net (C/118664)

■ কায়স্থ দত্ত, 33/5'-8", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Bank -এর ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : 9474308070. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/118601)

■ রায়গঞ্জ, দেবনাথ, 33+/5'-7", M.Sc, B.Ed., MBA (Cert. Course), HDFC ERGO General Insurance এ Deputy Manager (Uttar Dinajpur) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M - 9476282730. (C/118677)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রা: স: (Jr. Eng) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা ২৫-২৭ এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। M-9475908602. (C/118703)

■ W.B কায়স্থ, 30/5'-7", BA (3rd. Yr.), মাঙ্গলিক, নরগণ, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, উ: 24, সোদপুরে ও উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ারে নিজগৃহ। ১ মাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া সুশ্রী H.S পাত্রী কাম্য। 74889-67877/94307-92302. (K)

■ কায়স্থ, 27+/5'-10", B.A. (H) Pass, Central Govt. Employee, 23-24 বছরের মধ্যে শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8348577882, 9749122847. (C/118680)

■ পাত্র বারুজীবী, IIT (Ph.D.), আমেরিকায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/6'-1", সুদর্শন। উপযুক্ত প্রকৃত সুন্দরী, ন্যূনতম 5'-3", বাহিরে যেতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। (M) 9832474559. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গবাসী, পুনেতে কর্মরত, 29+/5'-5", B.Tech., Sr. Data Engr.-এর জন্য গন্ধবণিক/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-9434600535. (B/B)

■ জেনারেল, 42/5'-5", Mutual Divorce, প্রাঃ শিক্ষক, দক্ষিণ দিনাজপুর, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9091492966. (C/118683)

■ রাজবংশী পাত্র, বয়স ৩৩, কাশ্যপ গোত্র, সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ি নিবাস। উপযুক্ত, শিক্ষিতা, রাজবংশী কন্যা, বয়স ন্যূনতম ২৮, বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9641565668. (C/118684)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 35/5'-11", সুদর্শন, 50,000/- PM, 18-36, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/118689)

■ পূঃ বঃ রাজপুত, ক্ষত্রিয়, 40/5'-9", স্নাতক, পেশা- জ্যোতিষ বিদ্যা, মকর রাশি, সিংহ লগ্ন, নরগণ। বাৎসব গোত্র। উচ্চ অসবর্ণ, চাকরিজীবী পাত্রী আপত্তি নেই। (M) 8116231950, 9733306663. (C/118150)

■ বসাক, 36/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 7047844874. (A/B)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/118362)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118362)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, সেন্ট্রাল, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি, মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118362)

■ ১৯৯৩, শিলিগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO)। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/118362)

■ কায়স্থ, কাশ্যপ B.A./5'-8" 32বৎঃ, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, এক বোন বিবাহিতা, প্রবাসী, পিতা-মাতা বর্তমান। পিতা রিটা: প্রা: প্র: শিক্ষক। উপযুক্ত পরিবারের সুশ্রী-শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য (কাশ্যপ গোত্র ব্যতীত)। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। M- 9434192405. (B/S)

■ EB কায়স্থ, কর্মকার, অবিবাহিত, Ph.D., MPH, Psychologist, 46/5'-3", হাবরা নিবাসী, নিজ বাড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা, 32-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9830516556. (C/118644)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ ৩০ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, টিউশনিতে আয় ৩০০০০/-, বাবা নেই, একমাত্র বোন বিবাহিতা, নিজস্ব বাড়ি, আলিপুর নিবাসী, একমাত্র ছেলের জন্য ন্যূনতম উ:মা: পাশ, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুর অগ্রগণ্য। M - 7872011572. (S/M)

■ জেনারেল, 33+, Ht. 5'-8", M.Tech., রেলে উচ্চপদের অফিসার, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো সুশ্রী পাত্রী চাই। 9432076030. (C/118362)

■ মালবাজার নিবাসী, 30, M.Sc., SBI Bank-এর ম্যানেজার, রায়গঞ্জ কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী। এই পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9733066658. (C/118362)

■ ৩৩ বছর বয়সি, উচ্চতা ৫'-৭", MBBS, MD in Anesthesia, প্যারামাউন্ট হাসপাতালের চিকিৎসক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69074900. (C/118362)

■ ৩৩ বছর, সুদর্শন, উচ্চতা ৫'-৮", M.Tech. ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি অফিসে কর্মরত। পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, সংস্কারী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ করুন : 080-69103058. (C/118362)

■ ৩৪, M.Sc., শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-7", ইনকামট্যাক্স অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69103049. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত। পিতা, মাতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৩৭+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118362)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৩৫, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8967180345. (C/118362)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪৭, ডিভোর্সি। পাত্র রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা মৃত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118362)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, সরকারি ডাক্তার, BMOH, পরমাসুন্দরী/ডাক্তার/সুচাকুরে পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/118535)

■ পাত্র কায়স্থ, কাশ্যপ, ৪৮/৫'-১১", Ph.D-রত, Env. Consultant, শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, (১ সন্তান, মায়ের কাছে)। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9474031025, (ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন)। (C/118635)

■ পাত্র কুলীন কায়স্থ, MCA, সফটওয়্যার ডেভেলপার, উত্তরবঙ্গে নিজস্ব বাড়ি। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, সংসার করেনি। বয়স 35/6', লম্বা, ফর্সা। ঘরোয়া পাত্রী চাই। কোনও দাবি নেই। (M) 7384004567. (C/118626)

■ পাত্র জেনারেল কাস্ট, স্নাতক, বয়স-৩৮, উচ্চতা ৫'-৬", গোত্র কাশ্যব, কর্ম-ব্যবসা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন-৯৬৪১৫৩৯৯১৭. (C/118636)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", উত্তরবঙ্গ কোচবিহার নিবাসী, হায়দরাবাদে Investment Banking-এ কর্মরত পাত্রের জন্য 28-এর মধ্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8250780385. (C/118138)

■ কায়স্থ, বণিক, 34+/5'-6", হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি (কলিঃ), বর্তমানে বিদেশে উচ্চপদে কর্মরত, কোচবিহার শহরে নিজস্ব বাড়ি, ছোট ছিমছাম পরিবার। পিতা সরকারি পেনশনার, মাতা গৃহবধূ। সুদর্শন পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। Phone : 9434067174. (C/118141)

■ কায়স্থ, 34/5'-2", নিজস্ব ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 7547920747. (C/117098)

■ ঘোষ, 30/5'-8", M.Tech., গভর্নমেন্ট পদে কর্মরত পাত্রের জন্য M.Sc./B.Sc., 5'-3"/4" পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার/শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। কোষ্ঠী বিচার্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন-8116746557, 9002093260. (C/117099)

■ পাত্র রাজবংশী, ৩০/৫'-৮", সরকারি চাকরি (ডাক্তার), শিলিগুড়ি নিকট, অনূর্ধ্ব ২৭, রাজবংশী, সরকারি চাকরি/ডাক্তার পাত্রী চাই। মোঃ-৯৮০০২৬১০০১। (C/118654)

■ তিলি, Gen., B.Tech., MNC-তে কর্মরত (Bangalore), 29+/5'-10", একমাত্র সন্তান। পৈতৃক বাড়ি মালদায়, শিক্ষিত, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 8388001957. (C/118656)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118362)

উত্তরের পর্যটনে নয়া দিশা বৈকুণ্ঠপুর ও কালিম্পংয়ের মনসং

রংটংয়ের বদলে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : ব্যস্ত জীবন, সকাল থেকে রাত ইঁদুর দৌড়ে শামিল আমবাঙালি। সপ্তাহান্তে একটু 'রিল্যাক্স', সেই টানেই ছুটে যাওয়া কাছেপিঠে পাহাড়ে। কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে প্রকৃতির কাছাকাছি রংটং-রোহিণীতে।

কিন্তু, ততটা দূর যদি যেতে মন না চায়! সেই বিকল্পও তৈরি হয়েছে শহরতলিতে। জঙ্গল পথের নিরিবিলিতে একটু সময় কাটানো। শিলিগুড়ি শহরঘেঁষা এই খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এখন রংটং-রোহিণীর বিকল্প। যা বনবস্তির মানুষগুলোর আর্থিক অবস্থাও ধীরে ধীরে পালটে দিয়েছে। জঙ্গলের বস্তিতেই গড়ে উঠেছে একের পর ক্যাফে- রেস্তোরাঁ। হোমস্টেও। যা অনায়াসে টেক্কা দিচ্ছে রংটং-রোহিণীকে।

চেকপোস্ট ধরে ইস্টার্ন বাইপাস থেকে বাঁদিকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলপথ দিয়ে ঢুকলে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি। পিকনিক, ইকো-ট্যুরিজমের জন্য যা আদর্শ। বনবস্তির এই এলাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। বয়ে গিয়েছে নদী, রয়েছে পুরোনো কাঠের সেতু। ছুটির দিন তো বটেই, সারা সপ্তাহ সেখানে ভিড় করছেন শহরের তরুণ-তরুণীরা। সমাগম বাড়তেই দিব্যি পসরা জমিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। রাস্তার একধারে পেতে দেওয়া হয়েছে চেয়ার-টেবিল। অর্ডার নেওয়া হচ্ছে মোমো, নুডলস, চা, কফি, অমলেট, বাটার-টোস্ট আরও কত্ত কিছু। শাল গাছের নীচে বসে চা-কফির স্বাদ নেওয়া বাঙালির কাছে ফাঁপড়ি এখন জনপ্রিয়। টেবিলে আসছে গরম গরম খাবার। তা খেতে খেতে গল্প জমিয়ে সেলফি তুলে কেটে যাচ্ছে সময়।

আশিঘর, চয়নপাড়া, শালুগাড়া থেকে এর দূরত্ব কম হওয়ায় তাদের পছন্দের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠছে ফাঁপড়ি।

শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ চার-পাঁচটে বাইক এসে থামল সুরজ ছেত্রীর দোকানের সামনে। ঝপটপ দিলেন কফির অর্ডার। তাঁদের আকার ইঙ্গিত বোঝাচ্ছিল, প্রকৃতির মাঝে এসে খানিক স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা। কথা বলতেই জানা গেল, রাইডে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন এই রাস্তা দিয়েই। দোকানগুলো দেখে ক্লান্তি কাটাতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থেমেছেন। বাড়তি পাওনা এই মনোরম পরিবেশ।

আশিঘরের কমল রায়ও এদিন এসেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। দোকানের ভিতর বসার জায়গা থাকলেও বসলেন বাইরে পেতে রাখা চেয়ারে। বললেন, সচরাচর আমরা রংটং যেতে পারি না। দূর অনেকটা। তবে এখানে এসে একটা 'ভাইব' পাই। তাই এখন একটু চা-কফি-নুডলস খেতে ইচ্ছে হলে চলে আসি।

বনের ভিতর এই ভিড় তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে অনেকটা। ব্যবসায়ী অনীতা রাই বলছিলেন, রোজ সকাল ৭টায় দোকান খুলি। তখন থেকেই লোকজন আসতে শুরু করেন। আশপাশের এলাকার মানুষ তো হামেশাই আসেন। সুরজ ছেত্রী বললেন, ফাঁপড়ি এলাকাজুড়ে এখন প্রচুর দোকান, ক্যাফে, রেস্তোরাঁ হয়েছে। হোমস্টে গড়ে উঠেছে। হোমস্টেগুলিতে যাঁরা আসেন তাঁরাও আমাদের দোকানগুলোতে ঢুঁ দেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ আসেন। আমাদেরও ভালো লাগে।

ফেরার পথে দেখা গেল দু'পাশে জঙ্গলের মাঝে থাকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলফি নিতে ব্যস্ত ছেলেমেয়েরা। হাসি বলছে আড্ডার নতুন ডেস্টিনেশন 'আবিষ্কার' করে নিয়েছেন তাঁরা।

পাহাড়ের শোভা বাড়াচ্ছে অর্কিড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ অক্টোবর : হাজার হাজার বাহারি ফুলের সমাহার। একে অপরের গায়ে ঢলে পড়েছে। দেখলেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে শুধু চোখে দেখা সৌন্দর্যই নয়, এমন অর্কিডের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে এই সুবাসও মন কেড়ে নিতে বাধ্য। কালিম্পংয়ে মনসংয়ের রমফুতে বাহারি ফুলের সম্ভার যেন চুপিসারেই হয়ে উঠেছে স্বর্গীয় সুষমার স্থান। তাই এবারের শীতে পর্যটকদের নয়া ডেস্টিনেশন হতেই পারে এলাকাটি।

রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার্স মেডিসিনাল প্ল্যান্টস-এর উদ্যোগে এই অর্কিড লাগানো হয়েছে। সেখানকার নির্দেশক ডঃ স্যামুয়েল রাই বললেন, 'অর্কিডগুলো দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল। তা সফল হয়েছে। ফলে এখানকার ফুলচাষিদের কাছে বিকল্প আয়ের বড় উৎসও হতে পারে এই ধরনের অর্কিড। ফ্লোরাল ট্যুরিজমের ভাবনাও বাস্তবায়িত হতে পারে এর মাধ্যমে।'

বছর দুয়েক আগে এই অর্কিডের সূচনা হয়েছিল। সিকিম সীমান্তের রমফুতে সিঙ্কোনা বিভাগের পাঁচ একর জমিতে পলিহাউস তৈরি করে অন্তত ৫০ হাজার অর্কিড

লাগানো হয়। ট্রপিক্যাল গোত্রীয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগী ডেন্ড্রোবিয়াম, ভেন্ডা, অঙ্কিডিয়াম, মোকারা, ক্যাটলেয়া ও ফ্যালানোস্পিস এই ছয় প্রজাতিকে বেছে নেওয়া হয় চাষের জন্য। শীতের আবহাওয়া আসতেই সেগুলিতে ফুল এসে এখন চারপাশ রঙিন হয়েছে।

এদিকে, রমফুর সাফল্য দেখে দার্জিলিংয়ের মংপু, লাটপাঞ্চার এবং কালিম্পংয়ের রঙ্গোর মতো স্থানগুলিকেও এমন অর্কিড হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই চারা লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। আগামী বছর দেড়েকের মধ্যে যা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হচ্ছে।

সিঙ্কোনা চাষ দেখভালের সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত সেই মংপুতে একটি অর্কিড পার্ক আগে থেকেই ছিল। রমফুর সিঙ্কোনা বাগানের ম্যানেজার ডঃ নয়ন থাপা বলেন, 'কাটিং সিম্বেডিয়াম অর্কিডের ফুল ২০ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। ১ লক্ষ টাকার বেশি ফুল বিক্রি হয়েছে।'

পাঙ্খাবাড়িতে খাদে গাড়ি, মৃত ২ তরুণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ অক্টোবর : বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে পাঁচ বন্ধু মিলে শুক্রবার পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের আর কোনওদিন বাড়ি ফেরা হবে না। পাহাড় থেকে ফেরার পথে শনিবার ভোরে কার্সিয়াং থানার তিন ঘুমটি মোড়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকার গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যায়। তিনজন আহত হন। দুজন মৃত। সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে নামেন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সুকনা হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের নাম তারক বিশ্বাস, রাজ দাস এবং করণ ঠাকুর। কার্সিয়াংয়ের দমকলকর্মী, পুলিশ-প্রশাসন ও স্থানীয়রা মিলে বাকি দুজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। মৃতদের নাম রাজেশ পাসোয়ান এবং সুমিত সিংহ। মৃতদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহতরা সকলেই স্কুলছুট। তাঁরা মাঝেমধ্যে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে ভিডিওগ্রাফির কাজ করতেন। শুক্রবার গভীর রাতে পাঁচ বন্ধু মিলে একটি চারচাকার গাড়িতে করে নকশালবাড়ি থেকে কার্সিয়াংয়ের দিকে যান। ফেরার পথে পাঙ্খাবাড়ি রাস্তা হয়ে আসার পথে তিন ঘুমটি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের মধ্যে তারকের বাড়ি কোটিয়াজোতে। বাকি দুই আহত রাজ এবং করণ রথখোলার বাসিন্দা। মৃত রাজেশের বাড়িও কোটিয়াজোতে। সুমিত ফুটানি মোড়ের বাসিন্দা। রাজেশ এবং সুমিত বাড়িতে কাউকে কিছু না বলেই রাতে বেরিয়ে যান। দুর্ঘটনায় রাজেশের মৃত্যুর খবর পেয়ে এদিন তাঁর কোটিয়াজোতের বাড়িতে অনেক মানুষ ভিড় করেন। রাজেশের দাদা রাজকরণ পাসোয়ান বলেন, 'বছরখানেক আগে ও মাধ্যমিক পাশ করেছিল। ভালো কাজের খোঁজে ছিল। আমি বহুবার কাজ ঢুকিয়েছি কিন্তু ভালো লাগেনি বলে কাজ ছেড়ে চলে আসে। বিয়েবাড়িতে ভিডিওগ্রাফি করত। আর বাড়িতে এসে মোবাইলে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু এত রাতে ও যে বন্ধুদের সঙ্গে কেন পাহাড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না।' এই দুর্ঘটনায় মৃত সুমিত কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুর কথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না দাদা জয় সিংহ। তিনি বলেন, 'রাতে কাউকে কিছু না বলেই ও বেরিয়ে যায়।' কান্নায় ভেঙে পড়ে কোনওমতে তিনি বলেন, 'আমার ভাইটা আর কোনওদিন বাড়ি ফিরবে না।'

এই গাড়িতে চেপে অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তরুণরা।

> বছরখানেক আগে ও মাধ্যমিক পাশ করেছিল। ভালো কাজের খোঁজে ছিল। আমি বহুবার কাজে ঢুকিয়েছি কিন্তু ভালো লাগেনি বলে কাজ ছেড়ে চলে আসে। বিয়েবাড়িতে ভিডিওগ্রাফি করত। আর বাড়িতে এসে মোবাইলে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু এত রাতে ও যে বন্ধুদের সঙ্গে কেন পাহাড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না।
>
> – **রাজকরণ পাসোয়ান**, মৃত রাজেশের দাদা

এত রাতে পাঁচ বন্ধু মিলে কেন পাহাড়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। তারকের মা সুচিত্রা বিশ্বাস বলেন, 'ছেলে সারাদিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে। রাতে ভাত খেতে বসতেই ওর বন্ধুরা ফোন করে ডাকে। আমি জিজ্ঞেস করলে ও বলে শিলিগুড়িতে বিয়েবাড়ির কাজ আছে সকালেই ফিরব।' কিন্তু সকালে সুচিত্রার কাছে ছেলের গুরুতর আহত হওয়ার খবর আসে।

গন্ডার ছেড়ে চিন্তিত বনকর্তারা

এলাকা দখলে সংঘাতের সম্ভাবনা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর : ভেসে যাওয়া ১০টি গন্ডার উদ্ধারের সাফল্য নিয়ে একদিকে বনকর্তারা যেমন খুশি, তেমনি তাঁরা চিন্তিত এই গন্ডারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ কোন গন্ডার কোন এলাকার ছিল এটা জানা সম্ভব হয়নি বনকর্মীদের পক্ষে। উদ্ধার করার পর জলদাপাড়া ও চিলাপাতা জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এদের। ফলে এলাকা দখল নিয়ে অন্যান্য গন্ডার কিংবা পশুদের সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এতে জখম কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, 'এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার ভারতে আগে কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তবে কোন গন্ডার কোন জঙ্গলের, তা জানা সম্ভব ছিল না। এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই বাধতেই পারে।'

আরও একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে চিন্তিত বনকর্তারা। কারণ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পলিমাটির নীচে চলে গিয়েছে, বিশেষ করে যেসব জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস লাগানো হয়েছিল। বৃষ্টি না হলে সেখানে পলিমাটি সরে নতুন করে ঘাস গজাতে সময় লাগবে। ফলে যেসব এলাকায় বর্তমানে ঘাস রয়েছে, সেখানে তৃণভোজী প্রাণীদের ভিড় মারাত্মক বেড়ে যাবে। এরফলেও হাতি, গন্ডার, বাইসন ও হরিণের মধ্যে লড়াই বাধার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে নবিকান্তর বক্তব্য, নতুন প্ল্যান্টেশনের প্রায় ১৫০ হেক্টর এলাকার তৃণভূমি পলিমাটির নীচে চলে গিয়েছে। যতদিন সেখানে ঘাস না জন্মাচ্ছে, ততদিন অন্যান্য তৃণভূমিতে পশুদের খাদ্য জোগানের চাপ থাকবে।

এভাবেই উদ্ধার করে আনা হচ্ছে গন্ডারদের।

> এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার ভারতে আগে কখনও হয়েছে কি না জানা নেই। তবে কোন গন্ডার কোন জঙ্গলের, তা জানা সম্ভব ছিল না। এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই বাধতেই পারে।
>
> **ডঃ নবিকান্ত ঝা**
> **সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান**

এদিকে, বন্যার সময় গন্ডার-মানুষ সংঘাত এড়ানোর কৃতিত্ব নিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'পাঁচটি গন্ডার লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মানুষ-গন্ডারের সংঘাত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সকলের চেষ্টায় কোনওরকম ক্ষতি ছাড়াই গন্ডারগুলিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এই সাফল্য বনকর্মীদের পাশাপাশি ১৩টি কুনকি, দমকল, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন থানার। দিনরাত এক করে এতগুলি গন্ডারকে উদ্ধার করা জলদাপাড়া তথা ভারতের ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে।'

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানালেন, তাঁরা ১৩টি কুনকি হাতির পাশাপাশি বাকি যাঁরা এই উদ্ধারকাজে দিনরাত এক করে দিয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। কোনও বিশেষ দিনে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে।

যদিও গন্ডারদের মধ্যে কিংবা অন্য পশুদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা এখনই কেউ উড়িয়ে দিতে পারছেন না। এমনকি বাইসন, হরিণের মধ্যে লড়াইও বাঁধতে পারে। ফলে আপাতত বনের পরিবেশ নিয়ে কিছুটা সংশয় এবং আতঙ্ক রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বাসু রায় - কে 02.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40K 82814 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য এক কোটি টাকা জয়লাভ করা একটি স্বপ্নের মতো ছিল। ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য। টিকিট কিনে সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেই আমি সুখ, স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক নিরাপত্তা অর্জন করেছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভ্যাটিকানের দূত রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : রায়গঞ্জে এসেছেন ভ্যাটিকান সিটির রাষ্ট্রদূত লিওপোল্ডো জিরেলি। তিনি পোপের প্রতিনিধি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। ভারত ও নেপালে অ্যাপোস্টলিক নুনসিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। বিশপের আমন্ত্রণে লিওপোল্ডো শনিবার আসেন রায়গঞ্জের ছটপড়ুয়ার পবিত্র ডায়োসিসে।

তাঁর আগমন ঘিরে অন্যরকম আবহ তৈরি হয় ছটপড়ুয়াতে। ডায়োসিসের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডায়োসিসের প্রতিনিধি ফাদার বাবলা মণ্ডল বলেন, 'বিশপের আমন্ত্রণে তিনি রায়গঞ্জে এসেছেন এবং ডায়োসিস পরিদর্শন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।' রবিবার ফাদারদের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবেন লিওপোল্ডো। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে ধর্মীয় প্রার্থনা সভা।

বনকচুর ডাল খেয়ে অসুস্থ

গয়েরকাটা, ১৮ অক্টোবর : বনকচুর ডাল খেয়ে অসুস্থ বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটার ১৫ জনেরও বেশি। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েরকাটা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বনকচুর ডাল খান জনা ১৫ গ্রামবাসী। এরমধ্যে একই পরিবারের ৫ জন রয়েছেন। আক্রান্তরা গলাব্যথা, চুলকানি, মুখ ও মাথা ফুলে যাওয়া সহ মাথা ঘোরার উপসর্গ নিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল ও বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মনু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'দাদার বাড়ি থেকে গাড়ুর ডাল পাঠানো হয়েছিল। খাওয়ার পরই হঠাৎ পরিবারের তিনজনের গলাব্যথা সহ শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু আমাদের পরিবার নয়, এলাকায় ১৫ জনের বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
PO-BINNAGURI, DIST-JALPAIGURI, PIN-735232
E-mail: apsbinnaguril@gmail.com
Website: www.apsbinnaguri.org
(Mob No: 7718747807/03563-259446)

TENDER NOTICE: PROVISION OF 10M INDOOR SHOOTING RANGE FOR AIR RIFLE AND AIR PISTOL IN THE PREMISES OF APS BINNAGURI

1. Quotations are invited in two bids system as 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' in two separate sealed envelopes, duly marked as 'Technical Bid' for RFP No 09/APS/BNG/Shooting Range dt 19 October 2025 and "Commercial Bid" for RFP No 09/APS/BNG/Shooting Range dt 19 October 2025 and packed in large envelope, duly sealed. The quotes are to be super-scribed with firm's name, address and official seal and ink signed by an authorized representative of the firm. Sealed Bids to be addressed to the Principal, Army Public School, Binnaguri.
2. Please visit school website www.apsbinnaguri.org for RFP and terms & conditions and other documents and list of items alongwith technical specifications as per Part-V of RFP.
3. Last date for submission of bids: 09 Nov 2025 at 1400hrs.
4. Date of opening of Technical bids: 10 Nov 2025 at 1100hrs.
5. Commercial bids of technically compliant bidders will be opened after approval of Technical Evaluation Board Proceedings by Board of officer.
6. All rights are reserved by Board of Officers to reject any or all tenders without assigning any reason, whatsoever it may be.

Principal,
APS Binnaguri
For Chairman, SAMC, APS Binnauri

হরিশ্চন্দ্রপুরে মিশ্র জমিদারবাড়ির পুজোর দেড়শো বছর

পালকিতে মূর্তির পরিক্রমা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ অক্টোবর : সময়টা ১৮৫৮ সাল। সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তার এক বছর আগে। দেশজুড়ে চলা এই বিদ্রোহ কড়া হাতে দমনে নেমেছিল ব্রিটিশরা। সে বছর প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে। বন্যার দাপটে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিশ্র জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে থাকা কালী মন্দিরের কালীর চালি সংলগ্ন বারোমাসিয়া নদী ধরে ভাসতে ভাসতে মিশ্র জমিদারদের ইসলামপুর এলাকার জিতনা ঘাটে আটকে যায়। স্থানীয়রা সেই কালীর চালি জল থেকে তুলে ঘাটের পাশেই রেখে দেন। কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন জমিদার রায়মোহন মিশ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইসলামপুর এলাকায় ওই ঘাটের পাশেই মায়ের চালি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলে আসছে। জমিদারের উঠোন ছেড়ে সাধারণের মাঝে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী। সেই রীতি মেনে আজও কালীপুজোর রাতে পালকি করে নগর পরিক্রমা করে মন্দিরে পদার্পণ করেন ইসলামপুরের এই কালী।

এই নিয়ে কথা হচ্ছিল জমিদারবাড়ির সদস্য তথা রায়মোহন মিশ্রর প্রপৌত্র চিরঞ্জীব মিশ্রর সঙ্গে, 'আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। পূর্বপুরুষ রায়মোহন মিশ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইসলামপুর এলাকার ওই অঞ্চলটি মজদুর এনে জঙ্গল সাফাই করান। তাদের তত্ত্বাবধানে সেই বছর গ্রামে শুরু হয়ে যায় জমিদারবাড়ির মায়ের পুজো। তৎকালীন বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ডের মতিয়া বিহার অঞ্চল থেকে অনন্তলাল ঝা-কে নিয়ে আসেন রায়মোহন। তাঁকে কুলপুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। তাঁর থাকার জন্য জমি দান করা হয়। সেসময় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রানি রাসমণি। দিকে দিকে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের মা ভবতারিণীর প্রচার হতে শুরু করেছে। সে খবর কানে পৌঁছায় রায়মোহনবাবুর কানে। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থেকেই এক মূর্তি তৈরির কারিগরকে কলকাতা পাঠান ভবতারিণীর মূর্তি দর্শন করে আসার জন্য। গ্রামে ফিরে এসে শিল্পী কলকাতায় দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মূর্তির আদলেই তৈরি করেন ইসলামপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি। শুরু হয়ে যায় জমিদারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুজো।' তাঁর সংযোজন, 'এখন জমিদারি এস্টেট থেকে সেই পুজোর খরচ বহন করা হয় না। সেই মায়ের পুজো জমিদাররা শুরু করলেও এখন মা সর্বজনীন রূপে পূজিতা হচ্ছেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় শুরু হওয়া সেই পুজো আজও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে।'

এই পালকি করে হয় নগর পরিক্রমা। ইনসেটে পিতলের কালীমূর্তি।

ইসলামপুরের বাসিন্দা তথা মন্দিরের পুরোহিতদের পরিবারের সদস্য বিমান ঝা জানালেন, রীতি মেনে পুজোর দিন সকালে মায়ের পিতলের মূর্তি পালকিতে চেপে নগর পরিভ্রমণে বেরোয়। ভক্তরা কাঁধে করে মা-কে নিয়ে স্থানীয় মিশ্রবাড়িতে পৌঁছালে, সেখানে মিশ্রবাড়ির সদস্যরা মা-কে অর্ঘ্য দেন। তারপর সেই জমিদারবাড়ির সদস্য মা-কে কাঁধে করে মন্দির পর্যন্ত নিয়ে আসেন। তারপরই পুজো শুরু হয়ে যায়। বছরের প্রত্যেকদিন এই পিতলের মূর্তি আমরা পুজো করি। শুধু কালীপুজোর সময় মায়ের মাটির মূর্তি গড়া হয়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন আগে মিশ্র জমিদারবাড়ির সদস্যরা হাতিতে করে ইসলামপুরে এসে মায়ের পুজোর দিন রাত কাটাতেন। বাড়ির মহিলারা আসতেন পালকি করে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে মায়ের পুজো করতেন। রীতি মেনে এই মন্দিরে বলি প্রথা চালু আছে।

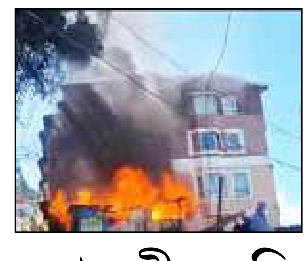

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি আঁকার ঘরে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের লালকুঠি রোডে শনিবার দুপুরে বিধ্বংসী আগুনে একটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কুমার ছেত্রী নামে ওই ব্যক্তির বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

শনিবার দুপুরে ওই সময় সকলেই বাড়িতে ছিলেন। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পারায় তাঁরা সকলে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে দার্জিলিং সদর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে ওই আগুন লেগেছে।

বুধবার দার্জিলিংয়ে এসে লালকুঠিতে প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেরার পথে তিনি রাস্তার ধারে ওই কুমার ছেত্রীর বাড়িতে ঢুকে যান। ওই বাড়িতে একটি ঘরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আঁকার কাজ চলছিল। মুখ্যমন্ত্রী রং, তুলি হাতে নিয়ে সেখানে ছবিও আঁকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে আসায় রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে এসেছিল কুমারের পরিবার।

আলোয় আলোয়

ধনতেরাসের সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার জংশনে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

খাঁচা ভেঙে পালাল চিতাবাঘ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর : খাবারের টোপে ফাঁদে আটকা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ায় একটি চিতাবাঘ খাঁচা ভেঙে পালাল। শনিবার ভোরে খাঁচায় বন্দি করা হয় চিতাবাঘটিকে। বন্দি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাঁচা ভেঙে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। যদিও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা জানান, এটি যে কম্পার্টমেন্টে বন্দি হয়েছিল সেই দরজার মুখ খোলা ছিল। যাঁরা খাঁচা পেতেছিলেন তাঁদের ভুল ছিল। এরপর আবার তাকে ধরার অন্য খাঁচা পাতা হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর দিনের বেলায় খাউচাঁদপাড়ার একটি বাড়ির উঠোনে এসে চম্পা কার্জি নামের এক মহিলাকে একটি চিতাবাঘ আক্রমণ করেছিল। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর মেনকা বর্মন ও গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির কাছাকাছি একটি জঙ্গলে ঘেরা পরিত্যক্ত জমিতে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। অবশেষে এদিন সেটি ফাঁদে ধরা দিলেও শেষরক্ষা হল না। মেনকা বলেন, 'আমার বাড়ির পাশেই খাঁচা পাতা ছিল। শনিবার রাত ২টা নাগাদ হঠাৎই বাঘ আর ছাগলের চিৎকার শুনতে পাই। এরপর ভোর ৪টা নাগাদ সেখানে গিয়ে দেখি একটি চিতাবাঘ খাঁচার ভেতর লাফালাফি করছে। একটু পরেই বনকর্মীরা সেখানে চলে আসেন। কিন্তু আমাদের সকলের সামনেই চিতাবাঘটি খাঁচার একটি ভাঙা অংশ দিয়ে পালিয়ে যায়। কপাল ভালো আমরা খাঁচার উলটোদিকে ছিলাম।'

খাঁচা ভেঙে চিতাবাঘ পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা জলদাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় বিরল বলে জানান স্থানীয়রা। একই মত বনকর্মীদের একাংশের। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মাস আগে পাতা খাঁচায় রোদে-জলে হয়তো মরচে ধরে গিয়েছিল। তা বনকর্মীদের নজর এড়িয়ে যায়। চিতাবাঘের

ফাঁদ কাহিনী
- শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ায় শনিবার মধ্যরাতে খাঁচায় ধরা দেয় একটি চিতাবাঘ
- কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামবাসীদের চোখের সামনেই সেটি খাঁচা ভেঙে পালায়
- ১৫ সেপ্টেম্বর দিনে এলাকার একটি বাড়ির উঠোনে এসে এক মহিলাকে আক্রমণ করেছিল চিতাবাঘ

লাফালাফিতে সেই অংশ ভেঙে যায়। স্থানীয় তরুণ টোটন দাস বলেন, 'আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। এক মাস আগেই দিনের বেলা এক মহিলাকে আক্রমণ করে চিতাবাঘটি। পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।'

Notice Inviting eBid
The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNIT No:- 56/KDI/2025-26, Memo No: 2584/Estt, Dated: 17/10/2025
1. eNIT No:- 57/KDI/2025-26, Memo No: 2585/Estt, Dated: 17/10/2025
Bid Proposal submission Start Date: 18/10/2025 at 05:00 PM Bid Proposal for Submission Closing Date: 06/11/2025 at 12:00 PM Bid Opening for Technical evaluation date: 08/11/2025.
Sd/- Block Development Officer
Karandighi Development Block

আজ টিভিতে

রবিবারের মহা ধামাকা বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে। স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ অলৌকিক-টু, দুপুর ১.০০ রাবণ, বিকেল ৪.০০ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.০০ জয় মা তারা, রাত ১০.৩০ ভূত চতুর্দশী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সীতা, দুপুর ১২.০০ বস-বর্ন টু রুল, বিকেল ৩.০০ অভিমান, রাত ১০.৩০ মৌচাক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উনিশে এপ্রিল, সন্ধে ৭.৩০ চিতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলাতে
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৫.০৯ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.৩৩ দবং-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫০ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ২.২৫ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.৩৩ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.৩০ স্যামি-টু, রাত ১০.১১ মিশন রানিগঞ্জ

জমজমাট রবিবার পর্ব

গানে গানে কালীপুজোর উদযাপন। সারেগামাপা রাত ৯.৩০ জি বাংলা

ভূত চতুর্দশী রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

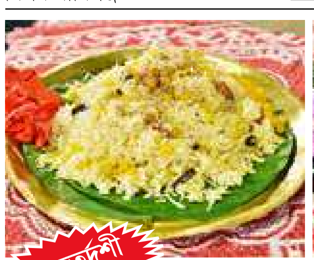

ভূত চতুর্দশী পর্ব

বোদের পোলাও এবং ডালের বরফি তৈরি শেখাবেন রুনা সাহা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

প্রাণের উৎসব সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

রেলের লোডিং বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে পণ্য লোডিংয়ের হার বাড়ল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের।

এই বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ। মোট ৫.৫৫ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করেছে রেলের এই বিভাগ। রেলের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি ১৩৩.৩ শতাংশ কয়লার লোডিং হয়েছে। সিমেন্টের লোডিং হয়েছে ৪৮.১ শতাংশ, কনটেনারে ২১.৪ এবং স্টোন চিপস লোডিং হয়েছে ১০০ শতাংশ। এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

রাসচক্র বানাতে অনীহা বাড়ছে আমিনুরের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ অক্টোবর : আর রাসচক্র বানাতে চান না আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর হোসেন। তাঁর দাবি, রাসচক্র বানানোর জন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তাঁকে যে সামান্য পারিশ্রমিক দেয় তার দুই তৃতীয়াংশই খরচ হয়ে যায় কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, কাগজ, পাট, আঠা ইত্যাদি কিনতে। এরপর সামান্য যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে এক মাস দিনরাত কাজ করে তাঁর একেবারেই পোষায় না। সংসার চলে না। এরচেয়ে দিনমজুরি করলে অনেক বেশি উপার্জন হয়। তাই আমিনুর আর রাসচক্র বানাতে চান না।

তবে কোচবিহারে রাজ আমল থেকে বংশপরম্পরায় তাঁরা এই কাজ করে আসছেন। সেই ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে তিনি এই কাজ করেন। আমিনুর চান, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড রাসচক্র বানাবার পারিশ্রমিক কিছুটা বাড়াক। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে সময়মতো অর্ডার নোটিশ না পাওয়ায় এবং প্লাবনে তাঁর বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় এবার এমনিতেই নিয়ম মেনে লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে রাসচক্রের কাঠামো তৈরির কাজ শুরু করতে পারেননি আমিনুর। শুক্রবার বিকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, একমনে রাসচক্র তৈরির জন্য কাগজে নকশা কেটে চলেছেন তিনি। তার মধ্যেই নিজের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন শিল্পী আমিনুর।

তিনি বলেন, 'রাসচক্র বানানোর জন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে ১৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এরমধ্যে কাঁচামাল কিনতে আমার খরচ হয় প্রায় ৯ হাজার টাকা। ফলে রাসচক্র বানিয়ে আমি মাত্র ৪ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাই। অথচ এই রাসচক্র বানাতে এক মাস দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। সঙ্গে বাড়ির লোকেরাও সহযোগিতা করেন। ফলে এই সামান্য টাকা দিয়ে কোনওভাবেই সংসার চলে না। দিনমজুরির কাজে দিনে ৫-৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। দিনে আমি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরি পাই। অর্থাৎ মাসে প্রায় ১৪-১৫ হাজার টাকা উপার্জন হয়। অথচ দিনে তার দ্বিগুণ পরিশ্রম করার পরেও মাসের শেষে যদি সামান্য এই ক'টা টাকা দেওয়া হয়, তাহলে কীভাবে আমি কাজ করব? আমারও তো সন্তান, সংসার আছে। তাই দেবত্র ট্রাস্টের কাছে আমার আবেদন, রাসচক্র তৈরি করা জন্য টাকা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।'

কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর, মদনমোহনের রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ রাসচক্র। বংশপরম্পরায় এই শিল্পকর্ম করে আসছে আলতাফ মিয়াঁর পরিবার। সর্বধর্ম সমন্বয়ে তৈরি এই রাসচক্র ঘুরিয়ে রাজ আমলের মদনমোহনের রাস উৎসবের উদ্বোধন করতেন কোচবিহারের মহারাজারা। বর্তমানে সেই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের জেলা সভাপতি তথা জেলা শাসক। মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ১৫ দিন ধরে চলা এই রাস উৎসবে হাজার হাজার মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে এসে এই রাসচক্র ঘোরান। সেই রাসচক্র তৈরি করতে গিয়ে শিল্পীর এমন পরিস্থিতির কথা প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অনুযোগ
- পারিশ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে যায় কাঁচামাল কিনতে
- সারামাস দিনরাত খেটে উপার্জন হয় মাত্র হাজার চারেক
- দিনমজুরিতে রোজ ৫-৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়
- উপার্জন হয় মাসে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা
- দেবত্র ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে পারিশ্রমিক বাড়াতে অনুরোধ আমিনুরের

সিনেমা (CINEMA)
Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Devi Chowdhurani
Time : 3.30 & 6.30 P.M.
Coming from 21st Oct.
Thamma (Hindi)
*ing : Ayushman Khurana, Rashmika, Mandana, Paresh Rawal, Mawazudin Siddiqui
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-IV-এ [রুল ৮(৬)এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রাকৃতিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সেবক রোড শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ০৭.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা:- ২,১৫,৯৭,৭৫১/- (টাকা: দুই কোটি পনেরো লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত একান্ন মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সেবক রোড শাখার কাছে - ১. মেসার্স সুখদেওদাস রামনারায়ণ (ঋণগ্রহীতা), ২. শ্রীমতী নীলম আগরওয়াল, সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী (অংশীদার/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা), ৩. শ্রী শেখর আগরওয়াল, সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালের পুত্র (অংশীদার/ জামিনদাতা) এবং ৪. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল, প্রয়াত জগদীশ প্রসাদ আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা) – সকলে এইচ/১০০৭/২০৯/১ মুকুন্দ দাস রোড, পুরাতন শিলিগুড়ি পাবলিক স্কুলের পিছনে, ওয়ার্ড নং-২৫, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৪ এ ব্যবসা চালান, সেই সকল ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল:-

সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ:-	বাস্তু জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ যে এলাকাটির জন্য তার পরিমাণ ২(দুই) কাঠা যেটির দ্রষ্টব্য শিরোনাম প্রাপ্ত দলিল নং I- ৫১৭/২০১৬ ০৪.০৩.২০১৬ তারিখের জন্য এবং অন্য আরেকটি জমির এলাকার পরিমাণ ২(দুই) কাঠা যেটির দ্রষ্টব্য শিরোনাম প্রাপ্ত দলিল নং- I- ৫১৮/২০১৬ ০৪.০৩.২০১৬ তারিখের জন্য শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল এবং শ্রীমতী নীলম আগরওয়ালের স্বত্তাধিকরণে সম্পূর্ণ এলাকাটির পরিমাণ ০.০৬৬ একর অথবা ৪ কাঠা (২ কাঠা প্রতি দলিল হিসাবে) সঙ্গে ভবনটি মৌজা :- শিলিগুড়ি, পরগণা বৈকুণ্ঠপুর, আর.এস খতিয়ান নং- ১১৫৫, আর.এস প্লট নং- ৩৪৮৫, জে.এল নং- ১১০(৮৮), হোল্ডিং নং- ১০০৭/২০৯/১,শিট নং- ৩, শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ওয়ার্ড নং- ২৫, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সীমানা** :- উত্তর :- কার্তিক চন্দ্র দাসের জমি এবং বাড়ি, দক্ষিণ :- ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি চওড়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাস্তা, পূর্ব :- নিভিরাম বনসালের জমি এবং বাড়ি, পশ্চিম :- রবি দে-এর জমি
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা:-	জানা নাই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :-	টা:- ৭৬,৫০,০০০/- (টাকা ছিয়াত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য :-	টা: ৭,৬৫,০০০/- (টাকা: সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মাত্র)
দঃ বৃদ্ধির পরিমাণ :-	টা: ৫০,০০০/- (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময় :-	০৭.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।
সম্পত্তির আইডি নং :-	আইডিআইবি ৭১৬৯২৪৮৬৫৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ তে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ইমেল করুন – support.baanknet@psballiance.com -এ।
সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com -এ পরিদর্শন করুন। পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt.Ltd.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০.
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ :- ১৩.১০.২০২৫ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান:- শিলিগুড়ি
যোগাযোগের ব্যক্তি :- ১. (সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)
২. (কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭০২১৬১৭৯৪৯)

কর্মখালি

■ কাজে ছেলে প্রয়োজন Musical Shop at Siliguri - 9832042908. (C/118691)
■ শিলিগুড়ি সারদাপল্লিতে বাড়ির সমস্ত কাজের জন্য রান্না সহ সকাল ৮ টা থেকে বিকাল পর্যন্ত অথবা ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রমী ও সৎ পরিচারিকা চাই। 9734966208. (C/118674)
■ Required Female Bengali Data Entry Operator. 10K-15K. M: 80101-89196. (C/118690)
■ Male Supervisor required for a Construction Co. ITI (civil) preffered, freshers are welcome. Salary negotiable. Cont.No:- 74782-08155/94340-12555. (C/118359)
■ শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। M - 7908176630. (C/118362)
■ মুম্বইতে বাঙালি রিটেল দোকানে অনূর্ধ্ব 35 সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন: 10-16K থাকা খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)
■ পুরীতে বাঙালি হোটেলে হাউসকিপিং স্টাফ লাগবে, অল্প রান্না জানা অগ্রাধিকার, খাওয়া থাকা সহ ন্যূনতম নয় হাজার। ফোন: 9830166863. (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ নিশ্চিন্তে আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করাতে চান?? দায়িত্বের সাথে বাড়ি নির্মাণ করে থাকি। শিলিগুড়ি - 9733903555. (C/118363)

শিক্ষাদীক্ষা

■ Learn NGO Formation, Management and Funding. 3 Day residential training Fees 5K. Contact : 9832875641. (M/M)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)- কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/118361)

স্পোকেন ইংলিশ

■ খুব সহজ পদ্ধতিতে ইংরেজি বলতে শেখার ৩ মাসের অভিনব কোর্স। শিলিগুড়ি ও দিনহাটায় সেন্টার। ফোন: 9733565180. (C/118362)

বিক্রয়

■ শিবমন্দির সরত নগরে 2½ কাঠা জমি বিক্রয় এবং হালের মাথায় 2½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। মূল্য:- 14 লক্ষ এবং 13 লক্ষ প্রতি কাঠা। M :- 7478998997. (M/M)
■ 3 BHK ফ্ল্যাট ১ম তলা sq.ft. RS. 4100, তিনতলা sq.ft. RS. 3900 সঙ্গে লিফট বিক্রয়। খালপাড়া, শিবাজি রোড, শিলিগুড়ি। 9832571721/9832079581/9832036163. (C/118362)

বিক্রয়

■ প্রধাননগরে ১½ কাঠা জমির উপর ৩ তলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। শিলিগুড়ি। (M) 9434089261. (C/118660)
■ 2 BHK Flat for sale with Garage, Aurobindapally Main Road, Siliguri. (M) 9851324470. (C/118360)
■ মালবাজার উ: কলোনীতে তিন কাঠা জমির উপর, জমি সহ টিনের চালার পাকা বাড়ি বিক্রয়। মোঃ নং: 9382602397. (C/118458)
■ আশিঘর নরেশমোড় এর কাছে ২ কাঠা ১০ ছটাক বাড়ি সহ জমি বিক্রি হবে। ফোন নম্বর: 9339553480. (C/118643)
■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/118358)
■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে দোতলা বাড়ির ১ তলার সামনের দিক ফ্ল্যাট হিসাবে সত্বর বিক্রয়। (M) 9733996637. (C/118362)
■ আলিপুরদুয়ারে প্রাইম লোকেশনে ডুয়ার্সকন্যার কাছে ২৮ ডেসি: ও ভোলারডাবড়িতে ঘর পুকুর ৯৫ ডেসি: জোত জমি শীঘ্রয় বিক্রয়- 9434165125. (C/118705)

Flat For Sale

■ 1020 Sq.ft, Ground Floor 3 BHK Flat with full Interior, at Subhash Pally. Siliguri. Mob : 7908364851. (C/118365)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাজি উদ্ধার

ধর্মতলায় বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করল লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রায় ৬০০ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পঞ্চম স্থান

আন্তজাতিক মঞ্চে সাফল্য পেল যাদবপুর বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা। এআই-এর সাহায্যে আধুনিক গাড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করে 'মেড টু মুভ কমিউনিটি' প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে তারা।

প্রয়াণ

প্রয়াত হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ। শনিবার ভোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধৃত স্বামী

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে পুকুরে পড়ে একটি চারচাকা গাড়ি। গাড়িতে থাকা শেখ মফিজুল উঠে এলেও স্ত্রী আসমাতারা বিবি মারা যান। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ওমানে প্রতারিত ১১ শ্রমিক

রাজ্যের হস্তক্ষেপে উদ্ধার ভারতীয় দূতাবাসের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ওমানে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণা চক্রের শিকার হয়ে গত কয়েকদিন ধরে সেখানে সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিলেন মুর্শিদাবাদের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। কয়েকদিন তাঁরা অনাহারেও কাটিয়েছেন। এরপরই তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রাজ্য সরকার বিষয়টি বিদেশমন্ত্রককে জানালে ওমানের ভারতীয় দূতাবাস ওই ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশমন্ত্রকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। খুব দ্রুত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে বিদেশমন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ১১ জন শ্রমিক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রাজ্য সরকার খবর পেয়েই হস্তক্ষেপ করে এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা এখন ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের হেপাজতে রয়েছেন, যেখানে তাঁদের খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানানোর পরই রাজ্য সরকার এই নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের উদ্ধার করে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।'

যদিও এই রাজ্যের শ্রমিকদের কেন বাইরে কাজের সন্ধানে যেতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ করা হচ্ছে না। শুধু ভাতা দিয়ে যে এই রাজ্যের মানুষকে কেনা যাবে না, তা স্পষ্ট। তাই শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করার পরও তাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না এই রাজ্যের শ্রমিকরা।' যদিও মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার (ডেভিড) বলেন, 'জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ রয়েছেন। তাঁরা আগেই ওমানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। রাজ্য সরকার বিষয়টি জানার পরই হস্তক্ষেপ করে ও তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে। তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

ভাইফোঁটার পর আদালতমুখী চাকরিহারারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : পুজোর ছুটি শেষ হতে আর বাকি মাত্র কয়েকটি দিন। তারপরই শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ ও পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন শুরু। পালটা আইনি পদক্ষেপ করার রাস্তায় এগোচ্ছেন চাকরিহারারাও। ২০১৬ সালে যাঁরা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা যদি পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তাহলে তাঁদের বিষয়ে এসএসসি ও আদালত কী পদক্ষেপ করবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য বরাদ্দ নম্বর বাড়ানোর আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরাও।

শিক্ষাকর্মীরা তৈরি হচ্ছেন পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় বসার জন্য। এর পাশাপাশি ভাইফোঁটার পর সরকারি কাজকর্ম শুরু হলেই নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উভয়েই। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের কথায়, 'কিউরেটিভ পিটিশনের জন্য ওকালতনামায় স্বাক্ষর তো চলছেই। ছুটির পর আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব।' চাকরিহারা শিক্ষকদের সরকারের প্রতি আবেদন, দীর্ঘ বছর পরে নিয়োগ হওয়ায় ঘোষিত শূন্যপদ আরও বেশি হওয়ার কথা। তাই ৩৫,৭২৬টির বেশি শূন্যপদ বাড়ানো হোক। একই সুরে অপর চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, '২০১৬-র প্যানেলের যোগ্যরা অনুত্তীর্ণ হলে কি প্রমাণ হয় যে, তাঁরা অযোগ্য? ইন্টারভিউতে সব যোগ্য শিক্ষককে যেন সুযোগ দেওয়া হয় সেজন্য লড়াই চলবে। নবাগতরা অতিরিক্ত ১০ নম্বরের বিরুদ্ধে যে আইনি পদক্ষেপ করেছে, তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়ব।'

মাসের পর মাস বেতনহীন অবস্থায় থাকা শিক্ষাকর্মীরা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন একাধিক বিকল্প পথ। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের আশা, 'অযোগ্য' তালিকা প্রকাশিত হলে কিছুটা সুরাহা মিলবে। তিনি বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য যদি স্পষ্ট হয়েই যায়, তাহলে যোগ্যদের ভাতা দেওয়া হবে না কেন? তালিকা প্রকাশিত হলে এই প্রশ্ন আমরা আদালতের কাছে রাখার পরিকল্পনা করছি।' অপর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী বিক্রম পোলের বক্তব্য, 'শিক্ষকদের পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হলে আমাদের কম নম্বর ধার্য করা হবে কেন? এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি আমাদের সাময়িক স্বস্তির ব্যবস্থা করার জন্যও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।' পরিবারের চাপ সামলে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের। এসএসসির কাছে তাঁদের দাবি, যত শীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক। তবেই বেতনহারা অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে তাঁদের।

ভূত হলেও ফুটবলপ্রেমী... শনিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

এসআইআর নিয়ে সাবধানি কংগ্রেস

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় এসআইআরের বিরোধিতায় আটঘাট বেঁধে পথে নামতে চাইছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই ইস্যুতে তৃণমূলের কাছাকাছি আসতেও ক্ষতি নেই তাদের। ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে তৃণমূল প্রসঙ্গে কড়া মনোভাব পোষণ করতে চাইছে না হাইকমান্ড। কিন্তু এই রাজ্যের পারিপার্শ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নিয়ে সতর্ক পা ফেলতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলীয় নেতা কর্মীদের ক্ষুণ্ণ না করে সাবধানি পদক্ষেপ করতে চাইছে তারা। শনিবার বিধানভবনে সাংবাদিক সম্মেলনেই বিষয়টি স্পষ্ট।

এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসও। এই রাজ্যে তৃণমূল প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর বলেন, 'এসআইআর নিয়ে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় সকলে এক হোক। তৃণমূল সমর্থন করলে স্বাগত।' তবে এখনও তৃণমূল নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজ্য নেতৃত্ব। তাই প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এদিনও বলেন, 'প্রকাশ্যে এসআইআরের বিরোধিতা করছে তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলও বিজেপিকে এই বিষয়ে সমর্থন করে।' বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই ঘর গোছানো শুরু করেছে কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, নভেম্বরের শেষ কিংবা ডিসেম্বরের শুরুতেই রাজ্যে আসতে পারেন রাহুল গান্ধি। বিহারের ভোট শেষ হলে এই রাজ্যেও পদযাত্রার কর্মসূচি নেবেন। তখন থেকে শুরু হয়ে যাবে নির্বাচনি প্রচার। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকেও গুরু দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

বর্তমান প্রদেশ সভাপতির সময়ে আলিমুদ্দিনের সঙ্গে সমীকরণ বদলেছে বিধানভবনের। এখনও দুই তরফে জোট নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস নিয়েও আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে তৃণমূল ও বামেদের নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। তাই ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে তৃণমূল নিয়ে অচ্ছুৎ মনোভাব প্রকাশ করা না হলেও এই রাজ্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী নয়। জানা গিয়েছে, বুথস্তরে শক্তিশালী হওয়ার কথা বললেও এখনও অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ নিযুক্ত করতে পারেনি তারা। তাই ইতিমধ্যেই দলের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাঁরা কংগ্রেসের প্রার্থী হতে আগ্রহী তাঁরা বিএলএ-১ হিসেবে দায়িত্ব নিক। যাতে বুথ আগলানোর দায়িত্বে নিজেরাই বিএলএ-২ নিয়োগ করেন।

শোভনকে সংসারে ফেরার ডাক রত্নার

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন হতে তাঁকে সংসারে ফেরার ডাক দিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার শোভনকে এনকেডিএ-এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তাঁর ফিরে আসায় খুশি বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না। শনিবার তিনি বলেন, 'আমি এখনও বলছি, ওর জন্য দরজা খোলা আছেই। ফিরে আসলে ওর খারাপ হবে না। তবে ৮ বছরে যে সময় ওর চলে গিয়েছে সেটা ফিরে আসবে না।' তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা সম্প্রতি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। রত্নার আবেদন অনুযায়ী দু'জনের একসঙ্গে থাকার আর্জিও মঞ্জুর করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সাত বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় কানন ফিরে আসতেই চর্চা শুরু হয়, এবার কি রত্নার সঙ্গেও দূরত্ব ঘুচবে? রত্নার তরফে আপত্তি না থাকলেও এখনও নির্বিকার শোভন।

বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন। যদিও সেই যাত্রা মধুর হয়নি। কিছুদিন পরেই বিজেপি ছাড়েন। তৃণমূলে ফেরা বা না ফেরা নিয়ে জল ঘোলার মাঝেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে শোভনের। এই প্রসঙ্গে এদিন রত্না বলেন, 'এত যোগ্য লোক অকারণে ৮ বছর ধরে জীবনটাকে নষ্ট করেছেন। আমাদের ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন। রাজনীতিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন হয়তো বুঝতে পেরেছেন। ৮ বছর ধরে ঘরে বসে রয়েছেন, তিনি যে পাগল হয়ে যাননি এটাই অনেক।' শোভন দল ছাড়ার পর বেহালা পূর্বের দায়িত্ব সামলেছেন রত্নাই। তাঁকে ওই কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা হলে রত্না কী করবেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি দলের নির্ণায়ক নন, সাধারণ কর্মী মাত্র। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মাথা পেতে নেবেন। দল মনে করলে, উনি প্রার্থী হবেন। না চাইলেও মেনে নিতে হবে।

মিষ্টিমুখ... শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

দুটি আসনে লড়ার হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

'জিতলে জামাই আদর করবেন মুখ্যমন্ত্রী'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকায় রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধির না যাওয়া নিয়ে শুক্রবারই খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার দলের হুঁশিয়ারিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে মুর্শিদাবাদের দুটি আসন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার হুমকি দিলেন হুমায়ুন।

শুধু তাই নয়, ওই দুটি আসনে জিতলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে জামাই আদরে গ্রহণ করে নেবেন, তাও জানাতে ভোলেননি এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক। এর আগেও বারবার বেলাগাম হয়েছেন হুমায়ুন। দল তাঁকে বারবার সতর্ক ও শোকজ করলেও তিনি প্রতিবারই ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য তাঁর বন্ধ হয়নি। শনিবার ফের দলের বিরুদ্ধে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন হুমায়ুন।

শনিবার তিনি বলেন, 'আমি কোনও জায়গায় প্রার্থী হব কি না, সেটা সময়ই বলবে। আমি এইটুকু বলছি, দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে ভরতপুর কেন্দ্রে আমাকে প্রার্থী করা হলে আমি লড়ব। কিন্তু ভরতপুরের কমিটি এখনও তৈরি করা হয়নি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের

প্যানেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা দিয়েছি। সেই প্যানেল অনুযায়ী কমিটি ঘোষণা হলে ভোটে লড়ব। নাহলে আমি মুর্শিদাবাদেরই রেজিনগর ও বেলডাঙা আসন থেকে লড়াই করব ও জিতে দেখাব। তারপর আবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব। গিয়ে জামাই-আদরে আবার দলে ঢুকে পড়ব।'

তবে তিনি নির্দল প্রার্থী হবেন কি না তা স্পষ্ট না করে বলেন, '৪৩ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি এখনই জানাব না। তবে আমাকে প্রার্থী না করা হলে তার জবাব মুর্শিদাবাদের মানুষই দেবে। আমি মানুষের জন্যই কথা বলে যাব।'

তবে তিনি যে কোনও অবস্থাতেই এই মুহূর্তে কংগ্রেসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে অধীররঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে আমি কংগ্রেস করব না। আমরা এখন এই জেলায় যাঁরা তৃণমূল করি, তাঁরা সকলেই প্রায় কংগ্রেস থেকেই এসেছেন। অধীরবাবুর কারণেই আমরা কংগ্রেস ছেড়েছি। তবে হুমায়ুনের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'হুমায়ুন কবীর কখন কোন দলে রয়েছেন, তা তিনি নিজেও জানেন না। সকালে এক দল, দুপুরে এক দল ও রাতে এক দল করেন। তাই তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না।'

দ্বারকার দূষণ, রাজ্যকে শোকজ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৮ অক্টোবর : জাতীয় পরিবেশ আদালত, পূর্বাঞ্চল শাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ছয় বছরেও তারাপীঠের দ্বারকা নদীর জল সংশোধন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এবার বীরভূম জেলা শাসক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধানদের সশরীরে কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ আদালতের বিচারপতি। সেই সঙ্গে সাধারন মানুষ এবং আবেদনকারী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না সেটাও জানতে চেয়েছেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, তারাপীঠে বিভিন্ন ভাবে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকায় ২০১৪ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত, পূর্বাঞ্চল শাখায় মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই আদালত রাজ্য সরকারকে তারাপীঠের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু নির্দেশ দেন। কিন্তু তারপর ছয় বছর হয়ে গেলেও এখনও সম্পূর্ণ কাজ হয়নি বলে বলে আদালতের কাছে দাবি করেছেন জয়দীপ।

তারাপীঠের দ্বারকা নদী নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশ আদালত। -সংবাদচিত্র।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল সম্ভবত ৩১ অক্টোবর

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হতে পারে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল, জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তৃতীয় সিমেস্টার অর্থাৎ পরীক্ষার প্রথম পর্বের ফল প্রকাশ যে চলতি মাসের মধ্যেই হবে তা পরীক্ষা শুরুর আগেই জানিয়েছিল সংসদ। এবার সম্ভাব্য তারিখের কথা জানানো হল।

পুজোর ছুটি মিটলেই শতাংশের নিরিখে প্রথম ১০ জনের মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে। প্রথমবার সিমেস্টার ব্যবস্থায় পরিচালিত এই পরীক্ষা দিয়েছেন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৪৩ জন পরীক্ষার্থী। আগামী ফেব্রুয়ারিতে চতুর্থ সিমেস্টার অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা দেবেন পড়ুয়ারা। প্রাপ্ত নম্বরের তথ্য পিডিএফ ফর্ম্যাটে পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে। উল্লেখ থাকবে শতাংশের হার ও বিষয় ভিত্তিক পার্সেন্টাইলও। পরীক্ষার্থীরা মার্কশিটের হার্ড কপি পাবেন চতুর্থ সিমেস্টারের পরই। সংসদ জানিয়েছে, এবার প্রথম ওএমআর শিটে পরীক্ষা হওয়ায় কৃত্রিম মেধা মারফত মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাই ৪০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার সুযোগ থাকছে। সেই পরীক্ষাও হবে ফেব্রুয়ারিতেই।

বাজির বাজারেও 'অপারেশন সিঁদুর'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : 'ওইটা দাও না কাকু, ওই হেলিকপ্টারটা! উড়বে না?' চকচক করে উঠল বছর পাঁচেকের ঋত্বিক ঘোষের চোখ। বাবার আঙুল ধরে এক টান মারতেই স্বপন ঘোষ বলে উঠলেন, 'একগাদা ফুলঝুরি, রংমশাল, চরকি তো কিনে দিলাম। আবার যুদ্ধ বাজির কী দরকার?' চম্পাহাটির হাড়ালে তখন দোকানে দোকানে সারিসারি নতুন ধরনের বাজির পসরা। প্রত্যেকটির নামেই রয়েছে চমক। কোথাও লেখা 'ড্রোন', কোথাও লেখা 'হেলিকপ্টার', কোথাও বা লেখা 'ট্যাংক'। ক্যাপ-বন্দুকের বদলে এবারের বাজার দখল করেছে বন্দুক বাজিও। শনিবার কলকাতার বাজির বাজারগুলিতে ঢুঁ মারতেই বোঝা গেল, বাজিতেও এবার অপারেশন সিঁদুরের ছায়া। বিক্রেতারা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, এই যুদ্ধের মোড়কে বিক্রি হওয়া বাজিগুলির প্রতি ছোট ছোট বাচ্চাদের আকর্ষণ বেশি। তাই ভালোই মুনাফা করছেন ব্যবসায়ীরা।

ঘড়িতে তখন দুপুর পেরিয়ে বিকাল। ক্রেতাদের ভিড় ঠেলে শহিদ মিনার সংলগ্ন ময়দানের সরকারি বাজি বাজারে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হল। শ্যামবাজার থেকে ১০ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে আসা মৈত্রেয়ী চৌধুরী বললেন, 'এবছরটা যেন যুদ্ধের বছর। দুর্গাপুজো, স্বাধীনতা দিবসে অপারেশন সিঁদুরের থিম তো দেখেছি। ভাবিনি বাজি কিনতে এসেও মিসাইল, রকেট লঞ্চারের মতো যুদ্ধের সামগ্রী দেখব। ছোটবেলায় এই বাজিগুলিই আমরা অন্য রূপে দেখতাম। গাড়ি বাজিগুলি এবার ট্যাংক বাজি বলে বিক্রি হচ্ছে। রূপ বদলেছে ঠিকই, তেজ বদলায়নি।' চম্পাহাটির বাজি বিক্রেতা অজয় দেবনাথের কথায়, 'বাজিতে নতুনত্ব থাকায় ক্রেতারা কিনছেন। তবে মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের ঝোঁক একটু কম। যাঁরা দু-তিন হাজার টাকার বাজি কেনেন, তাঁরাই এগুলি বেশি কিনছেন।'

আগুন ধরালেই সীমিত উচ্চতা পর্যন্ত দুটি ডানা মেলে উড়ছে হেলিকপ্টার। ড্রোন বাজিও উড়ছে যুদ্ধের ড্রোনের আদলেই। বাজারগুলিতে দোকানিরা হাঁকছেন,

'হেলিকপ্টার ১৫০, বন্দুক ২০০।' ৩০০ টাকা পর্যন্তও চড়ছে যুদ্ধ বাজির দাম। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া বাজি বাজারে ব্যবসায়ী সাবিনা বিবির কথায়, 'এবারের হটকেক বন্দুক বাজি। ক্যাপ-বন্দুকের মতো সমস্যা এটায় নেই। যে পরিমাণ বারুদ আছে, প্রত্যেকটি রিলই ফাটে। বিক্রির হার এবছর বেড়েছে ২৫-৩০ শতাংশ।' বাজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আশা, দীপাবলির আগে শেষ কয়েকদিনে এই ধরনের বাজির চাহিদা বাড়বে। উৎসবের আলোতেও মিশে থাকবে শহিদদের নাম।

সবুজের মোড়কের আড়ালে নিষিদ্ধ বাজির ব্যবসা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : দুপুর ঠিক ১টা। বেলেঘাটার রাসমণি বাজারে গুমটি দোকানটিতে সবুজ আতশবাজির পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন এক মহিলা। সরকার অনুমোদিত বাজি দিয়ে দোকান সাজানো। কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন, 'কাকিমা বাজি রয়েছে?' উত্তর এল, 'হ্যাঁ, কী বাজি লাগবে।' নিচু গলায় প্রশ্ন, 'চকলেট বোমা আছে?' ফিশফিশানি পালটা প্রশ্ন, 'কটা লাগবে?' এক বাক্স চকলেট বোমা কালো প্যাকেটে গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কাউকে বোলো না কিন্তু। পুলিশ জানলে বিপদে পড়ব।' রাজ্যজুড়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে হাইকোর্টের কাছে জবাবদিহি করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এই চক্র রুখতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে দাবি করেছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগাতেই সবুজ বাজির আড়ালে কলকাতার অলিতেগলিতে চলছে নিষিদ্ধ বাজির রমরমা কারবার। অনলাইনে অর্ডার দিলেও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই দৃশ্য শুধু কলকাতার নয়, সংলগ্ন জেলাগুলিরও।

রুটিন বৈঠক, চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন, কড়া নির্দেশিকা সত্ত্বেও বেলেঘাটা, ফুলবাগান, মুন্সিবাজার, ট্যাংরা, এন্টালি, উলটোডাঙা, শ্যামবাজার ঘুরে দেখা গেল, কড়ি ফেললেই মিলছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ফানুস ওড়ানোতেও এবছর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। মুন্সিবাজারের এক বিক্রেতার থেকে তা চাইতেই বললেন, 'চুপ চুপ, জোরে বোলো না। আছে নিয়ে যাও।' ট্যাংরায় ফুটপাতের ওপরে বাজি নিয়ে বসা বিক্রেতার দোকানে ঢুঁ মেরে দেখা গিয়েছে, ন্যাশনাল এনভায়রন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বা নিরি অনুমোদিত কিউআর কোড ছাড়াও বাজি রয়েছে। নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত বাজি বাজার ছাড়া বাজি বিক্রি হওয়ার কথাই নয়।

বারাসতের নীলগঞ্জের এক ব্যবসায়ীকে ফোন করতেই তাঁর স্ত্রী ফোন ধরলেন। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'বারাসত থেকে টোটো করে নারায়ণপুর আসবেন। বাড়িতেই আমাদের দোকান। ফানুস, তুবড়ি, চকলেট বোম সব আছে।' অনলাইন অর্ডার দেওয়া হবে কি না, তা জিজ্ঞাসা করতেই ব্যবসায়ীর ছেলে বললেন, 'অনলাইনে অনেককেই পাঠিয়েছি। কিন্তু দূরে হলে পুলিশ ধরার ভয় রয়েছে। বাড়িতেই আমরা বিক্রি করি, আমাদের ছোটখাটো কারখানাও রয়েছে। ওখানে চকলেট বোমাও তৈরি হয়। আপনি আসুন না। সব পেয়ে যাবেন।' চকলেট বোমা সহ নিষিদ্ধ বাজি তৈরি যেন চম্পাহাটিতে কুটিরশিল্প। পুলিশি ধড়পাকড়ের মাঝেও তৈরি ও বিক্রির রমরমা। চম্পাহাটি থেকে চকলেট বোমা, রকেট, শর্টার, চটপটি, শেল, মশাল, তুবড়ি কিনে এনেছেন শুভ্রা সাহা। 'পুলিশ ধরেনি?' বললেন, 'না, সামনে দিয়েই তো এলাম। সবাইকে ধরে না।' সেখানকার এক ব্যবসায়ীকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী কী বাজি পাওয়া যাবে?' বললেন, 'চম্পাহাটি এসে অটো করে কোঅপারেটিভে নেমে ফোন করবেন। বাড়িতেই বিক্রি করি। কালীপটকা, চকলেট বোমা, তুবড়ি, ফানুস— সব পাবেন।' বাজি বাজারের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত নুঙ্গি বাজার। সেখানকার এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ফানুস, চকলেট বোমা, দোদমা সব রয়েছে। তবে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।'

নির্দেশিকা অনুযায়ী আতশবাজির শব্দের সীমা উৎস থেকে ৪ মিটার দূরে ১২৫ ডেসিবল পর্যন্ত অনুমোদিত। ২০২৩ সালের আগে এটি ৫ মিটার দূরে ৯০ ডেসিবল ছিল। বাজি পোড়ানোর সময়সীমাও ২০ অক্টোবর রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে লালবাজার। তবে পুজোর আগে থেকেই একাধিক জায়গায় বিধি নির্দেশিকার বালাই নেই। টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বাগুইআটির চিত্র একই। সরকারি অনুমোদিত বাজির বাজার বসলেও পাড়ার অলিগলিতে অবৈধ বাজি চক্র রোখা গেল কই?

গোটা দুনিয়াকে ভালো রাখতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাই শান্তির নোবেল তাঁরই পাওয়া উচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুদিন ধরেই এমন দাবি করে আসছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য তা হল না। সেই পুরস্কার গেল ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্যারিস্কার ঝুলিতে। তবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেলেও মাচাদোর দুর্নামের পাল্লাও কম নয়। এই দুই বিষয়কে নিয়েই উত্তর সম্পাদকীয়তে এবারের জোড়া প্রতিবেদন।

নোবেলে অশান্তি

মারিয়ার মাথায় মুকুট, তবে কাঁটার

আশিস ঘোষ

মারিয়া কোরিনা মাচাদো প্যারিস্কা। ক'জন এই নাম আগে শুনেছেন সন্দেহ আছে। একমাত্র লাতিন আমেরিকার হালহকিকত নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরাই জানতে পারেন। ভেনেজুয়েলার বাসিন্দা মারিয়া দুনিয়াজোড়া খ্যাতির সূত্রে এখন বেশ পরিচিত এক নাম। তিনি এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। গণতন্ত্রের জন্য তাঁর লড়াইয়ের স্বীকৃতি।

আর তারই সঙ্গে উঠে এসেছে একগাদা সমালোচনা। খ্যাতির চেয়ে এখন দুর্নামের পাল্লাও কম নয়। ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে মারিয়া বহুদিন ধরে যুক্ত। ৫৮ বছরের এই অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর মহিলার রাজনীতির জীবন শুরু সীমান্তে নামে এক সংস্থাকে দিয়ে। তাঁরই তৈরি এই সংস্থার কাজ ছিল ভোট পর্যবেক্ষণের। তারপর ক্রমেই আরও জড়িয়ে পড়া দেশের রাজনীতির সঙ্গে। রাজনৈতিক দল ভেঙে ভেনেজুয়েলার প্রার্থী হয়ে ২০১২ সালে বিরোধীদের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে লড়াই করে হেরে গিয়েছিলেন। সেখানকার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তার আগে তিনি জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে জয়ী হয়েছিলেন।

এরপর ২০২৩ সালে মারিয়া প্রেসিডেন্ট পদে প্রাথমিক লড়াইয়ে জিতে যান। পরের বছর ভেনেজুয়েলার সরকার তাঁকে ভোটে লড়তে বাধা দেয়। মারিয়া ছিলেন ঐক্যবদ্ধ বিরোধী প্রার্থী। তাঁর বদলে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে যিনি দাঁড়ান তিনি বহু ভোটে জিতে গিয়েছেন বলে বিরোধীরা দাবি করলেও তা মানতে চায়নি মাদুরো সরকার। তারা দাবি করে জয়ী হয়েছেন মাদুরো।

এরই মধ্যে মারিয়া পরিচিত হতে থাকেন দেশের বাইরে। বিবিসি আর টাইম ম্যাগাজিনে সেরা মহিলার তালিকায় মারিয়ার নাম উঠে যায়। হাতে আসে ভাক্লাভ হাভেল আর শাখারভ পুরস্কার। মুক্তচিন্তার জন্য শাখারভ পুরস্কারটি দিয়েছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। আর এইবার বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এই ক'টি কথা বললে মারিয়াকে পুরোটা ধরা যাবে না। একইসঙ্গে বলতে হবে আরও বেশকিছু কথাও। দু-দু'বার রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ২০০২ সালে একবার। সেবার তখনকার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট উগো সাভেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল মারিয়ার বিরুদ্ধে। তখন সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন তিনি।

পরেরবার সাভেজকে উৎখাতের জন্য গণভোটের আয়োজন করার দায়ে। সেসময় মার্কিন গোয়েন্দা সংগঠন সিআইএ-র মদত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে মারিয়ার বিরুদ্ধে।

আর ঠিক এইখানেই মারিয়াকে নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। উগো সাভেজ আর তাঁর পরের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা। কট্টর মার্কিন বিরোধী। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একবার বেশ ঘটা করে এ রাজ্যে আনা হয়েছিল উগো সাভেজকে। বেশ কয়েকটা পঞ্চায়েত ঘুরে দেখানো হয় তাঁকে, দক্ষিণ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আইকন হিসেবে। ফলে নানাভাবে ভেনেজুয়েলা জড়িয়ে পড়ে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য কোনও রাখঢাক না করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ভেনেজুয়েলায় গোপন অভিযান চালানোর জন্য সিআইএ-কে অনুমোদন দিয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহে মাদকবাহী নৌকার দোহাই দিয়ে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে কম করেও পাঁচবার হামলা চালিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই হামলাকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলে দাবি করেছে। এই মার্কিন হামলায় ২৭ জন নিহত হয়েছে। হোয়াইট হাউস ইঙ্গিত দিয়েছে, মাদক পাচার বন্ধ করতে তারা সমুদ্রের সঙ্গে এবার স্থলেও অভিযান চালাবে। ভেনেজুয়েলা থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত বর্ডার ব্লাডশেড বা সীমান্তে রক্তপাত বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। মারিয়ার নোবেল প্রাপ্তির পর পত্রপাঠ অসলোতে নরওয়ের ভেনেজুয়েলার দূতাবাস বন্ধ করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার দেন সে দেশের রাজা। তাই এই সিদ্ধান্ত।

এই প্রেক্ষাপটে মারিয়ার প্রবল মার্কিন প্রীতি সকলেরই চোখে পড়েছে। তিনি তাঁর নোবেল উৎসর্গ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। এর আগেও মাদুরোকে হটাতে খোলাখুলি মার্কিন সাহায্য চেয়ে বিতর্ক বাড়িয়েছেন মারিয়া। কোনও রাখঢাক ছিল না। ফলে বামপন্থী মহলে তাঁকে 'সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বহুদিন যাবৎ। মাদুরোকে 'মাদক কারবারিদের মদতে চলা রাষ্ট্রকাঠামো'-র প্রধান বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমেরিকার কাছে মারিয়া অতি প্রিয় হয়ে উঠেছেন দিনে-দিনে। মারিয়াকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা সেদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও।

বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। মারিয়া ইজরায়েলের বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কট্টর সমর্থক। ২০২০ সালে মারিয়া নেতানিয়াহুর দক্ষিণপন্থী লিকুদ পার্টির সঙ্গে চুক্তি করেছেন। গাজায় নৃশংস বর্বরতার জন্য যখন আন্তর্জাতিক আদালতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে তখন মারিয়ার প্রকাশ্য সমর্থন প্রবল নিন্দার মুখে পড়েছে। তাঁকে মুসলিমবিরোধী বলে বর্ণনা করা হচ্ছে চতুর্দিকে, বিশ্বব্যাপী প্রবল নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে নোবেল শান্তি পুরস্কারের নিরপেক্ষতা নিয়ে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে নাকি বামবিরোধী, দক্ষিণপন্থী, মুসলিম বিদ্বেষী নেত্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে মারিয়ার নাম। এখন খোলাখুলি চর্চা তা নিয়ে। তিনি ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সমর্থক এবং সেখানকার তেলের উপর সরকারি মালিকানা তুলে দেওয়ার পক্ষে। বহুদিন ধরে সেটাই চেয়ে আসছে আমেরিকা। তাদের লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেল। ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পাবলো ইগলেসিয়াসের ভাষায়, যিনি নিজের দেশে সরকারবিরোধী অভ্যুত্থানের লাগাতার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছেন তাঁকে নোবেল দেওয়ার বদলে তা সরাসরি ট্রাম্পকে দেওয়া উচিত ছিল। কিংবা মরণোত্তর পুরস্কার হিসেবে হিটলারকে।

(লেখক সাংবাদিক)

স্বর্ণাভচাকতি আরশিতে, কবরে দিবাস্বপ্ন

সন্দীপন নন্দী

সে ছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়। স্বপ্নই তো। কিন্তু শেষমেশ যাহা দিবাস্বপ্ন হইয়াই রহিয়া গেল। ঘটনাক্রমে নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার পর প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বের অলিগলিতে শুরু হয়েছিল নিরন্তর বিতর্ক আর বাদানুবাদ। অবশেষে যাবতীয় কথার পাহাড় সরিয়ে এ বছর শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

কিন্তু যে নামটি নিয়ে আমেরিকার প্রত্যাশা ছিল বিপুল ও অভ্রভেদী, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম শ্রী ডোনাল্ড জে ট্রাম্প। এরপর মার্কিন মুলুকেও রাতারাতি বিক্ষোভ ওঠে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান রেখেও মহামহিম ট্রাম্পজি আবারও নোবেল পুরস্কার হতে বঞ্চিত হলেন। অনুমান, সাহেব বঙ্গবাসী হলে নির্ঘাত গাইতেন, 'আমি তার মুখের কথা শুনব বলে গেলাম কোথা, শোনা হল না হল না, ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি।'

মহামান্য পাঠক একবার কল্পনা করুন নোবেল পাওয়া কি মুখের কথা?

ঐতিহ্যের মানমন্দিরে নোবেল শান্তি পুরস্কার তো কেবল রাশভারী সম্মাননা নয়, কালে কালে এটি বিশ্বের শান্তি, মানবাধিকার ও সহনশীলতা রক্ষণে অন্যতম প্রতীক প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে। নথি ঘেঁটে দেখা যায়, নরওয়ের নোবেল কমিটি সাধারণত যেসব বিষয় বিবেচনা করে এ পুরস্কার প্রদান করে, প্রথমত, আন্তর্জাতিক সংঘাত অবসানে কার্যকর ভূমিকাগ্রহণ। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার সুরক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষায় বিশেষ অবদান এবং তৃতীয়ত, সমাজ সহিষ্ণুতার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার পথ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। ব্যক্তির 'জনপ্রিয়তা' বা 'রাজনৈতিক প্রভাব' নোবেল অর্জনে কোনও বিশেষ ভূমিকাই রাখে না।

তবু ট্রাম্প স্বঘোষিত আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ্য দিবালোকে বারবার বলেছেন, 'আমি যেসব শান্তিচুক্তি করেছি, তার জন্য অন্য যে কেউ হলে অনেক আগেই নোবেল পেত।' তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলো-মঞ্চ-শ্রোতা পেলেই মাইক্রোফোন হাতে তিনি মগ্ন হয়েছেন নিবিড় আত্মস্তুতিতে। বাস্তবে যে বয়ানের মাথামুণ্ডু না থাকায় প্রমুখের ভাষ্যকে মুখস্থ নাটকের সংলাপ মনে হয়েছে সবসময়।

কী সেই সমস্ত ডায়ালগ? ১) আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে ইজরায়েল ও একাধিক আরব দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছি ২) উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক কথাবার্তায় কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে সরাসরি সংঘাত আটকেছি ৩) আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার চুক্তি করে তালিবানের সঙ্গে সমঝোতা করে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করেছি। এখানেই শেষ নয়, ভারত-পাকিস্তানের মাঝে শুল্কনীতির জুজু দেখিয়ে পরমাণু যুদ্ধ পর্যন্ত স্তব্ধ করতে ট্রাম্পজি নাকি মুখ্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন অন্তত ৪০ বার। একে তাই দ্বিতীয় গর্জনশীল চালিশা বলাই যায়!

এ প্রসঙ্গে মাননীয় পাঠক শ্রবণ করুন, ট্রাম্পের হাত হতে এবারও নোবেল পিছলে পড়ার অন্যতম হেতু ওঁর নিয়ন্ত্রিত শান্তিচুক্তিকারীদের অধিকাংশই সাদাকালো কাগজে সীমাবদ্ধ, আক্ষরিক অর্থে তা সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

তবু ব্যক্তিটির গালগল্পের অন্ত নেই। দেবস্তুতির আত্মঢাক বিসর্জন শেষেও বেজে চলেছে অবিচল। আর এমনতরো বিরল মার্কিন দেবাংশীকে নিয়ে দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, 'শান্তি কেবল বৈঠক বা ছবি তোলার মাধ্যমে আসে না, আসে স্থায়ী প্রভাবের মাধ্যমে এবং যা ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত।' লে মন্ডে পত্রিকা লিখেছে, 'শান্তির পুরস্কার এমন নেতার হাতে যায় না যিনি একই সঙ্গে বিভাজন ও বিরোধের প্রতীক।'

অথচ এ সত্ত্বেও ট্রাম্প স্বয়ং ও তাঁর সমর্থকরা যেভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় হ্যাংলার মতো নোবেল প্রাইজের দাবিতে হন্যে হয়েছেন তা হয়তো কমিটির কাছে নেতিবাচক বার্তাই প্রেরণ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জেফরি স্টাফলো সে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যখন কেউ পুরস্কার পাওয়ার জন্য এতটা জোর করে তখন তা শান্তির স্থলে আত্মপ্রচার বলেই ভ্রম হয়।' আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আমেরিকার ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে প্রস্থান, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাহার, হু থেকে বেরিয়ে আসা সহ ন্যাটো নিয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশ্ব শান্তিকে টলমল করেছে। ফলে নোবেল কমিটির এমন দৃষ্টান্ত নেই যে, কখনও প্রতিক্রিয়াশীল এরূপ সিদ্ধান্তকে তারা সাগ্রহে পুরস্কৃত করেছে।

তাই মহার্ঘ শান্তি পুরস্কারের জয়যাত্রা নিয়ে ট্রাম্পের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়োর্গেন ভাটনে ফ্রিডনেস ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা শুধু আলফ্রেড নোবেলের কাজ ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই প্রতিবছর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলাফল? ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী মাদুরো সরকারের একনায়কতন্ত্র থেকে ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তিত সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে মাচাদোর মতো মহিলাকে এবছর পুরস্কৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নোবেল কমিটির নিরপেক্ষতা আংশিক হলেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কিন্তু এরপরও শ্রীযুক্ত ট্রাম্প থামেননি। উত্তরোত্তর আলটপকা যুক্তির মূর্তি খাড়া করেই গিয়েছেন। কী? 'আমি এসব কিছু নোবেল পুরস্কারের জন্য করিনি। আমি অনেক মানুষের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম।' যুক্তিবোধ বলে আষাঢ়ে গল্প বলায় নোবেল থাকলে বৃদ্ধলোকটিকে এত অযুতনিযুত কাঠখড় পোড়াতে হত না। হোয়াইট হাউসের আলমারিতে অচিরেই প্রতীক্ষিত স্বর্ণাভচাকতিখানি শোভা পেত।

এখন প্রশ্ন, ট্রাম্পের কি এসব শোভা পায়? আজ অবধি সর্বাধিক ৪৪৩টি নোবেল যে দেশের ঝুলিতে সেই দেশের রাষ্ট্রনায়কের এহেন আচরণ কি আদৌ স্বাভাবিক? অলক্ষ্যে অসীম স্পৃহা থেকে কুকথার পঞ্চমুখেও কণ্ঠে তিনি বিষধারণ করেছেন নিত্যদিন। পবিত্র ক্রোধে বলেছেন, 'ওবামা কিছুই না করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। নোবেল কমিটি ওবামাকে পুরস্কার দিয়েছে আমেরিকার ক্ষতি করার জন্য।'

হে ট্রাম্প, হে নীলকণ্ঠ, আপনার তো থামার বিন্দুবৎ লক্ষণ নেই। অবিরল বলেই চললেন, 'আমি সাতটি যুদ্ধে স্থগিতাদেশ দিয়েছি। ইউক্রেন-রাশিয়াও থামার মুখে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিটা ধরলে আমার আটখানা নোবেল পাওয়া উচিত।'

কিন্তু যা দৃশ্যমান তা হল, ট্রাম্প আন্তর্জাতিক শান্তির কথা বললেও আপন দেশে তার প্রশাসন বিভক্ত ও অশান্ত। তিনি স্বয়ং অভিবাসীদের বহিষ্কারে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু করেছেন। হরবখত বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেই চলেছেন। শোনা যায়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নামে সেনাবাহিনীও নামিয়েছেন মার্কিন শহরগুলোতে। এই তো তাঁর কীর্তি! দাদার কীর্তি!

শুধু তাই নয়, কুবেরপুরীর যে যক্ষরাজ বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়েছেন পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে।

তবু তাঁর হয়ে স্তাবকস্তুতির অন্ত নেই। নোবেল শান্তি পুরস্কারে এ বছর ট্রাম্পের নাম অবলীলায় প্রস্তাব করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত ও পাকিস্তানের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাহবাজ শরিফ। তবে এসব মনোনয়নও সময়সীমার পর জমা পড়ায় বিবেচনার আওতাভুক্ত হয়নি। ফলে নিয়মনীতির শৃঙ্খলাতেও ট্রাম্পপন্থীরা ব্যাডবয় থেকে গেলেন। যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় সামরিকবাহিনীর এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'এবার আমি নোবেল শান্তি পুরস্কার না পেলে সেটি হবে আমেরিকার জন্য বড় অপমান। পরিবর্তে তারা এমন কাউকে পুরস্কার দিক যে কিছুই করেনি। হয়তো এমন কাউকে দেবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানসিক অবস্থা নিয়ে একটি অনবদ্য গ্রন্থ লিখেছে।' ফলে কোনও মূল্যেই তাঁর প্রলাপ থামানো যায়নি।

একসময় আলফ্রেড নোবেল চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে এমন পরিবেশ তৈরি হোক যেখানে যুদ্ধই বাধবে না। আসলে যুদ্ধ থামানোর চেয়েও বড় কৃতিত্ব যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা আগাগোড়া বিপরীত, বিমুখ। গাজায় নিয়মিত গণহত্যার ক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকে ইজরায়েলের পাশে থেকেছেন ট্রাম্প।

সুতরাং এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ট্রাম্পের নাম কখনোই প্রত্যাশিত ছিল না, তা ছিল এক অন্তঃসারশূন্য প্রোপাগান্ডা। শুধুমাত্র জীবনের প্রান্তবেলায় এক পুরুষের সুদীর্ঘলালিত 'শান্তিতে নোবেল' নামক স্বপ্নটি শান্তিতে কবরে চলে গেল, ইহাই করুণার। কলঙ্কেরও নয় কি?

এসবের পরও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের। 'অডাসিটি অফ হোপ' স্মৃতিকথায় বারাক ওবামা লিখেছেন, নোবেল পাওয়ার কথা শুনে সবার প্রথমে মনে প্রশ্ন জেগেছে 'কীসের জন্য?' এদিকে, মালালা ইউসুফজাই মাত্র ১৭ বছরে নোবেল পেলেও গান্ধিজি পাঁচবার মনোনয়ন পেয়েও পুরস্কার পাননি। আবার মুহাম্মদ ইউনূস-এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভের পরেও বাংলাদেশে হিংসা ও বিদ্বেষে প্রত্যক্ষ মদত দেবার কারণে বিশ্বে সমালোচিত হয়েছেন। জগতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের ব্রেকিং নিউজ আপাতত এখানেই সমাপ্ত হল।

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুজো শুরু হয়নি, তাতেই ভিড়। আলিপুরদুয়ার জংশনের একটি কালীপুজোর মণ্ডপে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। শনিবার।

রাতে ধর্না আটিয়াবাড়িতে

সমীর দাস

কালচিনি, ১৮ অক্টোবর : শুক্রবার দিনভর ধর্না বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর রাতে বাড়ি না ফিরে নিজেদের আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করলেন কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকরা। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের শ্রমিকদের আন্দোলনে শনিবার শামিল হন গোটা বাগানের শ্রমিকরা। ফলে এদিন সম্পূর্ণ বাগানের শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করেন। খুব বড় দাবি না হলেও দীপাবলির প্রাক্কালে শ্রমিকদের আন্দোলনে বিব্রত বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠন। বিষয়টি নিয়ে বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার প্রশান্ত সাধ্যর বক্তব্য, তাঁরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হলেও তা বাতিল হয়। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ জানান, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় বৈঠক বাতিল হয়েছে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বাগানের বাসিন্দা অনুপ মিঞ্জের ফোন সুইচড অফ থাকায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

এদিন বাগানে আসেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ। বীরেন্দ্র বলেন, 'শ্রম দপ্তরকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি। মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা চলছে।' সাংসদ বলেন, 'শ্রমিকরা যে দাবি তুলেছেন, তা ন্যায্য।'

আটিয়াবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের ধর্না। শনিবার।

শ্রমিকদের অভিযোগ, বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশন ও বাগানের মেইন ডিভিশনে যে ক্রেশ রয়েছে, সেখানে পর্যাপ্ত আয়া নেই। বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের ক্রেশে ১০-১২টি শিশুকে রেখে শ্রমিক মায়েরা কাজে যান। সেখানে আগে ছয়জন আয়া শিশুদের দেখভাল করতেন। এখন সেখানে মাত্র একজন আয়া রয়েছেন। এতে শিশুদের ক্রেশে রেখে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মায়েরা। এছাড়াও কর্মরত শ্রমিকদের জল খাওয়ানোর জন্য প্রতি ডিভিশনে আগে দুজন করে পানিওয়ালাকে রাখা হত। এখন একজনকেও রাখা হচ্ছে না। বাগানের শ্রমিক অমল চিকবড়াইক বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সাব-স্টাফের সংখ্যা কমলেও নতুন করে সাব-স্টাফ নিয়োগ করা হচ্ছে না। ১৮০ দিন কাজ না করলে অসুস্থতার ছুটি মিলছে না।' এছাড়াও বিভিন্ন দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ছিল শ্রমিকদের মনে।

বৃহস্পতিবার বাঙ্গাবাড়ির ক্রেশে থাকা নয় মাসের এক শিশু পাথরের টুকরো মুখে পুরে নেয়। যদিও ওই শিশুর মুখ থেকে দ্রুত পাথরের টুকরো বের করে নেওয়ায় বড় বিপদ কেটেছে। তবে ঘটনার জেরে শ্রমিকদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার। শ্রমিকদের বক্তব্য, ক্রেশে আয়ার সংখ্যা বাড়ানো সহ অন্য দাবি না মেটা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা সমস্যা শুনতে তাঁদের কাছে আসেননি বলেও অভিযোগ তাঁদের। এদিন আন্দোলন করতে গিয়ে দু'-একজন শ্রমিক গরমে অসুস্থ হয়ে পড়লে বিধায়ক বিশাল লামা তাঁদের নিজের গাড়িতে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বাগানে যান।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সম্পাদক রাজ দেব বলেন, 'আমরা সমস্যা সমাধানের দাবি ইতিমধ্যে বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছি।'

কেন ক্ষোভ

সাব-স্টাফের সংখ্যা কমলেও নতুন করে সাব-স্টাফ নিয়োগ করা হচ্ছে না

১৮০ দিন কাজ না করলে অসুস্থতার ছুটি মিলছে না

বৃহস্পতিবার বাঙ্গাবাড়ির ক্রেশে নয় মাসের এক শিশু পাথরের টুকরো মুখে পুরে নেওয়ার পর শ্রমিকরা আরও ক্ষুব্ধ

ক্রেশে আয়ার সংখ্যা বাড়ানো সহ অন্য দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানান শ্রমিকরা

বন্যা রোধে কোথাও খুশি, কোথাও হতাশা

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি এখনও বিপন্ন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের মুন্ডাপাড়ায় মুজনাই নদীর পাড়ভাঙন রোধে জিও ট্যাগ পদ্ধতিতে ২৩০ মিটার লম্বা অস্থায়ী পাড়বাঁধ তৈরি করছে সেচ দপ্তর। তবে মুন্ডাপাড়া ঘেঁষে অবস্থিত দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে পাড়বাঁধ তৈরি নিয়ে নীরব জনপ্রতিনিধিরা। অথচ ওই মহল্লার বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘেঁষে বইছে মুজনাই। এমাসের প্রথম সপ্তাহে হড়পায় প্লাবিত হয়েছিল বাড়িগুলি। মুজনাইয়ে হড়পায় আসা জলস্রোতের তোড়ে বাড়ি ঘেঁষা জমির বিরাট অংশ নদীগর্ভে গিয়েছে। শনিবার এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, মুন্ডাপাড়ায় পাড়বাঁধ তৈরিতে পদক্ষেপ করা হলেও দক্ষিণ খয়েরবাড়ি নিয়ে নীরব নেতা-জনপ্রতিনিধিরা।

ওই মহল্লার উত্তর অংশে বছরতিনেক আগে তারজালি ও বোল্ডারের পাড়বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু নদীর প্রবল জলস্রোতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বোল্ডারের বাঁধটি। এলাকার রবিউল ইসলাম বলেন, 'মহল্লার উত্তর অংশে কৃষিজমি রক্ষা করতে বাঁধ দেওয়া হলেও বাড়িগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে আমরা ভিটে হারাতে চলেছি। বৃষ্টি হলে আতঙ্কে রাতে ঘুমাতে পারি না।' রবিউল ছাড়াও মনতাজুল হক, তাজিরুল হক, সপিউল ইসলাম, নুর আলম, নুহু আলমদের বাড়ি নদীর পাড়ভাঙনে তলিয়ে যাওয়ার মুখে।

ওই এলাকায় ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের আকার নিয়েছে নদীটি। পাড় ভেঙে সেটি ক্রমেই খয়েরবাড়ির জমি গ্রাস করছে। বিপরীতে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদীর বুকে জেগে উঠছে চর। বাঁকের মুখে ভাঙনের তীব্রতা বেশি। ওই বাড়িগুলি বাঁকের মুখে অবস্থিত হওয়ায় বেশি সংকটে পড়েছে। বৃদ্ধা অমিরণ নেছা বলেন, 'নদীতে বান ডাকলে বাড়িতে জল ঢোকে। কয়েক বছর ধরে নেতা পঞ্চায়েতরা পাড়বাঁধ তৈরি করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমরা প্রতি বছর ভোটও দিচ্ছি। কিন্তু ভোট দিয়ে লাভ হচ্ছে না। কারণ আমাদের ভিটেমাটি রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।' নাজমা বেগম নামে এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'মুন্ডাপাড়ায় পাড়বাঁধ হচ্ছে। অথচ আমাদের পাড়ায় পাড়বাঁধ তৈরিতে হাত গুটিয়ে নেতা-পঞ্চায়েতরা।'

এ প্রসঙ্গে খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায় বলেন, 'দক্ষিণ খয়েরবাড়ি সহ প্রত্যেকটি ভাঙনকবলিত এলাকা সম্পর্কে ব্লক, জেলা প্রশাসন এবং সেচ দপ্তরে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ধাপে ধাপে পাড়ভাঙন রোধে বাঁধ তৈরি করা হবে।'

> মহল্লার উত্তর অংশে কৃষিজমি রক্ষা করতে বাঁধ দেওয়া হলেও বাড়িগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে আমরা ভিটে হারাতে চলেছি। বৃষ্টি হলে আতঙ্কে রাতে ঘুমাতে পারি না।
>
> **রবিউল ইসলাম**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে মুজনাই নদীর ভাঙন।

ভোলারটারিতে পাড়বাঁধ তৈরির জন্য আনা হয়েছে বোল্ডার।

বোল্ডার বাঁধ আদায় ভোলারটারির

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ অক্টোবর : ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে বোল্ডারের পাড়বাঁধ আদায় করে নিলেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলারটারির বাসিন্দারা। ইকতি নদীর পাড়ভাঙনে বিধ্বস্ত ওই মহল্লা রক্ষায় জিও ট্যাগ পদ্ধতিতে অস্থায়ী পাড়বাঁধ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিল সেচ দপ্তর। ১৫ অক্টোবর পাড়বাঁধ তৈরির কাজের সূচনা করতে ভোলারটারি যান মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। কিন্তু রুখে দাঁড়ান ভোলারটারির বাসিন্দারা। তাঁরা দাবি করেন বালি নয়, বোল্ডার দিয়ে পাড়বাঁধ তৈরি করতে হবে। বাধ্য হয়ে ফিরে যান বিধায়ক। শনিবার থেকে ওই মহল্লায় পাড়বাঁধ তৈরির বোল্ডার আনার কাজ শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে তৃণমূলের বুথ সম্পাদক মোস্তাক আলির বক্তব্য, 'প্রায় ৩০০ মিটার পাড়বাঁধ তৈরি করা হতে চলেছে। বালির বাঁধ তৈরিতে আমরা আপত্তি করায় তিন-চারদিনের মধ্যে বোল্ডারের পাড়বাঁধ তৈরির কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক।'

কয়েক বছর ধরে ইকতি নদীর পাড়ভাঙনে সফিয়ার রহমানের ৫ বিঘা, প্রয়াত ভোলা মিয়াঁর ৬ বিঘা, সাত্তার মিয়াঁর ৬ বিঘা, তবিয়ার রহমানের ৪ বিঘা, ভুট্টু মিয়াঁর ২ বিঘা জমি নিশ্চিহ্ন। ভিটে হারিয়েছেন হামিদ আলি। ইকতি এখন খয়রুল ইসলাম, আলিউল হক, নাজির হোসেন, কাজি মিয়াঁ, আইয়ুব খান, সাত্তার মিয়াঁ, সফিয়ার মিয়াঁ, শফিউর রহমান, তবিয়ার রহমান, মহম্মদ তসিরউদ্দিনদের ভিটে ঘেঁষে বয়ে চলেছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা এবং এবছরের ৩ জুন মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান ভোলারটারি পরিদর্শন করে নদীভাঙন রোধে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। এ মাসে হড়পার পর সেখানে পাড়বাঁধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় সেচ দপ্তর। দীপনারায়ণ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ওই পদক্ষেপ করেছে সেচ দপ্তর।'

ক্ষতিগ্রস্ত সফিয়ার শনিবার বলেন, 'বোল্ডারের পাড়বাঁধ তৈরি হলে কমপক্ষে ১০০টি পরিবার উপকৃত হবে।' আইয়ুবের বক্তব্য, 'বালির বাঁধ টিকত না। তাই আপত্তি করেছিলাম।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাহিদা বেগমের স্বামী নুর ইসলামের প্রতিক্রিয়া, 'পাড়বাঁধ তৈরির দাবিতে প্রশাসন এবং দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখেছি। অবশেষে দাবি পূরণ হওয়ার মুখে।'

> প্রায় ৩০০ মিটার পাড়বাঁধ তৈরি করা হতে চলেছে। বালির বাঁধ তৈরিতে আমরা আপত্তি করায় তিন-চারদিনের মধ্যে বোল্ডারের পাড়বাঁধ তৈরির কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক।
>
> **মোস্তাক আলি**
> *তৃণমূল নেতা*

মন্দিরের কাজে অর্থাভাব

মাদারিহাট, ১৮ অক্টোবর : মাদারিহাট থানার পাশেই রয়েছে মাদারিহাটের একমাত্র কালী মন্দির। এই মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। কিন্তু বাকি কাজ করতে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা।

মন্দির কমিটির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণপদ রায়ের কথায়, 'তৎকালীন মাদারিহাট থানার ওসি সুনীল রায়ের হাত ধরেই মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। মাদারিহাটের প্রচুর মানুষের সহযোগিতায় মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। কিন্তু বাকি কাজ করতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এবার এই নতুন মন্দিরেই কালীপুজোর আয়োজন করার কথা রয়েছে।' আর্থিক সংকটের কারণে বাকি কাজ শেষ করতে খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মাদারিহাটের এই একমাত্র কালী মন্দিরের উন্নয়নকল্পে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানিয়েছেন, চেষ্টা করা হচ্ছে এবার এই মন্দিরেই যাতে কালীপুজো করা যায়।

ত্রাণ বিলি

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে শনিবার শালকুমারহাটের বন্যাকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জামাকাপড়, হাওয়াই চটি, পানীয় জল বিতরণ করা হয়। শতাধিক পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ারের নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক বিজন বিশ্বাস বলেন, 'বন্যাদুর্গতদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে পূর্ব কাঁঠালবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি নামে অপর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের সাহায্য করেছে।'

বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ মকুবের দাবি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : জলঢাকার প্লাবনের পর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও ধ্বংসের ছবি এখনও জ্বলজ্বল করছে বিধ্বস্ত এলাকায়। নাগরাকাটা থেকে ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় হওয়া প্লাবনের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সরকারি পর্যায়ে হিসেবনিকেশ যেমন চলছে তেমনই জোরকদমে চলছে পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবনের কাজ।

সরকারি সেই উদ্যোগ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অসন্তোষ না থাকলেও সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়ায় তাঁদের হাতে যেমন নগদে টান পড়ছে তেমনই চাষাবাদ, মাছ চাষ সহ অন্যান্য উপার্জনের পথও বন্ধ হয়ে পড়েছে। ত্রাণসামগ্রীতে হয়তো খাওয়া-পরা চলে যাচ্ছে, তবে দৈনন্দিন খরচ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি মেটাতে পারছেন না ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। এই কারণে ক্রমেই দাবি জোরালো হচ্ছে ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের পাশাপাশি মাইক্রো ফিন্যান্সের ঋণ মকুব করুক সরকার। ইতিমধ্যেই এই দাবিতে বিডিও-কে ডেপুটেশন দিয়েছে এসইউসি। একই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন সমাজকর্মীদের অনেকেই।

বন্যার পরদিন থেকেই এলাকায় কমিউনিটি কিচেন চালানোর পাশাপাশি ত্রাণকাজ চালিয়ে যাওয়া এবিভিপি কর্মী হারু সরকারের কথায়, 'কোনও না কোনও মাইক্রো ফিন্যান্স থেকে ঋণ নেয়নি, এমন পরিবার গ্রামে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এমন বিধ্বংসী প্লাবনের পর সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলা মানুষগুলো ঋণের কিস্তি কীভাবে মেটাবে তা নিয়ে হা-হুতাশ করছেন। রাজ্য সরকারের উচিত সঠিক মূল্যায়ন করে ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করা।'

প্লাবিত এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় করতে গিয়ে ঘুম ছুটেছে মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থাগুলির কর্মী ও আধিকারিকদেরও। আর্থিক সংস্থার ভাষায় আপাতত 'ডাউটফুল' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে প্লাবনকবলিত এলাকায় দেওয়া ঋণের অঙ্ক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে যতই নোট দেওয়া হোক, ঋণ সংস্থার ওপরতলার কর্তারা 'ডাউটফুল' থেকে লোন দ্রুত 'রেগুলার' করার নির্দেশিকাই পাঠাচ্ছেন। অথচ বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে সর্বস্বান্ত মানুষের কাছে কিস্তি চাইতেও সাহস পাচ্ছেন না বলে স্বীকার করছেন ঋণ সংস্থার কর্মীরা। এক ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার ফিল্ড অপারেশনস কর্মী সমীর মল্লিকের কথায়, 'অনেকের ঘরবাড়ি সহ বিশাল ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি আমরাও দেখেছি। কিন্তু পেশাগতভাবে আমাদের টাকা আদায়ে যেতে হয় এবং কিস্তির কথা বলতেই হয়। গত দুই সপ্তাহ ধরে প্লাবনকবলিত এলাকায় প্রায় কেউই কিস্তি দিতে পারছেন না, এটাই সত্যি। উপরতলার আধিকারিকরাও বিষয়টি বুঝছেন। তবে আর্থিক নিয়মেই ঋণের কিস্তি তোলা বাধ্যতামূলক।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের তারারবাড়ি, গদাবাড়ি, খাটোবাড়ি, টসিবাড়ি এলাকায় যেমন সবজি চাষিদের বা গধেয়ারকুঠির হোগলাপাতা, কুইল্যাপাড়া, অধিকারীরটারি এলাকাতেও মাছ ও সবজি চাষিদের বিরাট অঙ্কের ঋণ দিয়ে বসে আছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা। বন্যা পরিস্থিতির পর নিয়মিত সেইসব এলাকায় নিয়মমাফিক যাওয়া এবং জিপিএস মারফত সংস্থার কাছে হাজিরার রিপোর্ট পাঠালেও ত্রাণশিবিরের তাঁবুতে বাস করা চালচুলোহীন মানুষকে ঋণের কিস্তি জমা দিতে বলতে পারছেন না কেউই। ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা অমিয় মণ্ডলের কথায়, 'বড় বড় সংস্থাকে সরকার ঋণ মকুব করে। এমন ভয়ানক প্লাবনে সর্বস্বান্ত কয়েকশো পরিবারের ক্ষুদ্র ঋণ কেন মকুব হবে না?'

গধেয়ারকুঠির হোগলাপাতা এলাকায় সারি দিয়ে ত্রাণশিবির।

চুরি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : শুক্রবার কামাখ্যাগুড়ির চড়কতলা এলাকায় অর্চনা মৈত্র নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরি হয়। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা এসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে নগদ কিছু টাকা ও বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। বড় আর্থিক ক্ষতি হয়নি বলেই খবর।

শ্যামা আরাধনার ৭৫ বর্ষ তাসাটিতে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজো হয় না। তবে কালীপুজোর জন্য সারাবছর ধরে অপেক্ষা করেন তাসাটি চা বাগানের শ্রমিকরা। ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তাসাটি চা বাগানের লেবার ক্লাবের শ্যামাপুজো এবছর ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করবে। এখন তাসাটি ফুটবল মাঠে জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। অন্য বছরগুলিতে এই পুজো উপলক্ষ্যে মিলনমেলা বসলেও এবছর মেলার বদলে আদিবাসী যাত্রা আয়োজিত হবে পুজোপ্রাঙ্গণে।

রীতি মেনে তাসাটি চা বাগানের সকল শ্রমিক মিলে শ্যামাপুজোর আয়োজন করেন। তাসাটি ফুটবল মাঠে তৈরি স্থায়ী মন্দির প্রাঙ্গণে এই পুজো হয়। পুজো ও যাত্রার আয়োজনে আপাতত ব্যস্ত তাসাটি চা বাগানের পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, আগে পুজোর জন্য বাগানের শ্রমিকদের থেকে চাঁদা তোলা হত। এখন আর সেই নিয়ম নেই। যে যতটা পারেন তা-ই দেন। সেই টাকা দিয়ে পুজো হয়। পুরুষ ও মহিলা সকলে মিলে চাঁদা সংগ্রহ করতে বেরোন।

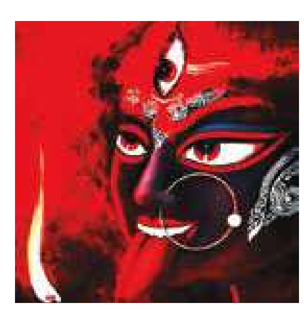

তাসাটি লেবার ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ লিন্টু সরকার বলেন, 'তাসাটি চা বাগানের সবাই মিলে এই শ্যামাপুজোর জোগাড় করেন। পুজোর দু'দিন এই পুজোপ্রাঙ্গণ মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়।' চা শ্রমিক নেতা জলসু পান্নার কথায়, 'তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠের পুজো মানে কাজকর্ম ভুলে দু'দিনের জন্য সকলে মিলে আনন্দে মেতে ওঠা।'

স্থানীয় বাসিন্দা সরিতা এক্কা বলেন, 'আমাদের এলাকায় দুর্গাপুজো হয় না। তাই দুর্গাপুজোয় আমরা বিশেষ একটা আনন্দ করতে পারি না। তবে বছরভর অপেক্ষা করি কালীপুজোর জন্য। এই পুজোয় আমরা খুব আনন্দ করি। পুজোর জোগাড় থেকে শুরু করে প্রসাদ বিতরণ সব কাজ সবাই মিলেমিশে করি।'

নদীভাঙন রোধের প্রার্থনায় কালীপুজো বংশীধরপুরে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৮ অক্টোবর : একসময় ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িতোর্ষা নদীর ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। বারবার আবেদন করেও সরকারিভাবে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য সেভাবে পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারস্থ হলেন মা কালীর।

বর্ষাকালে নদীর ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিত। তাই এই ভাঙন আটকাতে এলাকার সবাই মিলে শুরু করেন পুজো। স্থানীয়দের বিশ্বাস, পুজোর পর থেকে নদীভাঙন অনেকটাই বন্ধ হয়। সেই বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে এখনও এখানে ধুমধাম করে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। এতে কৃষকদের জমি এবং ঘরবাড়িও রক্ষা পেয়েছে। এবারও পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

সেই কালীপুজোর এবার ৩৩তম বর্ষ। বংশীধরপুরে বুড়িতোর্ষার পাড়ের টিনের চালার মন্দিরে পুজো হয়। এই লোকবিশ্বাসকে একবারও অস্বীকার করেননি স্থানীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা। বংশীধরপুরের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুবল বর্মনের কথায়, 'বাম আমলে বুড়িতোর্ষা নদীর ভাঙন শুরু হয়েছিল। শুনেছি, তখন এলাকাবাসী আবেদন জানানো সত্ত্বেও সেভাবে ভাঙন প্রতিরোধে কাজ হয়নি। সে কারণে কালীপুজো শুরু হয়। মায়ের কাছে ভাঙন ঠেকাতে সবাই প্রার্থনা করেন। তবে এখন আর আগের মতো নদীভাঙন হয় না।'

নদীপাড়ের এই কালী মন্দিরেই পুজো হবে। ফালাকাটার বংশীধরপুরে।

স্থানীয়রা অবশ্য নিজেদের বিশ্বাসেই অটুট। সেই বিশ্বাস থেকে টিনের চালার মন্দিরেই পুজো হয়ে আসছে। স্থানীয় কৃষক হাবু বর্মনের কথায়, 'আমরা জানি, মা কালীর পুজো করাতেই নদীর ভাঙন বন্ধ হয়েছে। এখানকার চাষের জমি এবং ঘরবাড়ি রক্ষা পেয়েছে। ওই বিশ্বাস নিয়েই পুজো করি।' পুজো উদ্যোক্তা বাবলু বর্মন, পঙ্কজ বর্মন, সুকুমার সরকাররাও একই কথা মানেন।

তাঁরা জানালেন, জলদাপাড়া বনাঞ্চল হয়ে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে যাওয়া বুড়িতোর্ষা নদী আগে ছিল খরস্রোতা। সারাবছর জল থাকত নদীতে। বর্ষায় অনেক এলাকাই নদীর জলে প্লাবিত হত। প্রতি বর্ষায় বংশীধরপুরের বাসিন্দাদের কাছেও এই ভাঙন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তবে স্থানীয়দের লোকবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন কথা বলেছেন। ফালাকাটা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুদর্শন দাসের কথায়, 'প্রাকৃতিক কারণে নদীর গতিপথ বদলেছে। একসময় শিলতোর্ষা নদী ছোট ছিল। চরতোর্ষা এবং বুড়িতোর্ষাই ছিল বড় নদী। কিন্তু এখন শিলতোর্ষা খরস্রোতা নদী। চরতোর্ষারও আকার ছোট হয়েছে। আর বুড়িতোর্ষা প্রায় মজে গিয়েছে।'

পুরোনো বিশ্বাস থেকে সমস্ত নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হয়। পুজো করেন স্থানীয় পুরোহিত অমল চক্রবর্তী। কালীপ্রতিমা তৈরি হচ্ছে শালকুমারহাটের কুমোরটুলিতে। পুজোর পর দু'দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।

কালচিনিতে বাজি বাজেয়াপ্ত

কালচিনি, ১৮ অক্টোবর : দীপাবলির আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি বন্ধে কড়া পদক্ষেপ শুরু করল কালচিনি থানার পুলিশ। শনিবার কালচিনি ও হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৭-৮টি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৫০ হাজার টাকা। যদিও দোকানদাররা আগেভাগেই অভিযানের আঁচ পেয়ে পালিয়ে যান। কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বলেছেন, 'কোনওভাবেই শব্দবাজি বিক্রির অনুমতি নেই। অভিযান চলবে।'

গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

জটেশ্বর, ১৮ অক্টোবর : জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮ বছরের নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শুক্রবার মধ্যরাতে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম পরেশ বর্মন। তাঁর বয়স ৬১ বছর। শনিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। দফায় দফায় ওই নাবালিকার বাড়িতে যায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের তরফে পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়।

হাতির হানা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়িহাটে শনিবার ভোররাতে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি অশোক বসাক নামে এক ব্যক্তির মুদি দোকানে ভাঙচুর চালায়। তবে খাদ্যসামগ্রী সাবাড় করার আগেই বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সমর্থ হন।

ত্রাণ বিলি

শালকুমারহাট, ১৮ অক্টোবর : বিপর্যয়ের ঘোর কাটেনি শালকুমারহাটের নতুনপাড়া, সিধাবাড়ি, মুন্সিপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের। শনিবার ওই এলাকায় যায় দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দুই সংগঠনের তরফে বন্যাদুর্গতদের শাড়ি, জামা, প্যান্ট, জুতো, ড্রাম, তেল ও পানীয় জল দেওয়া হয়।

প্রস্তুতি

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : আগামী বুধবার হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরের গৌড়ীয় মঠে গিরিগোবর্ধনপুজো ও অন্নকূট মহোৎসব পালিত হবে। শনিবার থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুজো শেষে ভক্তদের অন্নভোগ বিতরণ করা হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একরাশ আনন্দ।। দার্জিলিংয়ের ম্যালে ডাঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জির ক্যামেরায়।

ধনতেরাসের রঙে উৎসবের ছোঁয়া

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : দরজার সামনে ঝলমলে প্রদীপ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-গণেশের আরাধনা, আর তার সঙ্গে নানারকমের রঙ্গোলি। এখন এভাবেই উৎসবের আবহে ভাসছে আলিপুরদুয়ার। ধনতেরাসে যেন রঙের ছোঁয়া লেগেছে গোটা শহরে। কেউ তৈরি করছেন পদ্ম ফুলের ডিজাইন, কেউ আঁকছেন 'ওম' চিহ্ন, আবার কেউ কেউ নতুন করে সাজাচ্ছেন দেবী লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ।

শহরের নিউটাউন এলাকার গৃহবধূ অনন্যা দত্ত হাসতে হাসতে বলেন, 'আগে এই রঙ্গোলি শুধু টিভিতে বা সিনেমায় দেখতাম, এখন নিজেরাই বানাই। রং মেশানো, নকশা আঁকা সব মিলিয়ে মজা লাগে। বাড়ির ছোটরাও এসে সাহায্য করে। ধনতেরাস মানেই এখন আমাদের জন্য রঙের খেলা।'

একটা সময় পর্যন্ত রঙ্গোলি ছিল মূলত অবাঙালি পরিবারগুলির বিশেষ ঘর সাজানোর উপকরণ, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে দেখা যায় ছোট-বড় রঙিন নকশার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ হিন্দু-অবাঙালি সংস্কৃতির ওই উৎসবকে আজ একেবারে নিজের মতো করে গ্রহণ করেছে বাঙালিরাও।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সুদেষ্ণা ঘোষ বলেন, 'আমাদের ক্যাম্পাসে ধনতেরাসের আগের দিন রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা হয়। সবাই নিজে হাতে রং বেছে ডিজাইন বানায়। আমি মনে করি, এই রঙ্গোলি শুধু সাজ নয়, এটা একটা শিল্প।'

বিগত কয়েক বছর ধরেই আলিপুরদুয়ারে রঙ্গোলি বানানোর ট্রেন্ড এসেছে। এতে প্রভাব পড়েছে বাজারেও।

শহরের মহাকালধাম মোড়ের দোকানদার মানিক সাহার কথায়, 'এবছর রঙ্গোলির রঙের প্রচুর

রঙ্গোলির সাজে মাতোয়ারা শহর

চাহিদা। দশটা রঙের ১০০ গ্রাম করে ১ কেজির একটা সেটের দাম পড়ছে প্রায় একশো টাকা। ছোট প্যাকেটেও পাওয়া যায়। যেগুলোর দাম ৬০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে। মানুষ এখন একাধিক প্যাকেট নিচ্ছেন, কারণ অনেকেই ঘরের ভেতরেও আলাদা আলাদা ডিজাইন করছেন।'

রঙের পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেনসিল ডিজাইন, গ্লিটার পাউডার ও আর্টিফিশিয়াল ডেকোরেশন সামগ্রীর বিক্রিও বেড়েছে। দোকানদারদের মতে, আগের বছরের তুলনায় এবার বিক্রি প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি।

শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা বীণা আগরওয়াল বলেন, 'রঙ্গোলি কেবল ঘর সাজানোর জন্য নয়, এটা একটা শুভ প্রতীক। আমরা বিশ্বাস করি, এই রঙের নকশা দিয়ে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। এখন অনেক বাঙালি পরিবারও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এটাই আসল আনন্দ।'

রঙ্গোলি বানানোর কাজ শুরু হয় ধনতেরাসের আগের সন্ধ্যা থেকেই। কেউ পাউডার রঙে আঁকেন, কেউ আবার ফুলের পাপড়ি, চালের গুঁড়ো বা কুচো পাথর ব্যবহার করে নিজের মতো করে তৈরি করেন শিল্পকর্ম।

বাবুপাড়ার বাসিন্দা মৌসুমি ঘোষ বলেন, 'আমরা বাঙালি হলেও এখন ধনতেরাসে রঙ্গোলি বানানো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ছোটরা আগ্রহ নিয়ে অংশ নেয়, ইউটিউব দেখে নতুন ডিজাইন শেখে। এতে ঘরের পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে যায়। আমরাও ভিডিও বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করি। সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিই।'

শহরের বীরপাড়া এলাকার স্কুল পড়ুয়া আরুশি সাহা বলে, 'আমি ইউটিউব দেখে নতুন ডিজাইন শিখেছি। এবার ফুল দিয়ে গণেশের মুখের রঙ্গোলি বানাব।'

আপাতত ঠাঁই হোমে, চলছে কাউন্সেলিং

নাবালিকা গর্ভবতী, তদন্ত শুরু পুলিশের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ অক্টোবর : দশম শ্রেণির ছাত্রী। সামনের বছর মাধ্যমিক। এদিকে বছর পনেরোর ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় পরিবারের মাথায় হাত। পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কাউন্সেলিং শুরু করেছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তর ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি।

বিভিন্ন শারীরিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেওয়ায় নাবালিকার বাবা-মা শনিবার তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। পরীক্ষানিরীক্ষা করে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, নাবালিকা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরপর বাবা-মায়ের তরফে পুলিশে যোগাযোগ করা হয়। দায়ের হয়েছে মামলা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের আলিপুরদুয়ার জেলা শাখা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বসু জানিয়েছেন, নাবালিকাকে আপাতত একটি হোমে রাখা হয়েছে। তবে যেহেতু সে অন্তঃসত্ত্বা তাই বেশিদিন হোমে রাখা হবে না। তিনি বলছেন, 'মেয়েটির কাউন্সেলিং চলছে যাতে সে মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে। পুলিশকে মূল অভিযুক্তর গ্রেপ্তারির

উঠছে প্রশ্ন

- নাবালিকার কথায়, টিউশন থেকে ফেরার পথে এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণ তার সঙ্গে কুকীর্তি করে
- এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নাবালিকা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা
- নাবালিকার বয়ান পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না তদন্তকারী আধিকারিকরা
- এত মাস আগে কুকীর্তি ঘটে থাকলে সে তখনই পরিবারের কাউকে জানাল না কেন, উঠছে প্রশ্ন

আবেদন জানিয়েছি।'

তবে ঠিক কীভাবে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। তার কি কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল? নাকি সে ধর্ষণের শিকার? এত মাস আগে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া সত্ত্বেও বাবা-মা আগে কিছুই টের পেলেন না কেন? প্রশ্ন একাধিক।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকা পুলিশকে জানিয়েছে, টিউশন থেকে ফেরার পথে এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণ অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কুকীর্তি করে। সেক্ষেত্রে পুলিশের সন্দেহ, ওই ঘটনার পর সে তখনই পরিবারের কাউকে জানাল না কেন? শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেছেন, 'আমরা মেয়েটির বয়ান এখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ চলবে।'

ঘটনায় কোনও নিকটাত্মীয় জড়িত কি না, জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এমনও হতে পারে, অভিযুক্ত ওই পরিবারকে ভয় দেখিয়ে নাম না বলার জন্য হুমকি দিচ্ছে। কোনও সম্ভাবনাই পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন না পুলিশ আধিকারিকরা। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা সত্যিই উদ্বেগের। পুরো বিষয়টি নজরে রেখে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি। অভিযুক্তকে দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে।'

নাবালিকার মায়ের কথায়, 'দিনদুয়েক আগে থেকেই মেয়ে বলছে শরীর খারাপ। এখন স্কুল বন্ধ। টিউশনেও যেতে চাইছিল না। এরপর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে বিষয়টি জানতে পারি। সামনে গোটা জীবন পড়ে রয়েছে। মেয়ের কী হবে সেটা ভেবেই চিন্তায় রয়েছি।'

দাবি পূরণ না হওয়ায় রাস্তার কাজে বাধা

জটেশ্বর, ১৮ অক্টোবর : সপ্তাহখানেক আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো এথেলবাড়ি শিল্পতালুকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই কাজ করতে গিয়ে এলাকার ৬টি বাড়ি ভাঙা পড়ে। যদিও এই ৬টি পরিবারকে বিকল্প জমি দিয়েছে প্রশাসন। তবে, জায়গা শনাক্তকরণ করে দিলেও ঘর তৈরির যে সামগ্রী দেওয়ার কথা ছিল, তা প্রশাসনের তরফে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সেগুলি না দিয়েই কাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছে

> আমার বাড়িও ভাঙা পড়েছে। জমি দেওয়া হলেও বাড়ি তৈরির সামগ্রী দেওয়া হয়নি। সামগ্রী দেওয়ার দাবিতেই আমরা আজ পথে নেমেছি।
>
> **সাধনা রায়** *পঞ্চায়েত সদস্যা*

ওই ৬টি পরিবার। এই নিয়ে বহুবার জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর অংশের পঞ্চায়েত সদস্যা সাধনা রায় বলেন, 'আমার নিজের বাড়িও ভাঙা পড়েছে। জমি দেওয়া হলেও বাড়ি তৈরির সামগ্রী দেওয়া হয়নি। সামগ্রী দেওয়ার দাবিতেই আমরা আজ পথে নেমেছি।'

শনিবার বাধ্য হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেন ওই ৬টি পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। তারা পরিবারগুলির দাবি শোনে এবং বিষয়টি জেলা স্তর ও প্রশাসনকে জানানোর আশ্বাস দেয়। আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ থেকে সরে আসেন বিক্ষোভকারীরা। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'পরিবারগুলির কাছে প্রশাসনিকভাবে একটি প্রপোজাল চাওয়া হয়েছিল। সেটি তারা দেরিতে জমা দেয়। তাদের আবার প্রপোজাল দিতে বলা হয়েছে।'

দুষ্কৃতী মোকাবিলায় দেবী আরাধনা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৮ অক্টোবর : জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম। তখন চুরি, ডাকাতি লেগেই থাকত। তাই গ্রামের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বারবিশার সূর্যনগরে তৈরি হয়েছিল আরজি পার্টি। সেই দলের সদস্যরা ডাকাতি রুখতে রাতপাহারা দিতেন। সঙ্গে দুষ্কৃতী মোকাবিলায় সাহস সঞ্চয়ে দেবীশক্তির আরাধনা শুরু করেন আরজি পার্টির সদস্যরা। তাঁদের হাত ধরেই গ্রামে ১৯৭৩ সালে প্রথম বারোয়ারি কালীপুজো শুরু হয়েছিল। নিয়মনিষ্ঠায় এখনও ওই পুজো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আবাহনী ক্লাবের সদস্যরা।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। এখন গ্রামের সুরক্ষায় পুলিশের গাড়ি রুটিন টহল দেয়। তাই আরজি পার্টির প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। তবে আজও রীতি মেনে কার্তিক অমাবস্যায় কালীপুজোর রাত জেগে গ্রাম পাহারা দেবেন বাসিন্দারা। সামনেই কালীপুজো। ৫৩তম বর্ষে পুজো ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আয়োজনে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। মন্দিরের সামনে প্যান্ডেল তৈরি চলছে। চন্দননগরের আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির। স্থানীয় মৃৎশিল্পী রাজু পাল প্রতিমা তৈরি করছেন। পুজো করবেন পুরোহিত বাদল আচার্য।

বারবিশা থেকে কুমারগ্রামের দিকে ১ কিমি এগোলেই পাকা রাস্তার পাশে আবাহনী ক্লাবের স্থায়ী কালী মন্দির। তাই লোকমুখে বাসস্টপের নামকরণ হয়েছে বারবিশা কালীবাড়ি। ঘটা করে বার্ষিক কালীপুজোর পাশাপাশি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে কালী মন্দিরে ভোগ নিবেদন করে পুজোর রেওয়াজ বহুদিন ধরেই চলে আসছে সেখানে। এছাড়া, মন্দির কমিটির তরফে প্রতি শনিবার পুজো করা হয়। বার্ষিক কালীপুজোয় বাপের বাড়িতে আসেন গ্রামের বিবাহিত মেয়েরা। তাই ওই পুজো ঘিরে গ্রামে যেন মিলন উৎসব হয়। গ্রামের মহিলারা পুজোর কাজে হাত লাগান। সংসারের কাজ সামলে ফল কাটা, চন্দন বাটা, ফুলের মালা গাঁথা, ভোগ রান্না সব কাজ করেন তাঁরা।

উদ্যোক্তা সন্তোষ শর্মার কথায়, 'কালীপুজো আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাবের তরফে সমাজসেবামূলক কাজকর্মও করা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে এবারও প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসবে সূর্যনগর কালীবাড়িতে। এনিয়ে কচিকাঁচা থেকে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, গৃহবধূদের উৎসাহের শেষ নেই।'

পুজো প্রস্তুতি

- ৫৩তম বর্ষে বারবিশার সূর্যনগরে আবাহনী ক্লাবের পুজো ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে
- বার্ষিক কালীপুজোয় বাপের বাড়িতে আসেন গ্রামের বিবাহিত মেয়েরা
- ওই পুজো ঘিরে গ্রামে যেন মিলন উৎসব হয়
- পুজো উপলক্ষ্যে এবারও প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসবে
- সেইমতো গ্রামের ঘরে ঘরে চলছে আবৃত্তি, শ্যামাসংগীত সহ নাচগানের মহড়া

এখন গ্রামের ঘরে ঘরে চলছে আবৃত্তি, শ্যামাসংগীত সহ নাচগানের মহড়া। এই যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য তাথই সরকারদের মতো কচিকাঁচাদের নাচ, গানের তালিম দিচ্ছেন কলেজ পড়ুয়া মনোমিতা শর্মা। পুজো কমিটির সভাপতি স্বপন সূত্রধরের কথায়, 'এবারেও পুজোর পরের দিন প্রসাদ বিতরণ এবং নরনারায়ণ সেবা হবে।'

পথে পড়ে দেহ, ফিরেও দেখলেন না কেউ

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : এ কেমন অমানবিক শহর! শনিবার দুপুরে কাওয়াখালির বাজি বাজার থেকে বাজি কিনে বাইক, চারচাকার গাড়ি, টোটোতে করে অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় মহানন্দা সেতুর দিকে একটু এগোতেই দেখা গেল রোদের মধ্যে এক ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ে রয়েছেন। কেউ একবারও ফিরে পর্যন্ত তাকালেন না তাঁর দিকে। শনিবার দুপুরে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালি এলাকা।

প্রশ্ন উঠছে, চড়া রোদে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কি না, সেটুকু একবার দেখার মতো মানসিকতা কি শিলিগুড়ির মানুষের নেই? ওই ব্যক্তি একজন ভবঘুরে হলেও কি তাঁর দিকে একটু জল এগিয়ে দেওয়া যায় না? কালীপুজো ও দীপাবলির জন্য শহরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। কিন্তু উৎসবের আমেজে গা ভাসিয়ে অনেকে মানবিকতাটুকুও ভুলে যাচ্ছেন। এমনটাই বলছেন পোড়াঝাড় ও কাওয়াখালির লোকজন।

গত কয়েকদিন ধরে দিনেরবেলা শিলিগুড়িতে দারুণ গরম পড়ছে। সেই কারণে দুপুরে রাস্তায় বেরোলে অস্বস্তি বাড়ছে। এশিয়ান হাইওয়ের পাশে থাকা পেভার্স ব্লকের ফুটপাথে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। কমলা গেঞ্জি ও কালো রংয়ের প্যান্ট পরা লোকটির সারা শরীরে ধুলোমাখা। অনেকে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কাওয়াখালির ট্রাফিক গার্ডের এক কর্তার প্রথম সন্দেহ হয়। তিনি কয়েকজনকে ফোন করে খোঁজ নেন, ওই ব্যক্তি স্থানীয় কেউ কি না।

অমানবিক শিলিগুড়ি

ফোন পেয়ে আসেন পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা কার্তিক মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর শরীরে যখন হাত দিই, দেখি গোটা শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে। হয়তো অনেকক্ষণ আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এতক্ষণ পড়ে থাকলেও কেউ একবারের জন্যও এগিয়ে এলেন না।' এলাকায় চায়ের দোকান চালান ব্যক্তি তন্ময় বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'ভবঘুরেরা এলে জল, খাবার দিই। ভবঘুরেদের দিকে একটু তাকালে খুব সময় নষ্ট হয় না।'

এদিন স্থানীয়রা বিষয়টি এনজেপি থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তি ভবঘুরে। গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়নি। কেননা, শরীরে তাঁর কোনও চোট পাওয়া যায়নি।

স্কুলে রঙ্গোলি

জয়গাঁ, ১৮ অক্টোবর : দীপাবলির আগে শনিবার রঙ্গোলি দিল জয়গাঁ শহরের গ্লোরি মিডল সেকেন্ডারি স্কুলের পড়ুয়ারা। কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকবে, তাই তার আগে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা স্কুলে মোট ১২টি রঙ্গোলি তৈরি করেছে। কোনওটায় ছিল শান্তির বার্তা, আবার কোনওটায় ছিল পরিবেশ রক্ষার বার্তা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দীপিকা সি ম্যাথু বলেন, 'আলোর উৎসব সকলের। ছেলেমেয়েরা রঙ্গোলি দেবে বলছিল। আমরা সব শ্রেণির পড়ুয়াকে আলাদা আলাদা রঙ্গোলি দিতে বলি।'

আলোচনা

কুমারগ্রাম ও সোনাপুর, ১৮ অক্টোবর : কালীপুজো ও ছটপুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে শনিবার একটি বিশেষ আলোচনা সভা করে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। ওই সভায় এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়। আবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে একই বিষয় নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও বিশ্বনাথ মজুমদার, সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব।

নেতাকে স্মরণ

কুমারগ্রাম, ১৮ অক্টোবর : কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ বনবস্তিতে শনিবার প্রয়াত সিপিএম নেতা ভিখাম খালকোর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দলের কুমারগ্রাম এরিয়া কমিটির নিউল্যান্ডস কুমারগ্রাম সংকোশ (এনকেএস) শাখার সদস্য ও ফরেস্ট ইউনিয়নের জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন।

সভা

বারবিশা, ১৮ অক্টোবর : সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী আরটিও অফিসে রেজিস্ট্রেশন করাতে গিয়ে টোটোচালকরা যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেজন্য শনিবার কুমারগ্রাম ব্লকে ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লালস্কুলে একটি সভা করল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি।

কালীপুজোতেও অসুর জনগোষ্ঠী

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : মাঝেরডাবরি চা বাগানের শ্রমিক ক্লাবের দ্বারা আয়োজিত কালীপুজোয় অংশ নেন অসুর সম্প্রদায়ের শ্রমিকরাও। এই চা বাগানে চল্লিশটিরও বেশি অসুর সম্প্রদায়ের পরিবার রয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগই চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করেন। স্বাভাবিকভাবে শ্রমিক ক্লাবের কালীপুজোতে তাঁরাও অংশ নেন।

শ্রমিক ক্লাবের এই পুজো এবছর ৬২ বছরে পা ফেলতে চলেছে। চা শ্রমিকদের চাঁদা দিয়ে এই পুজো হয়। কালীপুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন বাগান বন্ধ থাকে। নিয়ম নির্দেশিকা মেনে পুজোর আয়োজন করা হয়। কালীপুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় বলে জানান ক্লাবের সদস্যরা। এই ক্লাবের সদস্য সঞ্জীব চিকবড়াইক বলেন, 'বাগানের শ্রমিকদের উদ্যোগে এই পুজো হয়। বাগানের শ্রমিকরা পুজোর জন্য চাঁদা দেন। সকলে মিলে পুজোয় আনন্দ করেন এবং একসঙ্গে পুজোর প্রসাদ খান।'

মাঝেরডাবরি চা বাগানের একটি পুজো মণ্ডপ।

সাধারণত এই অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ দুর্গাপুজোয় অংশ না নিলেও তাঁরা কালীপুজো দেখতে যান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। এই অসুর পরিবারের প্রবীণরা জানান, এক সময় তাঁদের পরিবারের গুরুজনরা বাড়ির ছোটদের দুর্গা ও কালীপুজোয় অংশ নিতে বারণ করতেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে পুজোয় অঞ্জলি না দিলেও পুজোর অন্যান্য কাজে অংশ নেন। সুমিত গোয়ালা নামে ক্লাবের আরেক সদস্যের কথায়, 'চা বাগানে আদিবাসী পরিবারের লোকজনের মধ্যে অসুর সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন। তাঁরাও কালীপুজো দেখতে আসেন। এমনকি তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।'

দীপাবলির দিন এই অসুর সম্প্রদায়ের পরিবারের সদস্যরা গোয়ালিপুজো করেন। বাড়ির গোরু সহ অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের পুজো করেন তাঁরা। বাড়িতে প্রদীপও জ্বালান তাঁরা। এই অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাঁরা এই পুজোয় অংশ নেন না। মাঝেরডাবরি চা বাগানের উত্তর ল্যান্ডের পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দ টোপ্পো বলেন, 'আগের ধারণা এখন অনেক বদলে গিয়েছে। অসুর সম্প্রদায়ের তরুণদের একাংশ কালীপুজোয় অংশ নেন। শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।'

মাঝেরডাবরি চা বাগানের শ্রমিক ক্লাবে গেলে দেখা যাবে সেখানে এখন জোরকদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। দুপুরে কাজের ফাঁকে বাগানের শ্রমিকরা মণ্ডপ চত্বর সাফাই করছিলেন। শুধু শ্রমিকরা নন, তাঁদের সঙ্গে শিশুরাও মহানন্দে সেই কাজে হাত লাগিয়েছে।

তিনদিন বাগান বন্ধ

- মাঝেরডাবরি চা বাগানের কালীপুজোয় অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন
- এই পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন বাগান বন্ধ থাকে
- পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়
- অসুর সম্প্রদায়ের মানুষরা দীপাবলির দিন গোয়ালিপুজো করেন

যাত্রার আয়োজন আর হয় না শিশাগোড়ের পুজোয়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৮ অক্টোবর : শীতকাল মানে যাত্রাপালার কদর। তবে পুজো হলেই বসানো যাবে যাত্রাপালা। এতে উৎসবও হবে জমজমাট। সেই যাত্রার তাগিদেই ফালাকাটা ব্লকের শিশাগোড়ে শুরু হয় কালীপুজো। সেই পুজোর ঐতিহ্য বজায় আজও।

পাঁচ দশক আগে শিশাগোড়ে বিদ্যুৎ ছিল না। জেনারেটর চালিয়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয় প্রথমবার পুজোয়। সেইসময় বাতি দেখা ও যাত্রাপালার আনন্দ নিতেই ভিড় করতেন আশপাশ গ্রামের মানুষও। সেই পুজো হয় এখনও। ত্রিশ বছর ধরে নাট মন্দিরের পাশাপাশি পথের পরিচয় সংঘেও পুজো হচ্ছে। সেই সময় থেকেই ক্লাবের পুজো কমিটি এই দুটি পুজো পরিচালনা করে। সেই সূত্রেই এখনও জোড়া কালীপুজোর আয়োজন। এবার ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। তাই আয়োজনও আরও জাঁকজমক পূর্ণ।

শিশাগোড়ে এই মন্দিরেই কালীপুজো করে ক্লাব।

তৈরি হচ্ছে কালীপুজোর প্যান্ডেল। শিশাগোড়ে

৬০ বছর আগে দুর্গাপুজোর পর বাজারে একটি ধানভাঙার মিলঘরের আড্ডায় বসে কালীপুজোর পরিকল্পনা করেন স্থানীয়রা। সেই আড্ডায় স্থানীয় ঘনশ্যাম বর্মন, সুজিত সরকার, জয়ন্ত সরকার, মহেশ বর্মনদের মতো তরুণরা শামিল ছিলেন। তাঁরা এখন প্রবীণ। স্মৃতিচারণ করে কালীপুজোর সূচনা প্রসঙ্গে সুজিত সরকার বললেন, এই পুজো আয়োজনের পিছনে যাত্রাপালার তাগিদ তো ছিলই। এছাড়াও দীপাবলির সময় এলাকায় তেমন আলোর উৎসব হত না। বাড়ি বাড়ি সবাই মাটির প্রদীপ জ্বালাতেন। শহরের কিছু পুজোয় অবশ্য জেনারেটরের সাহায্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হত। তাই যাত্রাপালা

> পুজোর পরদিন থেকে টানা এক সপ্তাহ ধরে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এখন নানা রকমের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজোও হয়। কিন্তু যাত্রাপালা আর হয় না।
>
> **সুজিত সরকার** *প্রবীণ বাসিন্দা*

ও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো- এই দুইয়ের তাগিদ থেকেই এখানে পুজো শুরু হয়।

বাজারে প্রথম কালীপুজোয় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলেছে। তা দেখতেই নাকি শিশাগোড়ের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামের মানুষও ভিড় করতেন। ওই সময়ের আরেক পুজো উদ্যোক্তা জয়ন্ত সরকারের কথায়, সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তখন টিনের চালা মন্দিরেই পুজোটা হয়েছিল। জেনারেটর চালিয়ে একাধিক বাতি জ্বালানো হয়েছিল। এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না। আর পুজোর পরদিন থেকে টানা এক সপ্তাহ ধরে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এখন নানা রকমের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজোও হয়। কিন্তু যাত্রাপালা আর হয় না। এদিকে, পথের পরিচয় সংঘ দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্দিরে নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজো হয়। কিন্তু ক্লাব প্রাঙ্গণে প্যান্ডেল করে আরও একটি পুজো করা হয়। সেখানে যাত্রার বদলে এখন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ক্লাব সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'ক্লাবের তরফে দুই পুজো করার দায়িত্ব পুরোনো ঐতিহ্য। তাই মন্দিরের পাশাপাশি ক্লাবের সামনেও পুজো হয়। এবার ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। তাই পুজোর পর নানা অনুষ্ঠান হবে।'

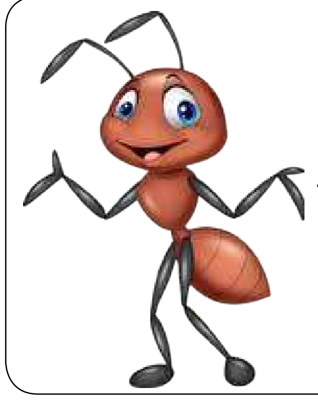

পিঁপড়েরা সারা জীবনে কখনও ঘুমোয় না, প্রতিদিন ২৫০ থেকে ৩০০ বার ঝিমোয় মাত্র।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়।
লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখালেখি

শীতের দিনে তোমার আনন্দ হয় কেন, কষ্ট পাও কেন?

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে
9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো
ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

বড়দের ছড়া

দুই মহাবীর

চণ্ডীচরণ দাস

বিসুৎবার সাতসকালে,
বদ্যিবুড়োর গোয়ালঘরে,
গোঁফ দুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে
দুই বিড়ালে ঝগড়া করে।
চোখ পাকিয়ে বলল হুলো—
হ্যাংলা ছুঁচো মুণ্ডু ফাটা,
চুপকে কেন রান্নাঘরে
গিললি আমার মাছের কাঁটা?
দাবড়ে উঠে বলল ভুলো—
মিথ্যে কথা, তুইই বরং
সবটুকু দুধ সাবড়ে দিয়ে
করিস এখন সাধুর ভড়ং।
অমনি হুলো আসল তেড়ে,
বলল—দেব গাল ফাটিয়ে।
ভুলো তখন এক পা তুলে
আঁচড়ে দিল সামনে গিয়ে।
কোথায় ছিল পালবাবুদের
হোঁৎকা কুকুর, লেজটা নেড়ে
চোখ পাকিয়ে দু'লাফ দিয়ে
দৌড়ে এল যেই না তেড়ে,
ভয়ের চোটে দুই মহাবীর
অমনি তখন ঝগড়া ভুলে,
উঠল সোজা তেঁতুলগাছে
তরতরিয়ে লেজটা তুলে।

স্বপ্ন

ববিতা বসাক

ছেঁড়া কাঁথা গায়ের ওপর
চোখে স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার।
বামুনদেরও আছে সাহস
চাঁদে হাত দেওয়ার।।

স্বপ্ন পূরণ করতে হলে,
লড়তে তোমায় হবে,
তবেই তো ইতিহাসে
তোমার নাম রবে।
মনের মধ্যে থাকে যদি
স্বপ্ন দেখার জেদ,
অর্জুন হয়ে করতে হবে
সঠিক লক্ষ্যভেদ।

পড়ে যাও, লড়ে যাও
জিতবে তুমি ঠিক।
তোমার জয়ে একদিন,
রঙিন হবে চারিদিক।
জয়ীদের নাম - ডাক,
হেরোদের কে চেনে?
টাকা দিয়ে সবাই,
স্বপ্ন বেচে-কেনে।

স্বপ্নপ্রেমীর ঘুম নেই,
জেগে স্বপ্ন দেখে।
আঁধার রাতে জোনাকি
জয়ের চিহ্ন আঁকে।
লড়াই একদিন শেষ হবে,
তোমার হবে জয়।
সবাই জানবে পরিণাম,
কষ্টের গল্প নয়।

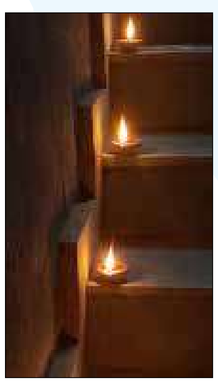

দীপাবলি

সুশান্ত কুমার দে

শ্যামাকালী ও দীপাবলি এক আলোর ধারা
শ্যামামায়ের ত্রিনয়নে নীল আকাশের তারা।
কার্তিক মাসের অমাবস্যায় শ্যামা পূজা হয়
আলোয় আলোয় আলোকিত ত্রিভুবনময়।
ফুলঝুরি, রংমশাল, তুবড়ি বাজির মেলায়
ছোট বড় সকলে যে ভাসে খুশির ভেলায়।
চরকা রকেট কালী পটকা নতুন এল ড্রোন
ছেলেমেয়ের হৈ হুল্লোড়, খুশি সারাক্ষণ।

কলম্বিয়ার রূপকথা

সোনালি নেকড়ে ও চাঁদের ফুল

পিনাকীরঞ্জন পাল

আন্দিজ পর্বতমালার উচ্চতম উপত্যকায় এক শান্ত গ্রাম। নাম সিয়েরা নেভাদা। বরফের চূড়োয় ঘেরা এক পবিত্র ভূমি। এই গ্রামে বাস করতেন বৃদ্ধা মামা রোসা। তাঁর ছোট কুঁড়েঘরটি ছিল প্রকৃতির কোলে। আর তিনি ছিলেন গ্রামের সকলের ভরসা। তাঁর মূল্যবান সম্পদ ছিল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং একটি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ চন্দ্র-কুঁড়ি। এই ফুলটি বছরে মাত্র একবার পূর্ণিমার রাতে ফুটত। আর তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত রুপোলি আলো। সেই আলোয় যে কোনও কঠিন রোগ সেরে যেত। মামা রোসা এই কুঁড়িকে সন্তানের মতো পাহারা দিতেন। তিনি জানতেন, এর প্রতিটি পাপড়িতে জড়িয়ে আছে জীবন ও আরোগ্যের জাদুকরি শক্তি।

একদিন সিয়েরা নেভাদা গ্রামে মহামারি ছড়িয়ে পড়ল। শিশুদের শরীর জ্বরে পুড়তে লাগল। শক্তপোক্ত প্রাপ্তবয়স্করাও দুর্বল হয়ে শয্যাশায়ী হল। মামা রোসার সংগ্রহে থাকা সমস্ত ঔষধি একে একে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু রোগের দাপট কমল না। মৃত্যুর শীতল ছায়া গ্রাস করতে লাগল গ্রামের প্রাণ চাঞ্চল্য। একমাত্র আশা ছিল সেই চন্দ্র-কুঁড়ি। কিন্তু পরবর্তী পূর্ণিমা আসতে এক সপ্তাহ বাকি। মামা রোসা জানেন, এই সাতদিন অপেক্ষা করা মানে অনেক নিষ্পাপ প্রাণকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া। তাঁকে সময়কে দ্রুত করতে হবে, প্রকৃতির গতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

তাঁর মনে পড়ল কিংবদন্তির সোনালি নেকড়ের কথা। বা 'লোবো দোরাডো' নামে এক পবিত্র প্রাণী আছে। যার হৃদয় আকাশের মতো বিশুদ্ধ। আর তার ডেরায় এক জাদুকরি হ্রদ আছে। যার জল সময়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মামা রোসা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নেকড়েকে খুঁজে বের করবেন। তাঁর হাতে সময় নেই, তাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি তাঁর ঝুলি কাঁধে নিলেন এবং দুর্গম পর্বতের পথে পা বাড়ালেন।

বন্য বেরি আর ঝরনার জল খেয়ে তিনদিন তিন রাত চলার পরও সোনালি নেকড়ের কোনও চিহ্ন পেলেন না। চতুর্থ দিনের শেষে, হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি এক বিশাল ওক গাছের নীচে বসে পড়লেন। ক্লান্ত শরীর আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনায় ছিল গ্রামবাসীদের বাঁচানোর আকুল আর্তি। হঠাৎ, আকাশ থেকে যেন নেমে এল সোনালি আলোর এক

ঝলকানি। চোখ ধাঁধানো সেই আলোয় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত সুন্দর প্রাণী। তার লোম ছিল খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। তার চোখ ছিল ভোরের আলোর মতো পরিষ্কার নীল। এ সাধারণ নেকড়ে নয়, যেন প্রকৃতির দেবদূত।

-আমাকে কেন খুঁজছ, মামা রোসা?

নেকড়েটি কথা বলল। তার কণ্ঠস্বর ছিল পর্বতের উঁচু ঝরনার শব্দের মতো নির্মল ও মিষ্টি। মামা রোসা কাঁপলেন না। ভয় নয়, তাঁর হৃদয়ে তখন কেবল গভীর এক আর্তি। তিনি নেকড়েকে মহামারির কথা বললেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো গ্রামের কথা বললেন। তিনি জানালেন, একমাত্র সেই জাদুকরি হ্রদের জলই তাঁকে সময়ের আগে ফুল ফোটাতে সাহায্য করতে পারে।

সোনালি নেকড়ে তার বুদ্ধিমান নীল চোখ দিয়ে মামা রোসার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দেখতে পেল তাঁর হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা নিঃস্বার্থ প্রেম। নেকড়েটি বলল, 'তোমার প্রতি আমার করুণা আছে, কিন্তু প্রকৃতির জাদুকে ব্যবহার করার জন্য মূল্য দিতে হবে। জাদুকরি হ্রদের জল সময়কে দ্রুত চালিত করে-তুমি তোমার চন্দ্র-কুঁড়িকে দ্রুত বড় হতে দেখবে, কিন্তু বিনিময়ে তোমার নিজের জীবনের সময়ও দ্রুত চলে যাবে। একটি ফুল ফোটানোর জন্য, তোমাকে নিজের জীবনের একটি বছর ত্যাগ করতে হবে।'

মামা রোসা এক মুহূর্তও চিন্তা করলেন না। জীবন যখন অন্যের জন্য, তখন নিজের একটি বছর উৎসর্গ করা তাঁর কাছে সামান্য মনে হল। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমি রাজি, আমাকে পথ দেখাও।'

সোনালি নেকড়ে তাঁকে এক গোপন, মস-ঢাকা গুহার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল। গুহার শেষে ছিল এক ঝলমলে হ্রদ। হ্রদের জল ছিল এতই স্বচ্ছ যে তার তলদেশে যেন রাতের আকাশের নক্ষত্রগুলো ঝিকমিক করছিল। মামা রোসা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কলসি ভরে নিলেন সেই পবিত্র, সময়-ত্বরান্বিত জল দিয়ে।

গ্রামে ফিরে তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর চন্দ্র-কুঁড়ি গাছটির গোড়ায় সেই জাদুকরি জল ঢাললেন। তখনই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। গাছটি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠল, কুঁড়ি এল এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পরিণত হল এক উজ্জ্বল, রুপোলি-সাদা ফুলে। সেই ফুল থেকে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যেন এক পূর্ণিমা তার নির্ধারিত দিনের আগেই মর্ত্যে নেমে এসেছে।

মামা রোসা সেই চন্দ্র-কুঁড়ি দিয়ে দ্রুত এক মহৌষধ তৈরি করলেন এবং একে একে সকল রোগীকে তা পান করালেন। ঔষধের জাদুকরি প্রভাবে গ্রামের সকলের রোগ সেরে গেল, জ্বর উধাও হল, দুর্বলতা দূর হল। সিয়েরা নেভাদা গ্রাম আবার তার প্রাণবন্ততা ফিরে পেল।

মামা রোসা জানতেন, তিনি তাঁর জীবনের একটি মূল্যবান বছর হারিয়েছেন। তাঁর মুখে হয়তো সময়ের ছাপ আরও গভীর হয়েছে, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন শিশুরা আবার হাসি-আনন্দে খেলা করছে এবং প্রাপ্তবয়স্করা নতুন উদ্যমে কাজে ফিরেছে, তখন তাঁর হৃদয় এক অগাধ তৃপ্তি আর আনন্দে ভরে গেল।

সেই রাতে, যখন মামা রোসা তাঁর কুঁড়েঘরে একা বসেছিলেন, তখন দরজায় একটি মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলেন। বাইরে গিয়ে দেখেন, সোনালি নেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে ছিল একটি ছোট্ট চারা গাছ, যেটি মৃদু সোনালি আলো ছড়াচ্ছিল। নেকড়ে বলল, 'তোমার নিঃস্বার্থ মনোভাব প্রকৃতির জাদুকে জয় করেছে, মামা রোসা। তোমার দেওয়া একটি বছর শুধু সময় নয়, এটি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ। প্রকৃতির কাছে কোনও ত্যাগই বৃথা যায় না। তোমার দেওয়া সময় একটি বীজ হয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছে।' নেকড়ে সেই সোনালি চারাগাছটি আলতো করে মাটিতে পুঁতে দিল এবং তারপর পাহাড়ের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে মামা রোসা দেখলেন সেই চারা থেকে একটি নতুন গাছ বেড়ে উঠেছে, যার ফুলগুলো ছিল ছোট ছোট সোনার টুকরোর মতো উজ্জ্বল। এই ফুলগুলোর রোগ সারানোর কোনও ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এটি দেখলে সকলের হৃদয়ে এক অনাবিল আশা, আনন্দ এবং ভালোবাসার সৃষ্টি হত। এই ফুলগুলি স্মরণ করিয়ে দিত যে জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য হল আত্মত্যাগ। আজও, আন্দিজ পর্বতের মানুষরা বিশ্বাস করেন, যদি তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, তবে তুমি পূর্ণিমার রাতে সোনালি নেকড়েকে পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে।

প্রীতি উপহার

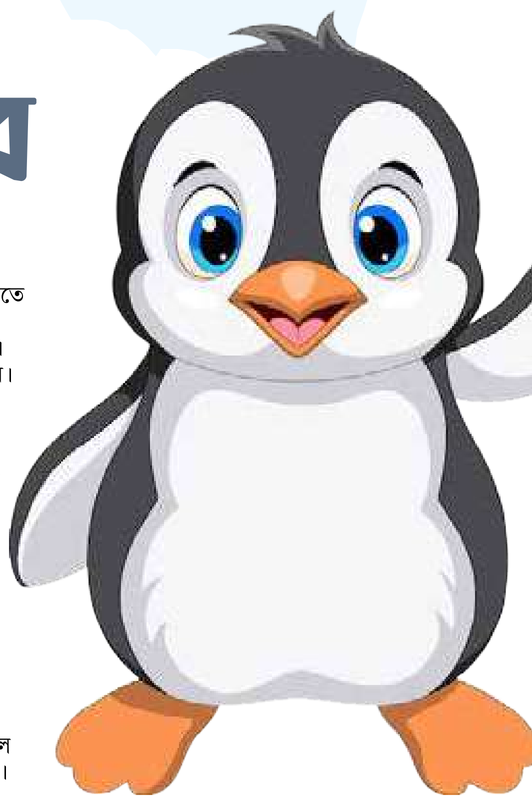

কারও বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অথবা বার্থ-ডে পার্টিতে গেলে আমরা উপহার নিয়ে যাই। এই উপহার আসলে ভালোবাসার নিদর্শন। সেটা কোনও জিনিস হতে পারে, আবার ফুলও হতে পারে। প্রীতি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ যে শুধু আমাদের মধ্যেই আছে তা নয়। পেঙ্গুইনরাও তাদের প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে থাকে। ওরা বরফের ওপর বাসা বানায়। আর সেই বাসা তৈরি হয় ছোট ছোট পাথর দিয়ে। যখন পুরুষ পেঙ্গুইন কোনও স্ত্রী পেঙ্গুইনকে পছন্দ করে, সে তাকে একটি মসৃণ বা সুন্দর পাথর এনে দেয়। যদি স্ত্রী পেঙ্গুইন সেই পাথর গ্রহণ করে তাহলে বোঝা যায়, যে বাড়ি তৈরি হবে তাতে থাকতে রাজি সে। পরে তারা দুজনে মিলে উপহারের সেই পাথর ও তার সঙ্গে অন্য পাথর মিলিয়ে বাসা বানায়।

পেঙ্গুইন ছাড়াও প্রাণী জগতে আরও অনেক প্রাণী আছে যারা প্রিয়জনকে উপহার দেয়। যেমন কাক। কাক খুব বুদ্ধিমান। যেসব মানুষ তাদের খাওয়ায় বা সাহায্য করে, তাদেরকে বোতলের ঢাকনা, কাচের টুকরো, চেন ইত্যাদি কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দেয়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি অঞ্চলের পুরুষ বাওয়ারবার্ডরা পাতা, ফুল, রঙিন বোতল, পাথর, প্লাস্টিকের টুকরো জোগাড় করে তাদের মেয়ে বন্ধুকে খুশি করতে ঘর বানায়। উপহার দেওয়ার এই প্রবণতা পুরুষ মাকড়সা, বিড়াল এবং টিয়াপাখির মধ্যেও আছে।

অক্ষর সাজাও

- বখজিংলশ
- আয়হারদলি
- বাইলবির্টল
- মিসতুইলৎ
- আমারববকনা
- আস্তাজারকলে
- টিনপুলসুতা

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন **রমানন্দববি** - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল **বিমানবন্দর**। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : অলকাতিলকা, উন্নয়নশীল, সংশয়াকুল, রাজরাজেশ্বরী, মহাসমারোহ, গাবদা-গোবদা, অসমসাহসী

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর
অনুশীলন সমিতি, কর্ণাটকের আইহোলে, মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত, রবার্ট ক্লাইভ

মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তন, শক্তি অপচয় এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে কোন অনুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক আলো বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালানো হয়?

প্রাচীন রোমে সূর্য দেবতার সম্মানে কোন আলোর উৎসব পালিত হত?

ভারত ছাড়াও কোন দেশ দীপাবলি সরকারিভাবে উদযাপন করে?

ইহুদি ধর্মের আলোর উৎসবের নাম হানুকা। এই উৎসবে কয়টি প্রদীপ জ্বালানো হয়?

আমাদের লেখালেখি

আনন্দের আলো

আলোর উৎসবে সবই ভালো। আলোর উৎসব মানেই আনন্দ, হাসি। যারা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকে তারা আলোর উৎসবে বাড়ি ফিরতে পারে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এছাড়া আমাদের মতো বাচ্চাদের আরও আনন্দ। কারণ এই সময় বিদ্যালয় বন্ধ। আলোর উৎসব জীবনের সব অন্ধকার দূর করে আশার আলো জাগিয়ে তোলে।

আলোর উৎসব আমাদের সব একাকিত্ব দূর করে দেয়। যাদের সঙ্গে অনেকদিন

যোগাযোগ নেই বা দেখাও হয় না- তাদের সঙ্গে একমাত্র এই আলোর উৎসবে দেখা হয়। তাই আলোর উৎসব মানে হাসি-ঠাট্টা আনন্দ আর বাড়ি ফেরা।

স্বস্তিকা পাল, পঞ্চম শ্রেণি
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দেশে দেশে আলোর উৎসব

শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বহু দেশে নানাভাবে

আলোর উৎসব পালনের রীতি আছে। যেমন চিনের লণ্ঠন উৎসব। চিনা নববর্ষের শেষ দিনে মানুষ আকাশে ও জলে নানা রঙের লণ্ঠন জ্বালিয়ে শুভবোধকে আহ্বান জানাতে এই উৎসব পালন করে।

জাপানে অগাস্ট মাসে হয় ওবন উৎসব। এই উৎসবে পূর্বপুরুষদের আত্মার পথ আলোকিত করতে নদী বা সাগরে প্রদীপ ভাসানো হয়।

থাইল্যান্ডে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের নাম লয় ক্রাথং ও ইয়ি পেং।

অশুভ শক্তিকে বিদায় দিতে মানুষ ছোট পাত্রের ওপর প্রদীপ রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন, কেউ কেউ আকাশে কাগজের লণ্ঠনও ছাড়েন।

মেক্সিকোতে এই আলোর উৎসব হয় নভেম্বর মাসে। সেখানে এই উৎসবের নাম মৃতদের দিবস। প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণে এদিন প্রদীপ ও ফুল দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিতেই আলো সবসময়ই শুভ এবং আশা ও জীবনের প্রতীক।

আঁকিবুকি

দিবাকর রায়, পঞ্চম শ্রেণি, কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সান্নিধ্য দে সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়

জয়দীপ কর্মকার, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

মোহর তাম্বুলি, অষ্টম শ্রেণি, তুফানগঞ্জ ইলাদেবী গার্লস স্কুল

সময়ের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত : অর্থমন্ত্রী

জিএসটি হ্রাস, ৫৪ পণ্যে নজর কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের পর বহু জিনিসের দাম কমবে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। যার সুফল সরাসরি পাওয়ার কথা উপভোক্তাদের। কিন্তু বাস্তবে কর হ্রাসের সুবিধা আমআদমি পুরোপুরি পাচ্ছে কি না, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের 'বচত উৎসব' উপলক্ষ্যে শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিএসটির আওতায় থাকা ৫৪টি পণ্যের দামে নজরদারির কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, '২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটির হার কমানোর পর থেকে সরকার সারা দেশে ৫৪টি পণ্যের দাম কমানোর ওপর নজর রাখছে।' অর্থমন্ত্রী জানান, জিএসটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাম না কমা সংক্রান্ত গ্রাহক বিষয়ক বিভাগে মোট ৩,১৬৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৩,০৭৫টি অভিযোগ কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ডের (সিবিআইসি) নোডাল আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ওই বিভাগ ৯৪টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে।

তাঁর দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত শুল্কনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘদিনের আলোচনার ফল হিসেবেই ভারতে জিএসটি সংস্কার কার্যকর হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সীতারামন বলেন, 'জিএসটি হার সংক্রান্ত সংস্কারের প্রস্তুতি প্রায় দেড়বছর ধরে চলছিল। তখন তো আমেরিকার শুল্কের কথাই কেউ ভাবেনি। একাধিক মন্ত্রীগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে এবং কেন্দ্র সরকারের প্যাকেজ ঘোষণার পরেও তাদের বৈঠক হয়েছে। তাই এটি মার্কিন শুল্ক-সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত নয়। এটি সময়ের দাবি ছিল আর তাই এখন তা বাস্তবায়িত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বহুদিন ধরে আমাদের বলছিলেন, এই সংস্কারটি দ্রুত করা দরকার। আমরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। নির্বাচনের আগে হোক বা পরে নীতি নির্ধারণে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের জন্য নয়, এটি সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য।'

বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও ভারত তার প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রেখেছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও ভারত আজ ৭.৮ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি দেখিয়েছে, যা ঐতিহাসিক। এমনকি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও তাদের পূর্বাভাস সংশোধন করে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশে উন্নীত করেছে।'

যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, 'নতুন জিএসটি কাঠামো দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ-ব্যয়ে বড়সড়ো উত্থান আনবে। গত অর্থবর্ষে ভারতের মোট জিডিপি ছিল ৩৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০২ লক্ষ কোটি ছিল ভোগ-ব্যয় ও ৯৮ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ। নতুন সংস্কারের ফলে ভোগ-ব্যয়ে ১০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি সম্ভব অর্থাৎ প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হতে পারে।' তিনি জানান, এই বছর প্রথমবারের মতো ভারত চিনের থেকেও বেশি স্মার্টফোন আমেরিকায় রপ্তানি করেছে। বর্তমানে বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রায় ২০ শতাংশ উৎপাদন এখন ভারতে হচ্ছে যা 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ফল।

সাংবাদিক বৈঠকে হাসিমুখে পীযূষ গোয়েল ও নির্মলা সীতারামন। নয়াদিল্লি।

নির্মলা উবাচ

- এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের জন্য নয়, এটি সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য
- জিএসটি হার সংক্রান্ত সংস্কারের প্রস্তুতি প্রায় দেড়বছর ধরে চলছিল। তখন তো আমেরিকার শুল্কের কথাই কেউ ভাবেনি
- সরকার সারা দেশে ৫৪টি পণ্যের দাম কমানোর ওপর নজর রাখছে।

রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : শনিবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসনে। সংসদ ভবন থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ড. বিশ্বম্ভর দাস মার্গে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে আচমকা আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ দমকলের কন্ট্রোল রুমে আগুন লাগার খবর আসে। আগুন মূলত নীচের দিকের বেসমেন্টে লাগে। ওপরের তলাগুলির বাইরের দিকেও ক্ষতি হয়েছে। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু কাজ এখনও চলছে। কোনও প্রাণহানির খবর অবশ্য পাওয়া যায়নি. সাংসদদের জন্য নির্মিত আবাসনে এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বিরোধীরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে এক্স প্ল্যাটফর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'দিল্লির বিডি মার্গে ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। এখানে সমস্ত রাজ্যসভা সাংসদরা থাকেন। সংসদ ভবন থেকে দূরত্ব মাত্র ২০০ মিটার। কিন্তু আগুন লাগার ৩০ মিনিট কেটে গেলেও কোনও দমকল আসেনি। আগুন বাড়ছে অথচ দিল্লি সরকার নির্বিকার। লজ্জা থাকা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে এই আবাসনের উদ্বোধন করেছিলেন। সংসদ সদস্যদের জন্য নির্মিত একাধিক বহুতল আবাসন কমপ্লেক্সের এটি একটি, যেখানে মূলত রাজ্যসভা সদস্যরা বসবাস করেন। যা দিল্লির অন্যতম আধুনিক সরকারি আবাসন হিসেবে পরিচিত। আগুন লাগার মূল কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের উৎস ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে।

রাক্ষুসে আগুনে পুড়ে ছাই সব...

শনিবার নয়াদিল্লির রাজ্যসভার সাংসদদের আবাসন।

দিল্লির অবস্থানে ধোঁয়াশা, কং অভিযোগ

রুশ তেল কেনা নিয়ে ফের দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়েছে ভারত। অদূর ভবিষ্যতে তা আরও কমবে। শুক্রবার এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আমেরিকার প্রবল চাপ সত্ত্বেও তেল আমদানি বন্ধ না করায় সম্প্রতি একাধিকবার ভারতের প্রশংসা করেছে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের দাবি দিল্লির অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে।

মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'মৌনীবাবা' বলে কটাক্ষ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখনই বলেন যে তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন এবং ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে, তখনই তাঁর ভালো বন্ধু মৌনীবাবা হয়ে যান।'

শুক্রবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। ওরা ইতিমধ্যে উত্তেজনা কমিয়েছে এবং আমদানি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ওরা ক্রমশ পিছু হটছে। ৩৮ শতাংশ তেল কিনেছে। আর কিনবে না।' পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের জন্যও ফের কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছি। আপনারা পাকিস্তান ও ভারতের উদাহরণ দেখুন। এটা (সাম্প্রতিক সংঘাত) দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের পক্ষে খারাপ হত।'

> ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। ওরা ক্রমশ পিছু হটছে। ৩৮ শতাংশ তেল কিনেছে। আর কিনবে না। ইতিমধ্যে আমদানি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

> ট্রাম্প যখনই বলেন যে তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন এবং ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করবে, তখনই তাঁর ভালো বন্ধু মৌনীবাবা হয়ে যান।
>
> **জয়রাম রমেশ**

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের দাবির বিরোধিতার বদলে ভারতের তেল আমদানিতে 'বৈচিত্র্য' আনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। এস জয়শংকরের মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'জ্বালানি ক্ষেত্রে ভারত সবসময় নাগরিকদের চাহিদা পূরণকে গুরুত্ব দেয়। ভারতের আমদানি নীতি সম্পূর্ণভাবে জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি সম্পর্ক জোরদার করার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।' এরপরই মোদি সরকারের আমলে দেশের বিদেশনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

অমিতের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরকে সঠিক সময়ে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি ঘিরে পারদ চড়ছে ভূস্বর্গের রাজনীতিতে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এক বছর পূর্ণ করেন ওমর আবদুল্লা। জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপিকে অবস্থান স্পষ্ট

করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। তার জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত কথাবার্তা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে বলছেন। তবে সঠিক সময়েই রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হবে। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই সেই কাজটি করা হবে।'

ক্ষমতায় আসার আগে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওমর এবং তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্স। যদিও এক বছর ক্ষমতায় থাকার পরও কেন ওই প্রতিশ্রুতি পালন হল না, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ওমর সরকারের বিরুদ্ধে। এদিকে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছে তা জানানোর জন্য আরও চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে।

ওড়িশার রাস্তায় উদ্ধার ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর : বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎই যেন নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ওড়িশায়। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে ভিনরাজ্যের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার গভীর রাতে ক্যাপিটাল থানার অশোকনগর এলাকা থেকে মেয়েটিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ কমিশনার এস দেবদত্ত সিং জানিয়েছেন, গুরুতর জখম অবস্থায় নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে পরীক্ষা করে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চিকিৎসকরা।

যৌন নির্যাতন

তাকে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল বলেও অভিযোগ। মেয়েটি ঝাড়খণ্ড অথবা বিহারের বাসিন্দা। সে এখন প্রবল আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। কথা বলার অবস্থায় না থাকায় তার কাছ থেকে অভিযুক্তদের সম্পর্কে কোনও তথ্য এখনও মেলেনি। তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর পেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে ধরার জোরদার চেষ্টা চলছে।

অমৃতসর-সাহারসা এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় আগুন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শনিবার ফতেগড়ে।

কর্ণাটকে আত্মঘাতী সরকারি জলকর্মী

বেঙ্গালুরু, ১৮ অক্টোবর : কাজ করেছেন অথচ বেতন পাননি। দু-এক মাস নয়, টানা ২৭ মাস। এর সঙ্গে ছিল উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্যাতন ও মানসিক হয়রানি। একটানা হেনস্তা সহ্য করতে না পেরে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন কর্ণাটকের চামরাজনগরের পঞ্চায়েত দপ্তরের জলকর্মী চিকুসা নায়েক। কিন্তু সেই আবেদনেও কর্ণপাত করেননি দপ্তরের আধিকারিকরা। শেষে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন হোঙ্গানুরু গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই।

আত্মহত্যার আগে লেখা এক চিঠিতে ওই পঞ্চায়েতকর্মী অভিযোগ করেছেন, ২০১৬ সাল থেকে জলবাহকের কাজ করলেও প্রায় আড়াই বছর ধরে তাঁর বেতন বন্ধ। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেননি আধিকারিকরা। তাঁর আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার (পিডিও) রামে গৌড়া এবং পঞ্চায়েত সভাপতির স্বামী মোহনকুমার লাগাতার মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন তাঁকে। চিকুসার নিজের বয়ানে, 'ছুটি চাইলে তাঁরা বলতেন অন্য কাউকে কাজের জন্য ঠিক করে যেতে। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অফিসে থাকতে বাধ্য করতেন।'

চিকুসার মৃত্যুর পর পুলিশ ওই পিডিও, পঞ্চায়েত সভাপতি এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে তপশিলি জাতি ও উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইনে মামলা করেছে। জেলা পরিষদের সিইও সাময়িক বরখাস্ত করেছেন রামে গৌড়াকে।

এই ঘটনায় বিজেপির আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যের সিদ্দারামাইয়া সরকারকে। তারা বলেছে, ওই আত্মঘাতী জলবাহক তো মাসে হাজার পাঁচেক টাকা বেতন পেতেন। সেই টাকাও দেওয়ার ক্ষমতা নেই কংগ্রেস সরকারের। দেউলিয়া সরকারের অপদার্থতায় শোচনীয় পরিণতি হল একজন সরকারি কর্মীর।

পুতিনের সফরে গ্রেপ্তারির ছায়া!

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর : ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে আগামী সপ্তাহে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই বৈঠকে পুতিন কীভাবে যোগ দেবেন তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। ইউক্রেন সেনা পাঠানোর পর পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। যেসব দেশ আইসিসির সদস্য তারা আদালতের ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে বাধ্য। হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের প্রায় সব দেশ আইসিসির সদস্য।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে ইউরোপের একাধিক দেশের আকাশপথ ব্যবহার করে পুতিনের হাঙ্গেরি যাত্রা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। কারণ, আইসিসির নিয়ম মানলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির যে কোনও একটি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করতে পারে। সেক্ষেত্রে নজিরবিহীন আন্তর্জাতিক সংকট তৈরি হবে। হাঙ্গেরি অবশ্য ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে বাধা দেবে না তারা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের নিরাপদে প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বুদাপেস্ট। তবে যেসব দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে পুতিনের বিমান হাঙ্গেরির মাটি স্পর্শ করবে সেই দেশগুলি এখনও নীরব। এদিকে আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে হাঙ্গেরিকে পরামর্শ দিয়েছে জার্মানি।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হাঙ্গেরিতে

১৬ অক্টোবর পুতিনের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ট্রাম্প। তারপর ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পোস্ট দেন, 'এই হতাশাজনক যুদ্ধে ইতি টানতে খুব দ্রুত বুদাপেস্টে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আমার বৈঠক হতে চলেছে।' রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, আমেরিকার তরফে শিখর বৈঠকের জন্য বুদাপেস্টকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মার্কিন প্রস্তাবে সায় দিয়েছে মস্কো।

স্টাইলিস্ট জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর : হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করতে হলে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সুট-প্যান্ট, সঙ্গে মানানসই টাই পরা প্রচলিত রীতি। নয়তো নিজেদের দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন কেউ কেউ। তবে ক্যাজুয়াল পোশাক কখনোই নয়। মাস কয়েক আগে সেই প্রথা ভেঙে রঙিন জ্যাকেট পরে ওভাল অফিসে এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরাগভাজন হয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। সংবাদমাধ্যমের সামনে ট্রাম্প-জেলেনস্কি বাগযুদ্ধ গোটা বিশ্বকে অবাক করেছিল। তারপর থেকে সংযত দু'পক্ষই। শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকে সুট না পরলেও জেলেনস্কিকে দেখা গিয়েছে 'মার্জিত' পোশাকে। যা দেখে মুগ্ধ খোদ ট্রাম্প। সুটের আদলে কালো রঙের গলাবন্ধ জ্যাকেট পরেছিলেন জেলেনস্কি। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি ট্রাম্পের।

তিনি বলেন, 'ওঁকে জ্যাকেট পরে খুব সুন্দর লাগছে। এটা দারুণ। আশা করি, সবাই লক্ষ করবে। এটা সত্যিই খুব স্টাইলিশ। আমার পছন্দ হয়েছে।' মুচকি হেসেছেন ইউক্রেনের নেতা। এদিনের বৈঠকে কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তির জন্য জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প।

মুখোমুখি দুই রাষ্ট্রপ্রধান- ট্রাম্প ও জেলেনস্কি।

হিমাচলের যে গ্রামে দীপাবলিতেও আঁধার

সিমলা, ১৮ অক্টোবর : দীপাবলি আলোর উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে আলোর বন্যায় ভেসে যায় গোটা দেশ। কিন্তু দীপাবলিতে বাড়তি একটিও আলো জ্বলে না হিমাচলপ্রদেশের হামিপুর জেলার সাম্মু গ্রামে। দীপাবলি উদযাপন করেন না এই গ্রামের বাসিন্দারা। কারণ, এক তরুণীর অভিশাপ নাকি লেগে রয়েছে এই গ্রামের গায়ে।

সে অনেককাল আগের কথা। দীপাবলি পালন করতে বাপের বাড়ি এসেছিলেন এক তরুণী বধূ। তখন দেশে রাজার শাসন চলত। সেই রাজার দরবারেই সৈনিকের কাজ করতেন তরুণীর স্বামী। তরুণী ছিলেন গর্ভবতী। কিন্তু আলোর উৎসবে মেতে ওঠার আগেই তাঁর জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তিনি খবর পান, তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন। দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি প্রিয়তম মানুষটিকে হারিয়ে।

এদিকে তাঁর স্বামীর শেষকৃত্যের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া চলাকালীনই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন ওই তরুণী।

তিনি আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বামীর চিতায়। এই ঘটনার অভিঘাত নাড়িয়ে দেয় গোটা গ্রামকে। তারপর থেকে আর কোনও দিনই দীপাবলি পালন করার কথা ভাবেননি তাঁরা। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, ওই তরুণীর অপমৃত্যুর অভিশাপ লেগেছে গ্রামের গায়ে। দীপাবলি পালন করলে ক্ষতি হবে তাঁদের।

নানা সময়ে কেউ কেউ 'কুসংস্কার' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই 'বিশ্বাস'কে। এক গ্রামবাসী পরিবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরে বাসা বেঁধেছিলেন। কিন্তু যেবার দীপাবলিতে প্রদীপ জ্বাললেন, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল তাঁর ঘর। এসব রটনা কতদূর সত্য কেউ জানে না। কিন্তু সাম্মু গ্রামে আর প্রদীপ জ্বলে না কোনও দীপাবলিতে।

বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় তদন্তের 'বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার অভাবের' অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নিহত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের বাবা পুষ্কররাজ সবরওয়াল। তাঁর দাবি, এই দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক আদালতের নজরদারিতে।

গত ১০ অক্টোবর পুষ্কররাজ ও ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস যৌথভাবে বিচারবিভাগীয় তদন্তের আর্জি জানায়। মূল দাবি, সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে স্বাধীন বিমান এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 'আদালত মনোনীত কমিটি' গঠন করা হোক। এই কমিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করবে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র সব পূর্ববর্তী তদন্ত এবং প্রাথমিক রিপোর্টকে বাতিল বলে গণ্য করা হোক এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ নতুন কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হোক।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, এএআইবি-র প্রাথমিক রিপোর্ট পাইলটদের দোষারোপ করে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছে। বোয়িং ৭৮৭-র নকশা-সংক্রান্ত ত্রুটি বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত কারণগুলি খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে এএআইবি।

যুদ্ধং দেহি পাকিস্তান ■ ভারতকে হুঁশিয়ারি মুনিরের

আফগানদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ

ইসলামাবাদ, ১৮ অক্টোবর : নামেই অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের। সংঘাত কমা তো দূর অস্ত, তা আরও বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। ৪৮ ঘণ্টার অস্ত্রবিরতি শেষ হতে না হতেই আফগানিস্তানে হামলা চলেছে পাকিস্তানের। তাতে তিন আফগান ক্রিকেটার সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়। এরপরই পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগানদের দেশ ছাড়তে বলেছে ইসলামাবাদ। শুক্রবার এই বিষয়ে সুর চড়িয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'পাকিস্তানের মাটিতে থাকা সব আফগানকে তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে হবে। পাকিস্তান ২৫ কোটি পাকিস্তানির জন্য, অন্যদের জন্য নয়।' কাবুলের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্ক আগের মতো নেই বলেও তিনি জানিয়ে দেন।

এক্স পোস্টে আসিফ লেখেন, 'আর কোনও প্রতিবাদ বা শান্তির বার্তা দেওয়া হবে না। কাবুলে কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে না। যে আফগানরা পাকিস্তানে আছেন, তাঁরা পত্রপাঠ দেশ ছাড়ুন। আর তালিবান জেনে নিক, সন্ত্রাসের উৎস যেখানেই থাক, তার জন্য তাদের বড় মূল্য চোকাতে হবে।' তিনি আরও লেখেন, 'আফগানদের এখন নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের জমি এবং সম্পদের ওপর অধিকার রয়েছে কেবল ২৫ কোটি পাকিস্তানির।'

পাকিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিদের সক্রিয়তার পিছনে ভারতের হাত থাকা নিয়ে এদিন আরও একবার ইঙ্গিত দেন আসিফ। তাঁর সুরে সুর মেলান পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। তালিবান সরকারকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'জঙ্গি সক্রিয়তা কমাও। নাহলে ফল ভুগতে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'শান্তি আর অশান্তির মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নাও। আফগানিস্তানের মাটি থেকে যে জঙ্গিরা কাজ করছে, পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে তালিবান সরকারকে।'

> ভারতের সামরিক নেতৃত্বকে আমি সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনাদের কোনও মন্তব্যে আমরা ভয় পাই না। সামান্য উসকানিতে কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিতে দ্বিধা করব না।
>
> **আসিফ মুনির**

একই সঙ্গে মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ টেনে ভারতকেও বার্তা দেন মুনির। তিনি বলেন, 'ভারতের সামরিক নেতৃত্বকে আমি সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। পারমাণবিক পরিবেশে যুদ্ধের কোনও জায়গা নেই। আপনাদের কোনও মন্তব্যে আমরা ভয় পাই না। সামান্য উসকানিতে কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিতে দ্বিধা করব না।' মুনিরের দাবি, এরপর কোনও 'বিপর্যয়' ঘটলে তার দায় ভারতের। তাঁর কথায়, 'নতুন করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হলে ইসলামাবাদ কী জবাব দেবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারছে না।'

আফগানিস্তানের অভিযোগ, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে বিমান হামলা চালিয়েছে, যার ফলে সীমান্তে হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এই হামলা প্রমাণ করে, দুই পড়শি রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা কমার বদলে আরও চরমে পৌঁছেছে। এর জন্য দায়ী পাকিস্তান। এখানেই না থেমে তারা 'পালটা জবাব' দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে ইসলামাবাদকে।

অন্যদিকে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সংঘাতের জন্য পাকিস্তানকেই মূলত দায়ী করে তিনি জানিয়েছেন, এই দ্বন্দ্বের সমাধান সোজা। তিনি সহজেই এই সংঘর্ষ থামাতে পারেন। তবে আপাতত সেদিকে তিনি নজর দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'জানি, পাকিস্তানই আফগানিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু এটা থামানো আমার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। তবে আমি এখন ওদের নিয়ে ভাবছি না।'

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ট্রাম্পের মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতার এমন স্পষ্ট মন্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং এই আঞ্চলিক অস্থিরতা সমাধানে বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

'ব্রহ্মসের নাগালে গোটা পাকিস্তান'

হুঁশিয়ারি রাজনাথের

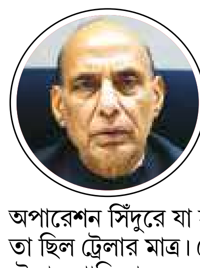

> অপারেশন সিঁদুরে যা হয়েছিল তা ছিল ট্রেলার মাত্র। সেই ট্রেলার পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে তাহলে তারা আর কী কী করতে পারে সেটা আমার আলাদা করে বলার দরকার নেই।
>
> **রাজনাথ সিং**

লখনউ, ১৮ অক্টোবর : পাকিস্তানের নাম না করে হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার লখনউয়ের সরোজিনী নগরে ব্রহ্মস এরোস্পেসে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনা হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজনাথ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্রহ্মস ভারতের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি কোণা ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের মধ্যে রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে যা হয়েছিল তা ছিল ট্রেলার মাত্র। সেই ট্রেলার পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে তাহলে তারা আর কী কী করতে পারে সেটা আমার আলাদা করে বলার দরকার নেই।'

ব্রহ্মসের প্রশংসা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'ব্রহ্মস শুধু একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতীক। গতি, নির্ভুলভাবে নিশানায় আঘাত এবং ক্ষমতার মিশেল ব্রহ্মসকে বিশ্বের সেরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অন্যতম করে তুলেছে। ভারতীয় সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে ব্রহ্মস।' এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। গত ১১ মে লখনউয়ে ব্রহ্মসের কারখানাটির উদ্বোধন হয়েছিল। রাজনাথ বলেন, প্রতি বছর প্রায় ১০০টি করে ক্ষেপণাস্ত্র এখানে তৈরি হবে। সেগুলি সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। ব্রহ্মস কারখানায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও দাবি করেন রাজনাথ। অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্রহ্মস দিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে হামলা চালিয়ে ছিল ভারত। তাতে পাকিস্তানের একাধিক বায়ুসেনা ঘাঁটির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ডিভোর্স হলেই খোরপোশ নয়

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ হলেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর স্বামী বা স্ত্রীকে স্থায়ী খোরপোশ দেওয়া হবে না। দিল্লি হাইকোর্ট এমনই রায় দিয়েছে একটি মামলায়।

বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথান শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, যিনি খোরপোশ চাইছেন তাঁর যে সত্যিই আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটা প্রমাণ করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'স্থায়ী খোরপোশ সমাজকল্যাণের প্রতীক, কোনও পক্ষের আর্থিক ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত লাভের মাধ্যম নয়।'

সম্প্রতি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন এক মহিলা। তিনি ভারতীয় রেলের ট্রাফিক সার্ভিসের গ্রুপ-এ অফিসার। তাঁর স্বামী আইনজীবী।

২০১০ সালের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এক বছর পরই স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন

তিনি। বিচ্ছেদের পরে মোটা টাকা খোরপোশও দাবি করেছিলেন তিনি। নিম্ন আদালত খোরপোশের দাবি খারিজ করে দেয়। আইনি বিবাদ গড়ায় দিল্লি হাইকোর্টে।

বেঞ্চ বলেছে, 'বিবাহবিচ্ছেদের পর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তি যেন অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য খোরপোশ। তবে বিবাহবিচ্ছেদ হলেই খোরপোশ দিতে হবে তা নয়। শুধুমাত্র ধনী হওয়ার জন্য কেউ খোরপোশের আবেদন করতে পারেন না।

আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হবে তাঁর সত্যিই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। আবেদনকারী একজন সরকারি অফিসার। তাঁর নিয়মিত রোজগার আছে। তাঁর ওপর কেউ নির্ভরশীলও নন। ফলে তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।'

দীপাবলির আগে বাড়ি ফেরার ভিড় পাটনা জংশন স্টেশনে। শনিবার।

আধারের ধাঁচে ব্রিট কার্ড

ঘোষণা স্টার্মারের

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর : ভারত সফরে এসে আধার কার্ডের প্রশংসা করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। দেশে ফিরেই আধার কার্ডের ধাঁচে ব্রিটেনে নতুন পরিচয়পত্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই কার্ডের নাম ব্রিট কার্ড। তবে আধারের মতো ব্রিট কার্ডে ব্রিটিশ নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য থাকবে না। এটি চাকরিতে নিয়োগের পরিচয়পত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বেআইনি অভিবাসীদের ব্রিটেনে কাজের সুযোগ বন্ধ করবে ব্রিট কার্ড।

ব্রিটিশ সরকারের এক মুখপাত্র জানান, ভারতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম লেখাতে ও পরিষেবা পেতে কাজে লাগে আধার কার্ড। ব্রিট কার্ড প্রচলনের উদ্দেশ্য আলাদা। ব্রিটেনের প্রধান সমস্যা হল বেআইনি অভিবাসন। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার অভিবাসী প্রতি বছর বেআইনিভাবে ব্রিটেনে প্রবেশ করেন, তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত হন। সেই সমস্যার সমাধান করবে ব্রিট কার্ড। এতে কোনও বায়োমেট্রিক তথ্য থাকবে না। এটি চাকরিতে নিয়োগের পরিচয়পত্রের কাজ করবে। যাঁদের কাছে ব্রিট কার্ড থাকবে না তাঁরা ব্রিটেনের কোথাও কোনও কাজ করার অনুমতি পাবেন না। এই কার্ডে ব্রিটিশ নাগরিকদের নাম, ঠিকানা, ছবি, জন্ম তারিখ ও নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকবে।

স্টার্মার নতুন পরিচয়পত্র চালুর বিষয়ে বদ্ধপরিকর হলেও এই নিয়ে দেশের অন্দরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশদের একাংশের আশঙ্কা, ব্রিট কার্ড চালু হলে তাঁদের তথ্য বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। পরিচয়পত্র চালু করে অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান করা যাবে না বলে মনে করছেন তাঁরা।

যুদ্ধবিমানে ৬৫ হাজার কোটি খরচ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : আগামী একদশকে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন কিনতে প্রায় ৬৫,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে ভারত। গ্যাস টারবাইন রিসার্চ এস্ট্যাবলিশমেন্টের পরিচালক এসভি রমণা মূর্তি জানান, বিভিন্ন যুদ্ধবিমান প্রকল্পে প্রায় ১,১০০টি ইঞ্জিনের প্রয়োজন হবে।

দেশীয় ইঞ্জিন নির্মাণে প্রযুক্তিগত ঘাটতি থাকলেও 'কাবেরী' ইঞ্জিনের উন্নত সংস্করণ মানববিহীন যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি জানান। রমণা মূর্তি বলেন, দেশীয় ইঞ্জিন তৈরির জন্য পরিকাঠামো ও শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। ভারতের প্রথম গুপ্তচর যুদ্ধবিমানের জন্য ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা চলছে।

আগুন ঢাকা বিমানবন্দরে

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একাংশ। শনিবার আগুন লেগেছে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে। দুপুরে আগুন লাগলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। বিমানবন্দরে উড়ান চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। ঢাকাগামী বিমানগুলিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হচ্ছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। ঘটনার কারণ জানা যায়নি।

সূত্রের খবর, যে জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানে বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্র রাখা হত। সেইসব পণ্যের মধ্যে দাহ্য পদার্থ ছিল কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কার্গো ভিলেজে রাখা একাধিক ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছেন তাঁরা। ওইসব ড্রামে কী ছিল তা জানা যায়নি। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি পুলিশ, দমকল বা বিমানবন্দরের কর্তারা। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মহম্মদ মাসুদুল হাসান মাসুদ জানিয়েছেন, দুপুর ২টো নাগাদ আগুন লাগার কথা জানা যায়। প্রাথমিকভাবে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছিল। তবে আগুনের তীব্রতা আঁচ করে ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৬ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ২টি অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট।

এদিকে আগুন লাগার খবর শুনে বহু মানুষ কার্গো ভিলেজের আশপাশে ভিড় জমান। উৎসাহী জনতাকে ঠেকাতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর।

বিজেপি-বিপিএফ জোট

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে অসমে এনডিএ-র পরিধি বাড়াল বিজেপি। সপ্তাহ দুই আগে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে বিপুল জয় পেয়েছিল বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট বা বিপিএফ। শনিবার বিপিএফের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের নেতা চরন বোরো রাজ্য মন্ত্রীসভায় ঠাঁই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এই জোটের পর অস্বস্তিতে আরও এক বোড়ো দল ইউপিপিএল। শনিবার মাজবাটের দু-বারের বিপিএফ বিধায়ক চরণ বোরো মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। শপথের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিপিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-তে শামিল হওয়ায় জোটের শক্তিই বাড়ল অসমে।

ওষুধের গুণমান যাচাই, কড়া আইন আনবে কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : কাশির সিরাপ 'কোল্ডরিফ' খেয়ে মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশুর মৃত্যু ঘিরে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানেও ওই সিরাপে একাধিক শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর মিলেছে। এই ঘটনার পর থেকেই কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির ওপর চাপ বাড়ছে ওষুধ তৈরির গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও বাজার নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও কড়া করার জন্য। সূত্রের দাবি, ওষুধের গুণমান পরীক্ষা ও বাজার নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে এই আইন চিকিৎসা-যন্ত্র এবং প্রসাধনীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নতুন আইনি কাঠামো গড়ে তুলবে।

স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)-সহ বিশ্বের একাধিক দেশের তরফে ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বারবার গুণগত ত্রুটির অভিযোগ ওঠায় সরকার এই আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর। সরকারের প্রস্তাবিত 'ড্রাগস, মেডিকেল ডিভাইসেস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ২০২৫'-এর খসড়া ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, খসড়া আইনটি আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া ড. রাজীব রঘুবংশী এই খসড়া আইনটি উপস্থাপন করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। বৈঠকে ডিসিজিআই এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা প্রস্তাবিত আইনের

কাঠামো তুলে ধরেন।

নতুন আইন কার্যকর হলে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনকে প্রথমবারের মতো আইনি ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে তারা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রপ্তানিযোগ্য ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রসাধনীর গুণমান পরীক্ষা ও নজরদারি কার্যক্রমে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে। নতুন আইনে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনকে ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ারও ক্ষমতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করা, রাজ্যস্তরের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এবং পরীক্ষাগারগুলির পরিকাঠামো উন্নত করার পরিকল্পনাও রয়েছে খসড়ায়। নতুন আইনটি ১৯৪০ সালের 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট'-এর জায়গা নেবে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরি করা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। যার মূল লক্ষ্য, ওষুধ উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

মহিলা ও তরুণ ভোটারে বাজিমাতের আশা এনডিএ'র

পাটনা, ১৮ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা ভোটে এবার পার্থক্য গড়ে দিতে পারে শাসক-বিরোধীদের এম-ওয়াই ফর্মুলা। আরজেডি-র চিরন্তন মুসলিম-যাদব সমীকরণের জবাবে বিজেপি-জেডিইউ এবার হাতিয়ার করেছে মহিলা-যুব ভোটব্যাংককে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার আওতায় মহিলাদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছে বিহারে। অপরদিকে লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেকারত্বের জালে আটকে থাকা তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে একাধিক প্রকল্প শুরু করেছে বিহারের ডবল ইঞ্জিন সরকার।

শাসকের এহেন এম-ওয়াই ফর্মুলায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত বিরোধী মহাজোট। আরজেডি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে মুসলিম এবং যাদবদের মধ্যে বরাবরই প্রভাবশালী। তাদের জোটসঙ্গী কংগ্রেসও মুসলিম ভোটব্যাংকে থাবা বসানোর চেষ্টা করছে। এই কৌশলের জবাবে বিজেপি এবং জেডিইউ জাতভিত্তিক গোষ্ঠীর বদলে মহিলা ও তরুণ ভোটারদের সামনে রেখে ভোট বৈতরণি পেরোতে চাইছে।

বিহারের মোট ভোটার ৭.৪৩ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ৩.৫ কোটি মহিলা। ১.৫ কোটিরও বেশি তরুণ ভোটার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ১৪ লক্ষের বেশি এবারই প্রথম ভোট দেবেন। বিজেপির নির্বাচনি কৌশলের সঙ্গে যুক্ত এক নেতা বলেন, 'এনডিএ সর্বদা নারীশক্তি এবং যুবশক্তির ক্ষমতায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিহারের সর্বপ্রকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবার তাদের সমর্থন এনডিএ-র দিকে টানার চেষ্টা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এনডিএ-র 'এম-ওয়াই' সমীকরণ আরজেডি-র 'এম-ওয়াই' সমীকরণের চেয়ে বেশি কার্যকর এবং রাজ্যের উন্নয়নের প্রতি নিবেদিত। আরজেডি তাদের সমীকরণের অধীনে যাদব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্বাচনি লাভের জন্য ঠকায়, কিন্তু তাদের ক্ষমতায়নের জন্য কিছুই করেনি।'

২০২৩ সালের বিহার জাত গণনা অনুযায়ী, রাজ্যের জনসংখ্যার ১৪.২৬ শতাংশ যাদব এবং মুসলমান ১৭.৭০ শতাংশ। যাদবরা ওবিসি সম্প্রদায়ের অংশ। তাদের মোট জনসংখ্যা বিহারের মোট জনসংখ্যার ৪৩%। তপশিলি জাতি ২০%, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি ১০%, তপশিলি উপজাতি ২% এবং সাধারণ শ্রেণি ৯.৫% এর বেশি। এর পাশাপাশি মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ বরাবরই নীতীশ কুমারের পক্ষে থাকেন। প্রবীণ এক জেডিইউ নেতা জানান, 'এবার প্রথম ভোটদাতাদের সংখ্যা ১৪.০১ লক্ষ এবং এনডিএ তাদের উন্নয়নমূলক নীতির দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ করছে।'

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিহারের জনসংখ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণরা ৩.৬৫%, রাজপুতরা ৩.৪৫%, ভূমিহাররা ২.৮৭% এবং কায়স্থরা ০.৬০%। বিজেপির ১০১ জন প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ভূমিহার, রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

পদ্ম ঠেকাতে বামেদের ভরসা করছে মহাজোট

পাটনা, ১৮ অক্টোবর : লাল মানেই বিপদ! বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন এবার ঘোর বাস্তব বিহারের বিধানসভা ভোটে। নির্বাচনি সংগ্রাম জিততে জনমুখী একাধিক প্রকল্পের পাশাপাশি প্রচারের সুরও তীব্র করেছে শাসক বিজেপি-জেডিইউ। আসনরফা নিয়ে শরিকি মতবিরোধকে সঙ্গে নিয়েই ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছে বিরোধী মহাজোট। কিন্তু ঘোঁটের মধ্যেই বিরোধী শিবিরকে ভরসার আলো দেখাচ্ছে লাল নিশান। বিরোধী শিবির মনে করছে, এনডিএ-র মোকাবিলায় আরজেডি, কংগ্রেসের পাশাপাশি ভরসা লাল পতাকাধারীরাও।

শনিবার সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের তরফে ২০ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। গতবারের জয়ী ১২ জন প্রার্থীকে এবারও টিকিট দিয়েছে তারা। দলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা জোটধর্ম বজায় রেখেছি। আমরা এবার বেশি আসন পাওয়ার অধিকারী হলেও শেষমেশ মাত্র ২০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এবার অন্তত ২৪টি আসনে লড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা এবার আর হল না।' লিবারেশন গতবার ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। জিতেছিল ১২টি আসন। আরজেডি-কংগ্রেসকে ছাপিয়ে স্ট্রাইক রেট ছিল তাদের। বিজেপির স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৭.৩ শতাংশ। তারপরই ছিল লিবারেশন। তাদের স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৩.২ শতাংশ। বাকি দুই বাম দল সিপিআই এবং সিপিএমও ভালো লড়াই করেছিল গতবার। তিন দলের সম্মিলিত স্ট্রাইক রেটও ছিল ৫০ শতাংশের ওপর। এবারও ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী তিন বাম দলই। সিপিএমের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন, তাঁরা যদি আরও বেশি আসনে প্রার্থী দিতে পারতেন তাহলে তাঁদের ফল আরও ভালো হত।

বামেরা এবার নজর দিয়েছে এসআইআরের মতো ইস্যুতে। দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের অভিযোগ, দলিত, মুসলিম, পরিযায়ী শ্রমিক, গরিব মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গোপালগঞ্জ, কিষনগঞ্জ, পূর্ণিয়ার মতো মুসলিম ও দলিত অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সর্বাধিক নাম বাদ পড়েছে। এদিকে জন সুরাজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর এদিন দাবি করেছেন, বিরোধী মহাজোট তৃতীয় স্থানে থাকবে এবার। মূল লড়াই হচ্ছে এনডিএ বনাম জন সুরাজের। এদিকে ভোটে জিতলে নীতীশ কুমারকে ফের মুখ্যমন্ত্রী করা নিয়ে এনডিএ-তে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়েছিলেন, নীতীশের নেতৃত্বে ভোটে লড়াই করলেও জেতার পর এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা শরিকরা বসে ঠিক করবেন। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ান জানিয়েছেন, বিহারে পাঁচ দলের জোট রয়েছে। সবাই বসে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঠিক করবে।

মুহরত ট্রেডিংয়ে কোন শেয়ার কিনবেন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রতি বছর ৩০ মার্চ খাতায়-কলমে শুরু হয় বিক্রম সম্বত বছর। কিন্তু শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরা বছর শুরু পালন করেন দীপাবলির দিন। দেশের প্রধান দুই স্টক এক্সচেঞ্জও দীপাবলির দিন বিশেষ এক ঘণ্টার 'মুহরত ট্রেডিং'-এর আয়োজন করে। বিশ্বাস, এই সময় করা লেনদেন সৌভাগ্য বয়ে আনে এবং একটি নতুন ও সফল আর্থিক বছরের সূচনা করে।

এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দিলে বলা যায়, ২১ অক্টোবর, দীপাবলির দিন শুরু হবে এবারের সম্বত ২০৮২ আর্থিক বছর। ওই দিন ১টা ৪৫ মিনিট থেকে ২টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ লেনদেন সেশন খোলা থাকবে দুই প্রধান এক্সচেঞ্জে। ওই দিন সাধারণ লেনদেন বন্ধ থাকবে। এই ১ ঘণ্টা লেনদেনে শেয়ার কিনে রাখাকে এই দেশের বিনিয়োগকারীরা শুভ এবং লাভজনক মনে করেন। সাধারণত তাৎক্ষণিক লাভের জন্য নয়, এই দিন আগামী এক বছর অর্থাৎ পরের দীপাবলির কথা মাথায় রেখে শেয়ার কিনে রাখে লগ্নিকারীরা।

মুহরত ট্রেডিংয়ে সাধারণত সূচক ঊর্ধ্বমুখী থাকে। বিগত ১০-১১ বছরের পরিসংখ্যানে এই ধারণা স্পষ্ট। ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১১ বছরে মাত্র দু'বার সূচক নিম্নমুখী ছিল। ২০১৫ এবং ২০২২-এর মুহরত ট্রেডিংয়ে সেনসেক্স ও নিফটি পতনের মুখ দেখেছিল। ওই দুই বছরের মুহরত থেকে পরবর্তী মুহরত পর্যন্ত এক বছরে সেনসেক্স ও নিফটি নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। সব থেকে বেশি রিটার্ন দিয়েছে ২০২১-এর মুহরত ট্রেডিং। ২০২১-এর মুহরত থেকে ২০২২-এর মুহরত পর্যন্ত সেনসেক্স ৩৭.৬৫ শতাংশ এবং নিফটি ৪০.১৯ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। সব মিলিয়ে মুহরত ট্রেডিংয়ের দিনগুলিতে বিগত বছরগুলিতে দুই সূচক গড়ে ০.৫ শতাংশ থেকে ১.০ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে লগ্নিকারীদের।

বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে মুহরত ট্রেডিং শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তা শুরু হয় ১৯৯২-এ। তারপর থেকেই এই বিশেষ ট্রেডিং চলে আসছে। আগে অনলাইন ট্রেডিং না থাকায় ওই দিন লগ্নিকারীরা স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ভিড় করতেন। এখন অনলাইনের সুবিধা চালু হওয়ায় ঘরে বসেই লেনদেন সেরে ফেলা যায়। তাই উন্মাদনা আরও বেড়েছে। মুহরত ট্রেডিং নিয়ে অনেক মিথ চালু রয়েছে। পুরো ধারণার ভিত্তিই হল বিশ্বাস। তাই লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে ভুললে চলবে না। আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, লগ্নির মেয়াদ ইত্যাদি বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুহরত ট্রেডিংয়ের প্রবণতা সাধারণ দিনের ট্রেডিংয়ের প্রবণতার সঙ্গে সাধারণত খাপ খায় না। তাই লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত জরুরি।

মুহরত ট্রেডিংয়ে কোন কোন শেয়ার কেনা যায় তার তালিকা প্রকাশ করে বিভিন্ন ব্রোকারেজ ও আর্থিক সংস্থা। ২০২৫-এর মুহরত ট্রেডিংয়ে ২০৮২ সম্বতের জন্য যেসব শেয়ার কেনা যেতে পারে...

আনন্দ রাঠি

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
আইআরবি ইনফ্রা	৫০
আইএফসিআই	৫০
জুপিটার ওয়াগন	৪৯
হিন্দ জিঙ্ক	৫০
টাটা টেক	৩৭
জিআরএসই	৫০
বিইএমএল	৪২

জেএম ফিন্যান্সিয়াল

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	২৮
পাওয়ার গ্রিড	১৭
বাজাজ ফিন্যান্স	১৯
আইসিআইসিআই লোম্বার্ড	১৭
জিন্দাল স্টিল	১৯
ন্যালকো	১৭
গ্র্যাভিটা	২১
ম্যাক্রোটেক ডেভেলপারস	২৩
ওলেক্ট্রা গ্রিনটেক	২৭
অশোকা বিল্ডকন	১৫

শেয়ার ইন্ডিয়া

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
আদানি পোর্ট	৩০
গ্র্যানুলস	২৬
লেমন ট্রি হোটেল	২৯
সারদা মোটর	২২
যথার্থ হসপিটাল	২৫
এইচজি ইনফ্রা	২৭
জিন্দাল শ	৩০
নিপ্পন লাইফ এএমসি	২২
টাটা পাওয়ার	২২
জেন টেক	২০

অ্যাক্সিস ডিরেক্ট

কোম্পানি	টার্গেট (শতাংশ)
রেনবো চিলড্রেন	২৩
ডোমস ইন্ডাস্ট্রিজ	২২
কেইসি ইন্টারন্যাশনাল	২০
চ্যালেট হোটেল	১৯
মিন্ডা কর্প	১৯
কোটাক মাহিন্দ্রা	১৭
ফেডারেল ব্যাংক	১৬
জেএসডব্লিউ এনার্জি	১৫
কোফর্জ	১৫

এসবিআই সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অসওয়াল পাম্প	৯৭০
স্বরাজ ইঞ্জিনিয়ারিং	৫১১২
পন্ডি অক্সাইড	১৫৩০
অশোক লেল্যান্ড	১৭০
আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং	২১০৫
ফিয়েম ইন্ডাস্ট্রিজ	২৩৪০
আইএমএফএ	১৪১৫
সাবরোজ	১৩৫৫
ন্যালকো	২৮০
ইন্ডিয়ান ব্যাংক	৮৭৫

পিএল ক্যাপিটাল

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অনন্ত রাজ	৯৪০/১১০০
হাইটেক পাইপস	১৫০/১৬৫
ভা টেক ওয়াবাগ	১৭৭০/১৯০০
টিভিএস মোটর	৪১০০/৪৫৫০
এইচবিএল ইঞ্জিনিয়ারিং	১১০০/১২৫০
সুইগি	৫৩০/৫৮০
ভি-মার্ট	১০৩০/১১৩০
হিন্দ কপার	৪০৫/৪৪০

এইচডিএফসি সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
ভারতী এয়ারটেল	২২৪৪
এল অ্যান্ড টি	৪২০০
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক	৮৮.৫
হ্যাপি ফোর্জিং	১০৮৩
জেএসডব্লিউ এনার্জি	৬৩৯
এমএসটিসি	৬৭৩
অ্যাসোসিয়েট অ্যালকোহল	১২০০
নদার্ন আর্ক ক্যাপিটাল	৩২৫
পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ	১৭৮০
শিলা ফোম	৮৩৭

ভেনচুরা

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
অম্বুজা সিমেন্ট	৭৯৪
রয়্যাল অর্কিড হোটেল	৭০০
আদানি গ্রিন এনার্জি	২১৪২
পেটিএম	২০৭৪
ভি মার্ট রিটেল	১০৬৯
ক্যাপরি গ্লোবাল	২৭৪
এইচসিসি	৬৪
ট্রান্সফরমার অ্যান্ড রেক্টিফায়ার	৭৫৭

কোটাক সিকিউরিটিস

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
আদানি পোর্ট	১৯০০
অটাস কেমিক্যালস	১৭৮০
ইটারনাল	৩৭৫
আইসিআইসিআই ব্যাংক	১৭০০
মাহিন্দ্রা	৪০০০
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	১৫৫৫

আইসিআইসিআই ডিরেক্ট

কোম্পানি	টার্গেট (টাকা)
এইচডিএফসি ব্যাংক	১১৫০
ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ	১৬০০
লারসেন অ্যান্ড টুব্রো	৪৫০০
এআইএ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০৬০
অ্যালায়েড ব্লেন্ডার্স	৬৪০
কেইনস টেকনলজি	৮৯০০
ডেটা প্যাটার্নস	৩৫৬০
গ্রিনল্যাম ইন্ডাস্ট্রিজ	৩০০

জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্ট

কোম্পানি
এসবিআই, ইনফোসিস, মারুতি, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, অ্যাক্সিস ব্যাংক, আলট্রাটেক সিমেন্ট, টাটা কনজিউমার, হিরো মোটো কর্প, সুজলন এনার্জি, ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজ, ক্যান ফিন হোম, এইচজি ইনফ্রা।

ইউনিভেস্ট

কোম্পানি
বাজাজ ফিন্যান্স, এইচডিএফসি ব্যাংক, কোটাক মাহিন্দ্রা, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট, টাইটান, নেসলে, এশিয়ান পেইন্টস, ট্রেন্ট, টিসিএস।

সতর্কীকরণ : শেয়ার মার্কেটে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে শুভ দীপাবলি

বোধিসত্ত্ব খান

দীপাবলির আগেই ভারতীয় শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারীদের উত্থানের আলোয় ভরিয়ে দিল বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। বিশেষ করে ক্রুড অয়েল, ডব্লিউটিআই, মারবান ক্রুড ৫৯ থেকে ৬২ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০৫১ টাকা প্রতি ব্যারেল (স্পট প্রাইস)। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে তা দারুণ সহায়ক হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকাতে রপ্তানি ১২.৫ শতাংশ কমলেও সার্বিকভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮ শতাংশের কাছে। ইউএই এবং চিনে ভারত বেশি রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এফআইআইরা বিক্রি একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। পর পর তিনদিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর তারা মোটের ওপর কিনেছে। যদিও গোটা অক্টোবরে এখনও ৫৮৬.৭৬ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। এবং এই সুযোগ সুদে-আসলে মিটিয়ে দিচ্ছে ডিআইআইরা। গোটা অক্টোবরে তারা মোট ২৮,০৪৪.৪৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে। এবং তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। নিফটি বহুদিন পর ২৪৫০০-২৫৫০০-এর গণ্ডি ভেঙে ওপরে উঠেছে। নিফটি শুক্রবার দিনের শেষে বন্ধ হয়েছে ২৫,৭০৯.৮৫ পয়েন্টে। সেনসেক্স একসময় ৮৪০০০ ছাড়িয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত বন্ধ হয় ৮৩৯৫২.১৯ পয়েন্টে। এই বছর এখনও অবধি সেনসেক্স ৭.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিফটি ৮.৭৩ শতাংশ। তবে নিফটি আইটি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। গোটা বছরে নিফটি আইটি ইন্ডেক্স পতন দেখেছে ১৯.৩৫ শতাংশ। উইপ্রোর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট মোটেই ভালো হয়নি। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ তাদের মোট লাভ ছিল ৩২২৭ কোটি টাকা। সেটা মাত্র ৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৬২ কোটি টাকায়। ফলে শুক্রবার দিনের শেষে উইপ্রোর শেয়ার পতন দেখে ৫.০৯ শতাংশ। আর যে আইটি কোম্পানিগুলি ভালো পতন দেখেছে, তার মধ্যে রয়েছে কোফর্জ (-১.৫১ শতাংশ), এইচসিএল টেক (-১.৯০ শতাংশ), ইনফোসিস (-২.০৭ শতাংশ), এমফ্যাসিস (-৩.২৩ শতাংশ), পারসিস্টেন্ট সিস্টেমস (-১.৪৭ শতাংশ) এবং টেক মাহিন্দ্রা (-১.১১ শতাংশ)। তবে বিস্ময়কর উত্থান হয়েছে পেন্টস সেক্টরে। বহু মাস পর একসঙ্গে বড় বড় পেন্টস কোম্পানিগুলি উত্থান দেখল। এর মধ্যে রয়েছে এশিয়ান পেন্টস (৪.০৯ শতাংশ), বার্জার পেন্টস (২.১৪ শতাংশ), কানসাই ন্যারোল্যাক (৩.০৭ শতাংশ) এবং একজো নোবেল (০.২৩ শতাংশ)। পেন্টস সেক্টরে এহেন উত্থানের পিছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে ক্রুড অয়েলের দাম দারুণভাবে কমে যাওয়া। পেন্টসের মূল কাঁচামাল হল ক্রুড অয়েল। ফলে তেলের দাম কমলে পেন্টস কোম্পানিগুলি খুবই উপকৃত হয়ে থাকে। এছাড়া গোটা অক্টোবর উৎসবের মাস। এই সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ তাদের ঘর রং করে থাকেন। তাই এই সময়টা পেন্টস কোম্পানিগুলির বিক্রি সাধারণত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। পেন্টস কোম্পানিগুলির ওপর ভর করেই কনজিউমার ডিউরেবলস সেক্টর এদিন ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে এফএমসিজি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিও আজ নতুন করে উদ্দীপনা দেখিয়েছে। ব্রিটানিয়া (০.৯৫ শতাংশ), ডাবর (১.৫২ শতাংশ), ইমামি (২.৩৩ শতাংশ), গোদরেজ কনজিউমার (১.০৮ শতাংশ), হিন্দুস্তান ইউনিলিভার (১.৬৫ শতাংশ), আইটিসি (১.৭৩ শতাংশ), নেসলে (১.০১ শতাংশ) এবং টাটা কনজিউমার (১.৪৫ শতাংশ) উত্থান দেখে। উৎসবের রেশ নতুন করে রাঙিয়ে দিয়েছে এফএমসিজি সেক্টরকে।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফল প্রকাশ করেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ১৯,৩২৩ কোটি টাকার লাভের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২,০৯২ কোটি টাকায়।

অন্যান্য যে কোম্পানিগুলি উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে তার মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্তান জিঙ্ক, ওয়ারি এনার্জিস এবং পলিক্যাব। হিন্দুস্তান জিঙ্ক বিগত বছরের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে লাভ করেছিল ২২৯৮ কোটি টাকা যা এই সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩২ কোটি টাকা। মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তান জিঙ্কের মূল উৎপাদন জিঙ্ক হলেও বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে লেড এবং রুপো উৎপাদন করে। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় রুপো উৎপাদনকারী কোম্পানি। যেভাবে রুপোর দাম বিগত এক বছরে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, তার লাভ নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তান জিঙ্ক পেয়ে চলেছে।

অন্যদিকে ওয়ারি এনার্জিস-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলাফলও উল্লেখযোগ্য। যেখানে বিগত বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তাদের লাভ ছিল মাত্র ৩৭৬ কোটি টাকা, সেখানে এই বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তাদের লাভ দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৮ কোটি টাকাতে। পলিক্যাব গত বছর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে লাভ করেছিল ৪৪৫ কোটি টাকা। এবছর তা বেড়ে হয়েছে ৬৯৩ কোটি টাকা। যদিও শুক্রবার তাদের শেয়ারদরে পতন ঘটে ১.৮৩ শতাংশ। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটাল, এথার ইনার্জি, ফরটিস হেল্থ, আইনক্স গ্রিন, মারুতি সুজুকি, এমটিএআর টেকনলজি, মুথুথ ফিন্যান্স, নেসলে, টিভিএস মোটরস প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ভূতে নয়, ভবিষ্যতে ভয়

আজ ভূতচতুর্দশী। ভূত নামটির মধ্যেই কেমন যেন একটা গা ছমছমে ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে লোকমুখে শোনা আরও কিছু গল্প। এই যেমন কেউ কেউ মনে করেন, এই দিনে মর্ত্যলোকে অশুভ শক্তির আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই অনেকে চোদ্দো প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই নেতিবাচক শক্তির অবসান ঘটায়। তবে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে ভূতচতুর্দশীর সংজ্ঞাটা একটু বদলে গিয়েছে। ভূতে নয়, ভয় এখন ভবিষ্যতের। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কীসের ভয়, তার খোঁজ নিলেন সায়ন দে।

প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে

ভূতপ্রেতে আমি বিশ্বাস করি না। তবে জীবনে ভয় তো পরিস্থিতির ওপর তৈরি হয়। যেহেতু আমি একজন কলেজ পড়ুয়া, পাশাপাশি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি, তাই যতদিন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারি ততদিন একটা ভয় কাজ করছে। যেহেতু বাবা-মায়েরও বয়স হচ্ছে, তাঁরাও আমাকে নিয়ে চিন্তা করেন। তাই তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা আমার সাফল্য দেখে যেতে পারবেন কি না সেটাই বর্তমানে আমার ভয়।

অনিকেত অধিকারী কলেজ পড়ুয়া

সমাজের অপশক্তিগুলোই 'ভূত'

আজ ভূতচতুর্দশী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় দিনটি বিভিন্নরকমভাবে পালন করা হয়। তবে এর সঙ্গে ভূত বা প্রেতাত্মার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভূতবিশ্বাসী নই। যার কোনও শরীর নেই তাকে বিশ্বাস করার কোনও অর্থই নেই। জগতে ভালো শক্তি যেমন আছে তেমনি খারাপ শক্তিও আছে। তবে শরীর থাকা সত্ত্বেও এই খারাপ শক্তিগুলি আমাদের চারপাশের সমাজকে দংশন করে চলেছে। আমি সমাজের এই অপশক্তিগুলোকেই 'ভূত' বলে মনে করি।

মিহির দে কবি

নিরাপত্তার ভয়

এখন আমার একমাত্র ভয় মেয়েকে নিয়ে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে মেয়েকে বাইরে যেতে হতে পারে। তবে আজকাল টিভি খুললেই মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে যে একটা অনিশ্চয়তা দেখি, সেটাই বর্তমানে আমার ভয়। স্কুল ছুটি হলে মেয়ের বাড়িতে না আসা পর্যন্ত একপ্রকার ভয়েই থাকি।

টগর ঘোষ গৃহবধূ

ব্যবসার অবনতি

আমরা সবাই কোনও না কোনও সময়ে কোনওকিছুর জন্য ভয় পাই। কেউ ভবিষ্যতের জন্য। অথবা কেউ অন্য কোনও কারণে। তবে আমি যেহেতু ব্যবসা করি তাই দিন-দিন যেভাবে ব্যবসার অবনতি হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ভয় হয়।

রাজেন সেন ব্যবসায়ী

ভূতে বিশ্বাস নেই

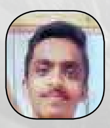

ছোটবেলা থেকে ভূতচতুর্দশীর কথা বড়দের মুখে শুনে আসছি। আগে ভাবতাম ভূত মানেই ভয়, তবে তা যে হয় সেটা বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রতিযোগিতার এই বাজারে নিজেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, তা ভাবলেই ভয় হয়।

সনাতন সাহা
স্কুল পড়ুয়া

জীবনের সব অন্ধকার জয় করতে চাই

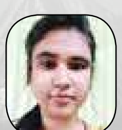

আমি বর্তমানে কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমার কাছে একমাত্র ভয় অন্ধকার। তাই জীবনের সব অন্ধকারকে আমি জয় করতে চাই। আরও একটা ভয় আছে আমার। যেহেতু আমি একজন কলেজ ছাত্রী তাই পড়াশোনা করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা-মায়ের পাশে না দাঁড়াতে পারলে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পিউ পাল কলেজ ছাত্রী

ধনতেরাস মানেই শুভ কেনাকাটা, আর সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউই। সামর্থ্য অনুযায়ী সকলে কেনাকাটা করছেন। অনেকে ভিড় করেছেন সোনার দোকানে। কেউ আবার ফ্রিজ বা ওয়াশিং মেশিনের দিকে ছুটছেন। লোকজনের মুখে হাসি দেখে এটা স্পষ্ট যে উৎসবের আনন্দ যেন কেনাকাটার মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পাচ্ছে।

ধনতেরাসের সন্ধ্যায় সোনার দোকানে ভিড়। আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

দামের দমক উড়িয়ে ধনতেরাসে ঠাসা ভিড়

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : কে বলবে সোনার দাম আকাশ ছুঁয়েছে? শনিবার ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজারের কাছাকাছি। সেই দরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধনতেরাসে জমে উঠল আলিপুরদুয়ারের সোনার বাজার। শুক্রবার দুপুর গড়াতেই শহরের পুরান বাজার থেকে কলেজহল্ট, আলিপুরদুয়ার বাজার- সব জায়গায় সোনার দোকানে উপচে পড়া ভিড় ছিল। দোকানের সামনে আলো ঝলমলে সাজসজ্জা, ভেতরে লাল মখমলের ওপর হার, বালা, আংটির স্বর্ণালি ঝলক। সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজে টগবগ করছে শহর!

শহরের পুরান বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী নিখিল সরকার বলেন, 'সোনার দাম নাগালের বাইরে হলেও বিক্রিতে কোনও প্রভাব নেই। অনেকে ভেবেছিলেন, হালকা গয়নাতেই থামবেন ক্রেতারা। কিন্তু আজ দেখা গেল উলটো চিত্র। ২০-৩০ গ্রামের সীতাহার, মানতাসা, ভারী গলার চেনেরও বিক্রি হয়েছে দেদার। অনেকে এখন সোনা কিনছেন বিনিয়োগ হিসেবে। কারণ সোনার দাম আরও বাড়তে পারে বলে সবাই ধরে নিচ্ছেন।'

সোনার দোকানের ভেতরে ঢুকতেই গয়নার ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দোকানের একদিকে বিক্রেতারা ব্যস্ত। অন্যদিকে নতুন ক্রেতারা কাচের শোকেসে চোখ রেখে দামের খোঁজখবর করছেন। কলেজহল্ট এলাকার বাসিন্দা রুমাদেবী ঘোষ হাসতে হাসতে বললেন, 'ধনতেরাসে সোনা না কিনলে যেন মন ভরে না! দাম যতই বাড়ুক, শুভদিনে সোনা কেনা মানে সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাই এবার একটা ছোট রত্ন দেওয়া ঝলমলে পেনডেন্ট কিনলাম।'

> **সোনায় সোহাগা**
>
> শনিবার ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজারের কাছাকাছি
>
> সেই দরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধনতেরাসে জমে উঠল সোনার বাজার
>
> শুধু হালকা নয়, অনেকেই কিনলেন ২০-৩০ গ্রামের সোনার গয়না

অন্যদিকে নবদম্পতি অর্ণব ও প্রিয়াংকা রায় এসেছিলেন গলার চেন দেখতে। প্রিয়াংকা বলেন, 'বিয়ে হয়েছে কয়েক মাস আগে। ভেবেছিলাম একটা ভারী চেন নেব ধনতেরাসে। দাম বেশি, ঠিকই। কিন্তু, এখন না কিনলে পরে তো আরও দাম বাড়বে।'

অর্ণবের সংযোজন, 'বিনিয়োগের দিক থেকে সোনা এখন নিরাপদ। তাই একটু কষ্ট করে কিনেই ফেললাম।'

আরেক দোকানদার উত্তম সরকার বলেন, 'ছোট-বড় সব ধরনের গয়নাই বিক্রি হচ্ছে। ছোট আংটি, হালকা হার, পলা বাঁধানো, শাঁখার চাহিদা খুব। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, ভারী গয়নার বিক্রি কিন্তু একেবারে কম নয়। দাম যতই হোক, ধনতেরাসে ঐতিহ্য কেউ ছাড়তে চায় না।'

'সোনার দাম যখন এক লক্ষ ছুঁইছুঁই, তখনই অর্ধেক টাকা দিয়ে গয়না বুক করে রেখেছিলাম।' বললেন ক্রেতা পৌলোমী বিশ্বাস। 'তখনই ভাবছিলাম দাম নিশ্চয়ই আরও বাড়বে। এখন সোনার দাম অনেকটাই বেশি। সেই পুরোনো দামে ধনতেরাসের দিনে গয়নাটা হাতে পেয়ে সত্যি ভালো লাগছে।'

মঞ্জুষা ও অরিন্দম সেন এদিন এসেছিলেন নতুন ডিজাইনের বালা কিনতে। মঞ্জুষা হাসতে হাসতে বললেন, 'বাড়িতে পড়ে থাকা গয়না বদল করে নতুন ডিজাইনের বালা নিচ্ছি। পুরোনো সোনার দামও এখন ভালোই পাওয়া যাচ্ছে। তাই ভাবলাম নতুন কিছু না কিনে পুরোনোটাই বদলে ফেলি। এক ঢিলে দুই পাখি! পাশাপাশি একটা আংটিও পছন্দ হয়েছে। তাই কর্তাকে বলেছি, সেটাও কিনে দিতে।'

ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন কিনতে লাইন

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্ট মোড়ে সন্ধ্যার আলোয় যেন উৎসবের ঝলকানি। রঙিন ফেস্টুন, ঝলমলে প্যান্ডেল, দোকানের সামনে ভিড় করা মানুষজন। কোথাও টিভি চলছে ফুল ভলিউমে, কোথাও বিক্রেতা গ্রাহককে বোঝাচ্ছেন নতুন মডেলের ফ্রিজের ফিচার।

তখন বিকেল ৭টা। কলেজ হল্ট থেকে বাটা মোড় পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের সামনে লম্বা লাইন। নতুন ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, টিভি সবকিছুতেই অফার আর ছাড়ের বন্যা। দোকানগুলোর সামনে ঝুলছে আকর্ষণীয় বোর্ড, 'ধনতেরাস স্পেশাল এক্সচেঞ্জ অফার', '৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়', 'বিনা সুদে ইএমআই' এসব পড়েই যেন ক্রেতাদের চোখে চকচকে উত্তেজনা।

দোকানে ফ্রিজ দেখছেন ক্রেতারা।

কলেজ হল্ট এলাকার ব্যবসায়ী তাপস সাহা হেসে বললেন, 'সকাল থেকেই ক্রেতার ভিড় সামলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই পুরোনো জিনিস এক্সচেঞ্জ করছেন। বিক্রি গত বছরের তুলনায় অনেক ভালো। ধনতেরাসের দিনকে শুভ ধরে অনেকে জিনিস কিনতে আসছেন।'

আসলে ধনতেরাস মানেই শুভ কেনাকাটা, আর সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউই।

এদিন এক ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শালিনী দত্ত নামে এক গৃহবধূ বললেন, 'ধনতেরাসে কিছু না কিছু নতুন কিনতেই হয়। সোনার দাম এত বেশি যে এখন সেটা ভাবাই যায় না। তাই ঠিক করেছি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনব।'

অন্যদিকে সুভাষ দে, যিনি নিজের পুরোনো ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফ্রিজ নিচ্ছিলেন, বললেন, 'পুরোনোটা প্রায় ১০ বছর চলেছে। ধনতেরাসের দিনই ভাবলাম নতুনটা নিয়ে ফেলি। দোকান থেকে ভালো অফারও পেলাম।' শহরের বাসনের দোকানেও ক্রেতাদের আনাগোনা। পিতল, স্টিল ও নন-স্টিক বাসনের ওপর চলছে 'ধনতেরাস স্পেশাল' ছাড়। শহরের এক বাসন বিক্রেতা অনন্ত সরকার বলেন, 'সকালে দোকান খোলার পর থেকেই ক্রেতার লাইন লেগে গিয়েছে। এখন সন্ধ্যা, অথচ ভিড় একটুও কমেনি। সবাই বলছেন এই দিনে নতুন কিছু কিনলে ঘরে শুভ শক্তি আসে।' আর এই শুভদিনের কেনাকাটার তালিকায় বরাবরের মতোই স্থান পেয়েছে ঝাড়ু।

ভেনাস ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা।

আত্মশুদ্ধি থিমে প্যান্ডেল ভেনাস ক্লাবে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ অক্টোবর : সাহিত্যিক তথা দার্শনিক লিও টলস্টয় বলেছেন 'পৃথিবীকে বদলানোর কথা সবাই ভাবে, কিন্তু কেউ নিজেকে বদলাতে চায় না।' একই কথা বলছেন মনোবিদরাও।

তাঁরা বলছেন, আগে নিজেকে বদলান। কাজটা কঠিন। কিন্তু করে ফেলতে পারলে আর পিছু ফিরে দেখতে হবে না। এই বদলানোটাই তো আত্মশুদ্ধি। কিন্তু করবেন কীভাবে? আমরা রোজ নানাভাবে প্রকৃতিকে যন্ত্রণা দিই। তাই আর নয়! এবার আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

৪৮তম বর্ষ

প্রকৃতির প্রতি কীভাবে নিজের দায়বদ্ধতা দেখাবেন, সেটাই এবার তুলে ধরবে ফালাকাটা ভেনাস ক্লাব। ৪৮তম কালীপুজোয় এবার তাদের থিম 'আত্মশুদ্ধি'। ক্লাবের সম্পাদক পাপ্পু নন্দী বলেন, 'প্রকৃতির জগতে আমাদের প্রত্যেকের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। সেটা কীভাবে করা সম্ভব সেটাই আমাদের প্যান্ডেলের ভেতর প্রবেশ করলে বোঝা যাবে। গোটা প্যান্ডেলটি প্রায় ২ হাজার গামছা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সঙ্গে থাকছে প্রকৃতির নানা উপাদান। এছাড়াও ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে ধূপগুড়ি মোড়ের গোটা রাস্তা চন্দননগরের আলোকসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।'

নবদ্বীপের শিল্পী শংকর মণ্ডল এবার ভেনাস ক্লাবের থিমশিল্পী। শংকর মণ্ডল বললেন, 'জীবনে প্রত্যেকেরই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ নানাভাবে সেটা করতে পারে। সুস্থভাবে জীবনযাবন করতে চাইলে আত্মশুদ্ধি করতেই হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব সেটাই পুরো প্যান্ডেল ঘুরলে বোঝা যাবে।'

বাঁশের পাশাপাশি মাটির হাঁড়ি, কাঠের পুতুল, মাটির প্রদীপ, সুতির গামছা, খেজুর গাছের ডাল, ঝাড়ু সহ আরও নানা উপকরণ দিয়ে গোটা প্যান্ডেলটি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, কয়েকটি স্ট্যাচুও বানানো হয়েছে। যা কিনা মানুষের নানা রূপ তুলে ধরবে। ভেনাস ক্লাবের শ্যামাপুজো কমিটির সভাপতি মানিক দাস বলেন, ''বাঁশ এবং বাঁশজাত বিভিন্ন সামগ্রীর সঙ্গে মঙ্গলঘট, প্রদীপ দিয়ে আমাদের এবারের থিম 'আত্মশুদ্ধি'। পরিবেশবান্ধব এই থিম দেখতে দর্শনার্থীরা ভিড় করবেন বলেই আমরা আশাবাদী।''

থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুন্দর প্রতিমাও বানানো হয়েছে। কোচবিহারের কাকড়িবাড়ি থেকে শ্যামা মায়ের মূর্তি আনা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিমা, প্যান্ডেলের থিম এবং আলোকসজ্জার মাধ্যমে ফালাকাটায় এবার বেশ সাড়া ফেলতে চলেছে ভেনাস ক্লাব। সোমবার এই পুজোর উদ্বোধন হবে। ক্লাবকর্তাদের আশা, পুজোর ক'দিন তাঁদের মণ্ডপে কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড় উপচে পড়বে।

কঠিন চীবরদান

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : শনিবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার বুদ্ধ তপোবন বিহারে অনুষ্ঠিত হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র অনুষ্ঠান কঠিন চীবরদান উৎসব। বর্ষাবাস শেষে ভিক্ষুদের নতুন চীবর বা বস্ত্র দান করার এই প্রাচীন আচারকে ঘিরে ভোর থেকেই ভক্তদের ভিড় জমে বিহার প্রাঙ্গণে। ধর্মীয় সংগীত, সূত্রপাঠ ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই দিনের কর্মসূচি।

এই কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, চিকিৎসক ডাঃ জীবেশ সরকার সহ সমাজের নানান শ্রেণির মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভিক্ষুরা শান্তি ও মানবকল্যাণের বার্তা দেন। বুদ্ধ তপোবন বিহারের প্রধান ভিক্ষু জানান, চীবরদান হল ত্যাগ ও দানশীলতার প্রতীক, যা সমাজে সম্ভাব ও করুণার চর্চা বৃদ্ধি করে।

ঘাট কুপন বিলি

বীরপাড়া, ১৮ অক্টোবর : বীরপাড়ায় গ্যারগান্ডা নদীর ঘাটে ছটপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। সেখানে নদীর পাশে ১২০০টি ঘাট তৈরি করা হয়েছে বলে জানান বীরপাড়া সূর্য ছটপুজো কমিটির সভাপতি মুকেশ গুপ্তা। শনিবার থেকে ঘাট বিলি করা শুরু হয়। প্রথম দিনই সাড়ে ৬০০টি কুপন বিলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় সিং।

বাতিস্তম্ভ বসানো শুরু

ফালাকাটা, ১৮ অক্টোবর : পুজোর আগে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে শহর আলোকিত করার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথম ধাপে শহরের বাতিস্তম্ভগুলিতে লাইট লাগানো হয়েছিল। এবার শুরু হল লোমাস্ট এবং হাইমাস্ট টাওয়ার বসানোর কাজ। শহরজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসানো হচ্ছে উঁচু বাতিস্তম্ভ বসানোর কাজ। কালীপুজোর আগে শহর আলোকিত করার পুরসভার এমন উদ্যোগে খুশি বাসিন্দারা।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মহুরি বলেন, 'এর আগে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে বাতিস্তম্ভে লাইট লাগানো হয়েছে। এখন টাওয়ার বসিয়ে লাইট লাগিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।'

পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে দুটি ধাপে কাজ হচ্ছে। এর মধ্যে পুজোর আগে প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়েছিল। পুজোর পর দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মোট ২৫০টি নতুন বিদ্যুতের পোল বসানো হচ্ছে। এছাড়াও শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোট ৫টি হাইমাস্ট টাওয়ার, ১০টি লোমাস্ট টাওয়ারও বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সব টাওয়ার এবং পোলগুলিতেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাতি লাগানো হবে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, শহরের ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। পুরসভা ওই এলাকাগুলিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। এর জন্য কোন ওয়ার্ডে কত বাতিস্তম্ভ প্রয়োজন তা ঠিক করেছে পুরসভা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বাতিস্তম্ভ বসানোর কাজ শুরু করেছে। পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহা বলেন, 'গ্রিন সিটি মিশনের কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি। অন্ধকার এলাকা নিয়ে এতদিন আমরা নাগরিকদের থেকে নানা কথা শুনতাম। দেরি করে হলেও এই কাজ শুরু হওয়ায় আমরা স্বস্তি পাচ্ছি।'

গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্প

শহরের বাসিন্দা মৃন্ময় রায়ের কথায়, 'ফালাকাটা শহর হলেও এতদিন বেশ কিছু এলাকা অন্ধকারেই ঢেকে থাকত। তবে পুরসভা বিদ্যুতের টাওয়ার বসাচ্ছে। এবার এলাকা আলোকিত হবে।'

মণ্ডপসজ্জা ও লাইট শো-তে নজর কাড়তে প্রস্তুতি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : টক্কর একেবারে সমানে সমানে। সেরার তকমা নিতে চলছে জোর প্রস্তুতি। কেউ বানাচ্ছে রাজস্থানি মহলের আদলে মণ্ডপ। আবার কেউ লাইট শো-তে তাক লাগাতে চাইছে। সেই অনুযায়ী আয়োজনেও কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার জংশনের কালীপুজো নিয়ে বরাবরই টক্কর থাকে। এবছরও বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। সেই প্রতিযোগিতায় রয়েছে জংশনের দুই বড় ক্লাব সবুজ সংঘ ও রবীন্দ্র সংঘ। দুই ক্লাবেরই মণ্ডপ তৈরি শুরু হয়েছে।

এবার রবীন্দ্র সংঘে পুজোমণ্ডপ তৈরি হবে রাজস্থানি মহলের আদলে। রাজস্থানি মহলের যে ধরনের কারুকার্য দেখা যায় ওই মণ্ডপেও একই ধরনের কাজ হবে। মণ্ডপের বেশিরভাগ কাজই হবে কাপড় ও প্লাই দিয়ে।

পুজো প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিস নন্দী বলেন, 'এবছর আমাদের পুজো ৬৯তম বর্ষে পড়ল। বিগত বছরের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবারের মতো প্রতিমা হবে ডাকের সাজের।'

অন্যদিকে, সবুজ সংঘের পুজো এবছর ৪৫ বছরে পড়ল। ওই ক্লাবের পক্ষ থেকে দুটো কালীপুজো করা হয়। শ্যামাকালীপুজোর সঙ্গে আয়োজন হয় মহাকালীর পুজোও। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তপেন করের কথায়, 'এবছর আমাদের ক্লাবের মহাপুজো হবে ১৯ অক্টোবর। ওইদিন থেকেই মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য। আর শ্যামাকালীর পুজো হবে পরের দিন।' পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছেরর মতো এবারও থিম প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে সেখানে। এবছর কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। তবে মণ্ডপের বিশেষত্ব থাকছে লাইট ও সাউন্ড শো-তে। পুরো মণ্ডপটি তৈরি হবে সাদা কাপড় দিয়ে। বর্তমানে বাঁশ ও কাঠের কাজ চলছে। সেই সাদা মণ্ডপের বাইরে বিভিন্ন আলোকসজ্জা থাকবে। সেটাই দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করবে। এছাড়া, পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করা হবে।

ওই দুই ক্লাবের পুজোমণ্ডপের কাছেই রয়েছে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুজোমণ্ডপ। সব থেকে বেশি ভিড় দেখা যায় ওই মণ্ডপে। সেখানের ভিড় এই পুজোমণ্ডপগুলোও দেখতে আসবে বলে মনে করছে ক্লাবকর্তারা।

সবুজ সংঘের মণ্ডপ তৈরি চলছে।

> এবছর আমাদের ক্লাবের মহাপুজো হবে ১৯ অক্টোবর। ওইদিন থেকেই মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য। আর শ্যামাকালীর পুজো হবে পরের দিন।
>
> তপেন কর
> সাধারম সম্পাদক, সবুজ সংঘ

পৃথিবীর পাঠশালা

বাঁশের সেতু

ভিয়েতনামের গ্রামগুলিতে এমন চমৎকার বাঁশের সেতু তৈরি হয়েছে, যা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে, তার তালে তাল মিলিয়ে চলে। এই সেতুগুলিতে বাঁশের তক্তাগুলি স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে যুক্ত করা হয়। ফলে বর্ষাকালে যখন নদীতে জল বাড়ে বা স্রোত তীব্র হয়, তখন সেতুটি ভেঙে না গিয়ে বরং প্রসারিত হয় ও বাঁক নেয়। এর আসল কৌশলটা লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী কারিগরি আর আধুনিক সামান্য প্রযুক্তির মিশেলে। বেত বা গাছের আঁশ থেকে তৈরি দড়ি এই সংযোগস্থলে ব্যবহার করা হয়, যা শক অ্যাবজর্বারের মতো কাজ করে। জলস্তর বাড়লে সেতুটি নমনীয় হয়ে ওঠে, ফলে সহজে এটি ভেঙে যায় না। এই সেতুগুলি দামে সস্তা, পরিবেশবান্ধব এবং স্থানীয় বাঁশ দিয়েই তৈরি। পুরোনো জ্ঞানকে সামান্য বুদ্ধি দিয়ে ব্যবহার করলেই আধুনিক সমস্যার সমাধান করা যায়- এই সেতু তারই প্রমাণ।

এক শিশু, এক গাছ

জাপানের যেসব স্কুল জঙ্গলের কাছে অবস্থিত, সেখানে এক দারুণ প্রথা শুরু হয়েছে- প্রত্যেক শিশুকে একটি করে গাছ লাগাতে দেওয়া হয়, যার তারা নাম রাখে এবং যত্ন নেয়। এটা শুধুই বাগান করার পাঠ নয়, এটি একটি আজীবন বন্ধন তৈরি করে। গাছটি শিশুর সঙ্গেই বড় হতে থাকে, আর শিশুটি ঋতুভেদে গাছের পরিবর্তন দেখে, জল দেয় ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ বুঝতে পারে। গাছটির নাম দেওয়ায় শিশুটির সঙ্গে তার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গাছগুলি এক একটা ছোট স্মৃতির জঙ্গল তৈরি করে তোলে। নগরায়ণের এই সময়ে, এটি শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার এক দারুণ সুযোগ। একটি শিশু, একটি গাছ, আজীবনের বন্ধুত্ব।

ভাসমান স্মার্ট শহর

সৌদি আরব তাদের ‘এনইওএম’ প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মাণ করছে অক্সাগন, যা হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান শিল্পশহর। লোহিত সাগরের ওপর নির্মিত এই শহরটি মূলত উন্নত উৎপাদন, লজিস্টিক্স এবং গবেষণার কেন্দ্র হবে। এতে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই শহরটি পুরোপুরি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে চলবে। এখানকার শিল্পগুলি মূলত রোবোটিক্স, বায়োটেক এবং স্মার্ট লজিস্টিক্সের ওপর জোর দেবে। পরিবেশের ওপর প্রভাব কমাতে এটি উল্লম্বভাবে তৈরি হচ্ছে এবং সবুজ জায়গা রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সৌদি আরবের অর্থনীতিকে তেল নির্ভরতা থেকে সরিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ।

আকাশ থেকে অতল গহ্বর

ক্যাথরিন ডি সুলিভান- এই নামটি শুনলেই রোমাঞ্চ জাগে। ইনি এক সত্যিকারের অভিযাত্রী, যিনি আক্ষরিক অর্থেই তারা ছুঁয়েছেন এবং পৃথিবীর গভীরতম স্থানেও পা রেখেছেন। ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশে হেঁটেছেন। আবার, তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পৃথিবীর গভীরতম স্থান চ্যালেঞ্জার ডিপে ডুব দিয়েছেন। একবার ভাবুন তো, একই মানুষ মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছেন, আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সেই গাঢ় অন্ধকারেও নেমেছেন! এটাকেই বোধহয় বলে সত্যিকারের নির্ভীক কৌতূহল, মানবসীমাকে দু’দিকেই ঠেলে দেওয়া।

সবজির দাম

প্রথম পাতার পর

দিন দশেকের মধ্যে এই দাম আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন খুচরো সবজি ব্যবসায়ীরা। স্বাভাবিকভাবেই পুজোর পরেও বাজারে গিয়ে সবজির দামে এখন নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। আলিপুরদুয়ারের খুচরো সবজি ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ দাসের কথায়, ‘আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কিষান মান্ডি থেকেই আমরা সবজি পাইকারি নিয়ে এসে খুচরো বিক্রি করি। পুজোর আগে অবশ্য বাজার ভালো ছিল। কিন্তু প্লাবনের জন্য এখন আর তেমন সবজি আমদানি হচ্ছে না। তাই আমরা বেশি দামে এনে সামান্য লাভ রেখেই বিক্রি করছি।’ আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নতুনপাড়ার কৃষক বীরেন রায় বলেন, ‘দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল লাল শাক। কিন্তু প্লাবনের জলে পুরো জমিতে পলি পড়েছে। শসা গাছ এবং লাল শাক সব পচে গিয়েছে।’

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে এখন ডলোমাইটমিশ্রিত জলে পচে গিয়েছে শাকসবজি। আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা শহর ও আশপাশের বাজারগুলিতে তাই সবজির দাম বেড়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কৃষি আধিকারিক অজিত রায় বলেন, ‘ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১০০ হেক্টরের মতো আমন ধানের খেতে পলি পড়েছে। এছাড়াও কৃষিতে যা যা ক্ষতি হয়েছে তার রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।’ কিষান খেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় বলেন, ‘অনেকের ক্ষতি হয়েছে।’

চোর সন্দেহে শিকলে বেঁধে গণপিটুনি

বালুরঘাট, ১৮ অক্টোবর : চোর সন্দেহে এক তরুণকে ধরে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করলেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে শনিবার সকালে বালুরঘাট থানার পুলিশ এসে ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটনা এলাকায়।

অভিযোগ, শুক্রবার রাতভর দীপক পাহান নামে ওই তরুণকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। দীর্ঘক্ষণ গণপিটুনি চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাস দেড়েক আগে এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সোরেনের বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি গিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, দীপকই চুরি করেছিলেন। চুরি করে পালানোর সময় প্রসেনজিৎ দীপককে চিনে ফেলেন বলে দাবি করেন। তবে সেসময়ে দীপকের পিছনে ধাওয়া করেও প্রসেনজিৎ তাঁকে ধরতে পারেননি। এই ঘটনার পর দীপক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ। শুক্রবার তাঁকে ফের এলাকায় দেখা যায়। দীপককে এলাকায় দেখতে পেয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তাঁকে ধরে প্রসেনজিতের বাড়িতে নিয়ে যান। চুরির অভিযোগে দীপককে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। চলে গণপিটুনিও। শনিবার সকালে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। আহত দীপককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বালুরঘাটের ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

অভিযোগ, গত ৩ সেপ্টেম্বর শোয়ার ঘরের ফ্যান খারাপ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে প্রসেনজিৎ পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে আলমারির লকার ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না চুরি করে দুষ্কৃতী। তবে সেসময়ে প্রসেনজিতের ঘুম ভেঙে যায়। পরিবারের সদস্যরা চোরের পিছনে ধাওয়া করেন। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোর চম্পট দেয়। প্রসেনজিৎ বলেন, “ওই ঘটনার পর দীপক গা-ঢাকা দিয়েছিল। শুক্রবার ও বাড়িতে ফেরে। বাড়ি ফিরে আসতেই আমরা ওকে পাকড়াও করি। দীপক চুরির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করুক।’ তবে দীপককে সারারাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা বা মারধরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রসেনজিৎ।

মণ্ডপে ডিউটির চাপ, থানার পুজো সন্ধ্যায়

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে পুলিশের ব্যস্ততা থাকে সবচেয়ে বেশি। আসন্ন কালীপুজোতেও তাদের বড় মণ্ডপগুলিতে ডিউটি রয়েছে। সেইসঙ্গে সামলাতে হবে পেট্রলিংয়ের দায়িত্ব। যে কারণে আলিপুরদুয়ার থানায় সন্ধ্যায় কালীপুজো হবে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে মণ্ডপ। প্রতিমার বায়না দেওয়াও শেষ। পুজোর দায়িত্বে থাকবেন থানার আবাসিক ও ডিউটিহীন কর্মীরা। দুর্গাপুজোর তুলনায় কালীপুজোয় কাজের চাপ কিছুটা হলেও কম থাকবে তাই পুলিশকর্তারা সময় পেলে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখবেন।

আলিপুরদুয়ার থানা সংলগ্ন জায়গায় আগে পুরোনো পুলিশ লাইনের পুজো হত। সেখানে শিব মন্দিরও রয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানা তৈরির পরও বিভিন্ন সময়ে সেখানে পুজো হয়েছে। প্রায় ৪০ বছর ধরে কালীপুজো হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, ‘প্রতিবছর আলিপুরদুয়ার থানায় কালীপুজো হয়। তবে ডিউটির জন্য সকলে সেভাবে অংশ নিতে পারেন না।’

কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদে মিলল তথ্য

রেলে মদ পাচারের চক্র ফাঁস

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অক্টোবর : ভোটের মরশুম আসতেই রেলপথে অসম থেকে মদ পাচারের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসে। অভিযুক্ত সন্দেহে এক কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসম থেকে বিহারে মদ পাচারের বিষয়ে জানা যায়।

বহিরাগত কেউ মদ পাচারের কাজে যুক্ত থাকলে ধরা সহজ। তাই সন্দেহ এড়াতে প্যান্ট্রিকার ও রেলের কামরায় বেডরোল সরবরাহকারী কর্মীদের একাংশকে এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার জাভেদ আহমেদ জানান, বিভিন্ন সময় আরপিএফ-এর অভিযানে মদ উদ্ধার হয়ে থাকে। ট্রেনে আরপিএফ-এর নিয়মিত নজরদারি চলার সময় বেআইনি জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়।’

মদ সরবরাহ চক্রের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ধৃত কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট।

আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসম থেকে বিহার হয়ে দক্ষিণবঙ্গ রুটের ট্রেনে মদ উদ্ধারের ঘটনা বেশি। চলন্ত ট্রেনে মদ বিক্রি ও চালানের অভিযোগ উঠতেই তদন্তে নামে পুলিশ। খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, বিছানার চাদর ও বালিশের কভারের ভিতরে মদ পাচার করা হয়।

মদ ছাড়াও গত ১৩ অক্টোবর ৮৭ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। তবে সেই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুই ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত মাদক জিআরপি-র হাতে তুলে দেয় আরপিএফ। এছাড়া আরেক ট্রেন থেকে ৬৫ বোতল মদ উদ্ধার হয়। উদ্ধারের পর তা আবগারি দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে বিহার ভোটের আগে ট্রেনে নজরদারি বাড়িয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এতে একের পর মদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে বলে মনে করছেন আরপিএফ-এর শীর্ষকর্তারা। তবে রেলপথ ছাড়াও সড়কপথে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করা হয়েছে আবগারি দপ্তরের তরফে।

এর আগে বিভিন্ন সময় বিহারের নির্বাচনি রাজনীতিতে হরেক কায়দায় মদ পাচারের ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছে। মহিলা দলের মাধ্যমে এমনকি, স্কুলব্যাগ ব্যবহার করে মদ পাচারের অভিযোগও সামনে আসে পড়শি রাজ্যে। এখন রেলে কর্মরতদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

যেভাবে কারবার

- বিহারে ভোটের মরশুম আসতেই রেলপথে অসম থেকে মদ পাচারের অভিযোগ
- ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসে
- সন্দেহ এড়াতে প্যান্ট্রিকার ও রেলের কামরায় বেডরোল সরবরাহকারীদের ব্যবহার
- বিছানার চাদর ও বালিশের কভারের ভিতরে মদ পাচার করা হয়

দোষ স্বীকার অভিযুক্তদের

থ্রেট কালচারে আপাতত বিরতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়াদের ওপরে র‍্যাগিং, হুমকি সংস্কৃতি নিয়ে অভিযোগ, পালটা অভিযোগের পালায় আপাতত ইতি। শনিবার অভিযুক্তদের প্রায় প্রত্যেকেই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি অভিযোগকারীরাও মিলেমিশে থাকার পক্ষেই মত দিয়েছেন। তারপরই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি কলেজ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেয়। সেখানে দু’পক্ষই শান্তির পক্ষে বলে জানানো হয়।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, ‘দু’পক্ষই মিলেমিশে থাকবে বলে কথা দিয়েছে। আর যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, একজনের তরফেও যেন অভিযোগ না ওঠে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে।’ কলেজের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সদস্য অমিত সরকার বললেন, ‘এখানে যাঁরা ডাক্তারি পড়তে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

তাই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে বহুবার ভাবতে হয়। এদিনও অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি দু’পক্ষের বক্তব্য শুনেছে। তার পরেই অভিযুক্তরা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে।’ দু’পক্ষই এখন থেকে মিলেমিশে থাকার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছে বলে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বেশ কিছুদিন ধরে ফের র‍্যাগিং, হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, গত বছর আরজি কর কাণ্ডের পরে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের মদতপুষ্ট যে পড়ুয়ারা কলেজে থ্রেট, র‍্যাগিংয়ের কাজকর্ম চালাতেন তাঁরাই আবার সক্রিয় হয়েছেন। এই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে গত সোমবার মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে নব্য পড়ুয়ারা স্মারকলিপি দেন। এর পরেই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। দফায় দফায় বৈঠক করে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীকে আলাদাভাবে ডেকে বক্তব্য শোনা হয়। এর পরই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নিদান দিয়েছিল।

শুক্রবার মেডিকেলে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকে নতুন করে হুমকি এবং র‍্যাগিংয়ের আরও চার-পাঁচটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেদিন কলেজে পরীক্ষা থাকায় অভিযুক্ত পড়ুয়াদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। ফলে শনিবার ফের কমিটির বৈঠক হয়।

সতর্কবার্তা

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বেশ কিছুদিন ধরে ফের র‍্যাগিং হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ
- শনিবার মেডিকেলে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক
- বৈঠকে ভুল স্বীকার অভিযুক্তদের, অভিযোগ প্রত্যাহারে আপত্তি নেই বলে অভিযোগকারীরা জানান

সেখানে কলেজ অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সমস্ত সদস্য, পুলিশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই

> ‘দু’পক্ষই মিলেমিশে থাকবে বলে কথা দিয়েছে। আর যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, একজনের তরফেও যেন অভিযোগ না ওঠে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে।’
>
> **ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক**
> ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

বৈঠকেই অভিযুক্তরা প্রত্যেকে এসে তাঁদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান। তাঁরা আগামীতে এমন ঘটনা আর না ঘটানোর পাশাপাশি মিলেমিশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

কমিটি এর পর অভিযোগকারীদেরও ডাকে। কলেজে আর এসব অনৈতিক ঘটনা না ঘটলে তাঁদেরও অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে আপত্তি নেই বলে অভিযোগকারীরাও জানান। এর পরেই অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি প্রত্যেককেই সতর্ক থেকে পঠনপাঠনে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়।

জুবিন স্মরণ

ফালাকাটা, ১৮ অক্টোবর : সদ্য প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গকে স্মরণ করে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার ফালাকাটা কমিউনিটি হলে ওই অনুষ্ঠান হবে। শিবা মিউজিক্যাল গ্রুপের পক্ষ থেকে গানে গানে প্রয়াত গায়ককে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। শিবা মিউজিক্যাল গ্রুপের কর্ণধার প্রবাল সাহা রায় বলেন, ‘গায়ক জুবিন গর্গ অসম এবং বাংলায় সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। তাই তাঁকে স্মরণ করতেই আমরা সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।’ সংগীতানুষ্ঠানে বাংলা এবং অসমের গায়করা সংগীত পরিবেশন করবেন। কমিউনিটি হলে প্রবেশ অবাধ করা হয়েছে।

অন্ধকারেই দুর্গতরা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বেশিরভাগ ক্লাব এখনও দুর্গতদের পাশে দাঁড়ায়নি। উৎসবের খরচে কাটছাঁট করে কি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেত না, প্রশ্নের জবাবে ক্লাবকর্তাদের সাফাই, ‘ভাবা হচ্ছে’, ‘দেখা হচ্ছে’। তবে মুদ্রার অন্যপিঠও রয়েছে। দুই শহরের অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইতিমধ্যে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে ত্রাণ। যা প্রশংসা কুড়োচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে একাধিক নামজাদা ক্লাব। তারা বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করে। এই যেমন মিলন সংঘের কথা ধরা যাক। আলিপুরদুয়ার শহরে বড় দুর্গাপুজো করে তারা। এছাড়া রয়েছে লোহারপুল ইউনিট, সুভাষপল্লি, বেলতলা সহ বিভিন্ন ক্লাব। ফালাকাটায় কলেজপাড়া, মাদারি রোড, মুক্তিপাড়ায় বিগ বাজেটের পুজো হয়। এতে ব্যয় হয় কয়েক লক্ষ টাকা। সরকারি অনুদান তো রয়েইছে। উমার আরাধনার পর এবার কালীপুজোও হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার শহর, জংশনে বিশাল আয়োজন। ফালাকাটাতেও তাই। কিন্তু উমার বিদায়ের ঠিক পরপর জেলার একাংশ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দুই শহরের কোনও ক্লাবকেই দুর্গতদের পাশে দেখা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতেও কেন দূরে সরে থাকা?

উত্তরে দুর্যোগের পরও কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সরব হয়েছিল কালজানির পাড়ের শহরও। কিন্তু বিপর্যয়ের পর এই শহরের ক্লাবগুলি যেন আশ্চর্যরকম নীরব। ক্ষতিগ্রস্তদের হাহাকার কি তাদের ছোঁয়নি? মিলন সংঘ দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মৃণাল ঘোষ অবশ্য বলছেন, ‘দুর্গতদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আশা করছি, দ্রুত কিছু করতে পারব।’

শনিবার রাতে ফালাকাটা শহর দিয়ে হাঁটার পথে চোখে পড়ল, কালীপুজো উপলক্ষ্যে বাঁধা হয়েছে আলোর তোরণ। মণ্ডপগুলিতে চলছে শেষমুহূর্তের কাজ। দর্শনার্থী টানতে চেষ্টায় কোনও খামতি রাখছেন না উদ্যোক্তারা। দুর্গতের সাহায্য নিয়ে কী ভাবনা? অনেকেই সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে ফালাকাটা তরুণ দলের অন্যতম কর্তা কুশল গুহ রায়ের বক্তব্য, ‘আমরা এখনও দুর্গত এলাকায় সাহায্য নিয়ে যাইনি ঠিকই। তবে ক্লাবের তরফে কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে অবশ্যই করব বলে প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম।’

এই হতাশাজনক চিত্রের মধ্যেও আশার আলো দেখাচ্ছে দুই শহরের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা, মানবিক মুখ, ডিএটিএম কলেজ সহ বেশ কিছু সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কেউ খাদ্যসামগ্রী, কেউ পোশাক নিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ফালাকাটা শাখার পক্ষ থেকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ফালাকাটা প্রয়াস নামে একটি সংগঠনও পাশে দাঁড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মানবিক মুখের সম্পাদক রাতুল বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘আমাদের সংগঠন সারাবছরই মানুষের জন্য কাজ করে। তাই বিপর্যয়ে কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারি। আমরা দুর্গতদের পাশে আছি।’ ফালাকাটা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শুভব্রত রায় বলেছেন, ‘শালকুমার এলাকায় মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। পড়শি হিসেবে আমরা বিপন্নদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি।’ সংস্থাগুলির মানবিক উদ্যোগই যেন বিপর্যয়ের মাঝে বয়ে এনেছে টাটকা বাতাস।

শিল্ড মোহনবাগানের

প্রথম পাতার পর

ম্যাকলারেনকে আর জায়গা তৈরি করতে দিলেন না কেভিন সিবলে। কড়া মার্কিংয়ে রাখলেন অজি বিশ্বকাপারকে। কামিন্স গোটা ম্যাচে দাগ কাটতে ব্যর্থ।

৩৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন হামিদ। মহম্মদ বসিম রশিদের থ্রু নাওরেম মহেশ সিং হয়ে তাঁর পায়ে আসে। জটলার মধ্যে থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন হামিদ। সুযোগ নষ্ট না করলে প্রথমার্ধেই ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলতে পারত ইস্টবেঙ্গল। পরপর দুটি সুযোগ নষ্ট করেন হামিদ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান আপুইয়া। ডানদিক থেকে সাহাল আব্দুল সামাদের সেন্টার বক্সে পেয়ে ছোট্ট টোকায় তাঁর জন্য সাজিয়ে দেন লিস্টন কোলাসো। আপুইয়ার জোরালো শট ক্রসবার ছুঁয়ে গোললাইন অতিক্রম করতেই বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখে চওড়া হাসি।

আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে হিরোশি ইবুসুকি ও মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে মাঠে আনেন ব্রুজোঁ। যদিও দুজনের কাউকেই জায়গা তৈরি করতে দিলেন না টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজরা। তার মধ্যেও মিগুয়েলের একটি ফ্রি কিক গোল লক্ষ্য করে মাথা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন হিরোশি। তা ঝাঁপিয়ে পড়ে সহজেই তালুবন্দি করেন বিশাল। ৭৭ মিনিটে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন রশিদ। বক্সের মুখ থেকে তাঁর শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। বক্সে বারবার বল পেয়েও অতিরিক্ত বল ধরে খেলার প্রবণতা ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের সিংহভাগ সময়ই বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখল মোলিনার মোহনবাগান। এরমধ্যেও ৮৫ মিনিটে অ্যালড্রেডের ব্যাকপাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন বিশাল। অরক্ষিত পিভি বিষ্ণু বল আয়ত্তে আনতে পারলে বিপদে পড়তেই পারত সবুজ-মেরুন।

নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে দুই দলই নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে রাখল। টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন মিগুয়েল, কেভিন, মহেশ ও হিরোশি। জয়ের শট রুখে দেন বিশাল। পক্ষান্তরে মোহনবাগানের হয়ে রবসন রোবিনহো, মনবীর সিং, লিস্টন, দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মেহতাব গোল করে দীপাবলির প্রাক্কালে সবুজ-মেরুন আলোর রোশনাইয়ে ভাসালেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে।

গোটা আইএফএ শিল্ডে গ্যালারির সমর্থন পায়নি মোহনবাগান। দলের প্রতি বিমুখ ছিলেন সমর্থকরা। এই পরিস্থিতিতে খেতাব জয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সাফল্যের পর ছবিটা কি বদলাবে?

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান (দেবজিৎ), রাকিপ, কেভিন, আনোয়ার, লালচুংনুঙ্গা (জয়), রশিদ, এডমুন্ড (বিষ্ণু), সাউল (মিগুয়েল), বিপিন (সৌভিক), মহেশ ও হামিদ (হিরোশি)।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, মেহতাব, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, আপুইয়া, সাহাল (মনবীর), অনিরুদ্ধ (টাংরি), লিস্টন, কামিন্স (রবসন) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রিস)।

মধ্যস্থতাকারী প্রত্যাহারের দাবি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমোর সুরে সুর মিলিয়েছে শুধুমাত্র পাহাড়ে তাদের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) নেতৃত্ব। কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তিতে পাহাড়বাসীকে গুরুত্ব না দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথায়, “বিজেপি এত বছর ধরে পাহাড়ের ভোট নিয়েছে, কিন্তু সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করতে পারেনি। এখন ‘দালাল’ নিয়োগ করে সমস্যা বুঝতে চাইছে।”

গোর্খাল্যান্ডের দাবি দীর্ঘ কয়েক দশকের। এই ইস্যুতে আলোচনার জন্য বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের ডাকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। তবে একটি বৈঠক থেকেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। মূলত ধারাবাহিকতার অভাবে বারবার পাহাড়ের দাবি ধামাচাপা পড়েছে। একাধিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের বিরোধিতা করে রাজ্যের প্রতিনিধিই পাঠায়নি নবান্ন। ফলে সেই বৈঠক নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট এবং নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে হাজির হওয়া বা সমস্যা সমাধানের আশ্বাসবাণী শোনানো রেওয়াজই বটে। কেন্দ্রীয় সরকার বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাহাড় সমস্যা মেটাতে একজন মধ্যস্থতাকারীকে নিয়োগ করেছে। দেশের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পাশাপাশি জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো রাজনৈতিক দল থেকে বিনয় তামাং, অজয় এডওয়ার্ডের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও জিটিএ’র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার দল বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার কটাক্ষ, ‘বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।’

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, ‘রাজ্যের মতামত না নিয়েই কেন্দ্র পাহাড় সমস্যা মেটাতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত বিস্মিত। জিটিএ চুক্তি অনুযায়ী রাজ্যকে বাদ দিয়ে কেন্দ্র এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।’

এদিনই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ রাজু বিস্ট। পরে রোশন বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। পাহাড় সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখা হয়েছে। সমস্যা মেটাতে কেন্দ্র ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকলে রাজ্য প্রতিনিধি পাঠায় না। এখন কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য চিঠি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা আমরা সমর্থন করি না। তাঁকে পাহাড়ের মানুষের আবেগ বুঝতে হবে।’

জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক নীরজ জিম্বার বক্তব্য, ‘গোর্খাদের দাবি মেটাতে কেন্দ্র ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতেও বাধা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি গোর্খাদের অসুবিধা নিয়ে কখনও কথা বলেন না। গোর্খাদের ভালো চান না। তাঁর রোহিঙ্গাদের নিয়েই যত চিন্তা। রোহিঙ্গা নিয়েই থাকুন, কেন্দ্র আমাদের সমস্যা একাই মেটাতে পারবে। এখানে বাধা না দেওয়াই ভালো।’

কাশিমের খড়ে প্রতিমা

কুশমণ্ডি, ১৮ অক্টোবর : সময়ের নিরিখে জমিদার বাড়ির পুজো হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। কিন্তু চার শতাব্দী পরেও বদলায়নি রীতি। কুশমণ্ডি ব্লকের আমিনপুর গ্রামের মাটিয়া কালী প্রতিমা তৈরির জন্য আজও খড় আসে মুসলিম পরিবার থেকে। এবছরও খড় দিয়েছে কাশেম আলির পরিবার। সেই খড় দিয়েই শুরু হয়েছে প্রতিমা তৈরির কাজ। গ্রামের মানুষ হাত লাগিয়েছেন মণ্ডপ তৈরি, এলাকা পরিষ্কারের কাজে। রীতি মেনে এলাকায় ভক্তদের বাড়িতে শুরু হয়েছে নিরামিষ ভোজন। এবছরও হবে সাতরকম কলাই ডাল মিলিয়ে সাড়ে তিন কেজির ভোগ। যা এই পুজোর অন্যতম প্রসাদ।

শ্যাওড়া, পিপুল, নিম, বট ও অশ্বত্থ, পাঁচটি গাছের মিলিত গোড়ার নীচে তৈরি হয় মাটিয়া কালীর মণ্ডপ। সুউচ্চ মাটির মণ্ডপ তৈরির কাজও এখন চলছে।

অদ্ভুতুড়ে

লোকবিশ্বাস, ভূতচতুর্দশী ও যমদীপদান

শাশ্বতী চন্দ

স্বর্গলোকে হুলুস্থুলু। দেবতাকুল ত্রস্ত, আতঙ্কিত। কনকপুরী এবার বুঝি ছারখার হয়। 'ত্রাহি মধুসূদন' রব উঠেছে চারপাশে। বিপদে পড়লে মধুসূদন তথা বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া, এ তো দেবতাদের এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বহু পুরোনো অভ্যাস। আর এবার বিপদ বলে বিপদ! দৈত্যরাজ বলি আক্রমণ করেছেন স্বর্গরাজ্য। পাতাল ও মর্ত্য অধিকার করার পর তিনি চোখ ফিরিয়েছেন স্বর্গের দিকে। উদ্দেশ্য ত্রিভুবনপতি হওয়ার। ত্রিভুবনপতি হওয়ার মতো শৌর্য, বীর্য তাঁর আছে বৈকি। চরিত্রগুণও আছে।

তা দেবতাকুল ইন্দ্রকে দলপতি করে ধর্না দিলেন শ্রীবিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু পড়লেন মহাবিপাকে। দৈত্যরাজ বলি তো পরম বিষ্ণুভক্ত। হরিনাম কীর্তন করেন সর্বক্ষণ। আবার তিনি বিষ্ণুর পরম প্রিয়পাত্র প্রহ্লাদের পৌত্র। বলিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র তিনি ধরেন কী করে? তাই দেবতাদের বিমুখ করতে বাধ্য হন তিনি। হায়! হায়! সকল বিপদের কান্ডারি যখন সহায় হতে অরাজি হন, দেবতারা আর কী করে? নিজস্ব প্রতাপ তাদের তো তেমন কিছু নেই। ফলে দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবতারা অদৃশ্য হয়ে থাকেন দৈত্যদের ভয়ে। সন্তানদের দুর্দশা দেখে ব্যথা পান দেবমাতা অদিতি। স্বামী কশ্যপকে সব কথা জানিয়ে তিনি প্রতিকারের উপায় জানতে চান। কশ্যপ স্ত্রীকে উপদেশ দেন, বিষ্ণুর শরণ নেওয়ার। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করার নিয়মবিধিও তিনি বলে দেন।

সমস্ত নিয়ম মেনে অদিতি বিষ্ণুর চরণবন্দনা করেন। একজন মায়ের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারেন না বিষ্ণু। তিনি আসেন এবং প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

ত্রিভুবন জয় করে বলিরাজ তখন আনন্দমগ্ন চিত্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। যজ্ঞশেষে তিনি যখন দান করতে শুরু করেছেন, বিষ্ণু এক বামনের রূপ পরিগ্রহ করে বলিরাজের সামনে উপস্থিত হন এবং মনোমতো দান যাচনা করেন। বলিরাজ তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলে তিনি ত্রিপাদ জমি প্রার্থনা করেন। মাত্র ত্রিপাদ জমি? হাসিমুখে স্বীকৃত হন বলিরাজ। তখন বামনরূপী বিষ্ণু বিশাল রূপ ধারণ করে এক পদ দিয়ে স্বর্গ এবং অন্য পদ দিয়ে মর্ত্য ঢেকে ফেলেন। তারপর তাঁর নাভি থেকে বের হয়ে আসে তৃতীয় পদ। তিনি বলিরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় রাখব এ পদ?'

বিষ্ণুর পরমভক্ত বলিরাজ তখন বিষ্ণুর সব ছলনা বুঝতে পারেন। দ্বিরুক্তি না করে মাথা পেতে দেন সামনে, 'আমার মাথায় রাখুন।' বিষ্ণু তখন বলির পা মাথা দিয়ে চেপে তাকে পাতালে পাঠিয়ে দেন। বিষ্ণুর চরণস্পর্শে বলিরাজ হয়ে ওঠেন চিরঞ্জীবী। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুর বরে বলিরাজ নরকাসুর নামের পুজোর অধিকারী হন। সেই অধিকারেই তিনি প্রতিবছর কালীপুজোর আগের রাতে, ভূতচতুর্দশীর তিথিতে অসংখ্য অনুচর সহ ভূতপ্রেত নিয়ে মর্ত্যে উঠে আসেন পুজো নিতে। এই ভূতপ্রেতের উৎপাত থেকে গৃহস্থালি সুরক্ষিত রাখতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা শুরু হয়।

শাস্ত্রে ভূতচতুর্দশীর কথা উল্লেখ থাকলেও বঙ্গভূমি ছাড়া আর কোথাও চোদ্দো প্রদীপের প্রচলন নেই। এ উৎসব একান্তই বাঙালির উৎসব। বাংলার শ্যামল শোভার সঙ্গে নিকষ অন্ধকারে প্রজ্বলিত চৌদ্দো প্রদীপ যেন কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। জুড়ে গিয়েছে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে। সেই লোকবিশ্বাসের তাগিদেই বাঙালি ভূতচুতুর্দশীর দিন মধ্যাহ্নে ভাতের পাতে সাজিয়ে নেয় চোদ্দো শাক। এই চোদ্দো শাকের তালিকায় আছে পালং, লাল, সুষণী, পাট, ধনে, পুঁই, কুমড়ো, গিমে, মুলো, কলমি, সর্ষে, নটে, মেথি এবং হিঞ্চে শাক। তবে কোনও শাক অমিল হলে অন্য কোনও শাক দিয়েও চালিয়ে দেয় গৃহকর্ত্রী।

এরপর ষোলোর পাতায়

জন্মজন্মান্তরের খোঁজ

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

দেশভাগের পর ইন্দুমতী পরিযায়ী পাখিদের মতো ছানাপোনা নিয়ে ঘর বেঁধেছিল পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ঘেঁষা ছোট্ট একটা জনপদে। ঘরবাড়ি বলতে খলপার বেরার ছাউনি। রাত হলেই আলোহীন নিঝুম পুরী। মাটির দাওয়ার খড়ির উনুনে রাঁধতে রাঁধতে রাতের ধু-ধু প্রান্তরে চোখ চলে গেলে মাঝে মাঝে দেখে— কথা নেই বার্তা নেই ফাঁকা জমিতে সবজে আলোর হঠাৎ জ্বলে ওঠা। রান্না ছেড়ে ইন্দুমতী ঘরে এসে দুধের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসত। ইন্দুমতী নয়ের দশক ছুঁয়ে পরপারে গেলেও কখনও বুঝতে চায়নি ওসব আসলে 'আলেয়া'।

অশিক্ষা একধরনের অস্পষ্টতা তৈরি করে। ঘটে যাওয়া ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যদি মস্তিষ্ক করতে না পারে তাহলেই মনে ভূতের জন্ম হয়। দৃশ্য, ঘটনা, শ্রুতির বিভ্রম ভয়ের জন্ম দিতে পারে। সেই ভয়কে ইন্দুমতীর মতো সারাজীবন ধরে কেউ কেউ মনে লালন করেও যেতে পারে।

ইন্দুমতীর বড় ছেলে কিশোরীমোহন এক নিশুতি রাতে শুনে ফেলেছিল তার বাবার ডাক। ইন্দুমতী এমনিতেই সবাইকে বলত 'রাতের একডাকে কখনও উঠবি না'। 'নিশির ডাক' শুনতে পেয়ে কিশোরীর সে কথা মাথায় ছিল না। দরজা খোলার শব্দে ইন্দুমতীর ঘুম ভেঙে ঘরে এসে দেখে— ফাঁকা ঘর, চকির একপাশে গায়ের ঢাকা নেওয়া চাদর পড়ে আছে। লণ্ঠন হাতে একা একা বেরিয়ে এসে দেখে একটা ছোট জলার পাশে বসে বসে কিশোরীমোহন কাঁদছে। দূরে কর্মরত বাবার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা হয়তো কিশোরীমোহনের মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করেছিল।

অশিক্ষা একধরনের অস্পষ্টতা তৈরি করে। ঘটে যাওয়া ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যদি মস্তিষ্ক করতে না পারে তাহলেই মনে ভূতের জন্ম হয়।

যাত্রা দেখে অনেক রাতে ফেরার সময় কিশোর কিশোরীমোহনের ফুটানিগঞ্জের হাটের কাছে এসে পা সরে না। লাশকাটা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার রাতে মাথায় সাদা ঘোমটা দেওয়া এক বৌ তাকে ডাকছে। হৃৎস্পন্দন প্রবল, শ্বাস ঘনঘন পড়ছে। পেছনে পাড়ার বিজন সাহা এসে দাঁড়ালে কিশোরীমোহন শুধু হাত বাড়িয়ে দেখায়। সাদা থানের ঘোমটা দেওয়া বৌ তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে কাছে ডাকছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে জায়গাটা পার হবে ভেবে এগোতে থাকে। কাছাকাছি এলে দেখে নতুন বেরোন চকচকে কলাপাতায় চাঁদের নিপাট সাদা জ্যোৎস্না পড়ে এক অনাবিল অনৈসর্গিক সৌন্দর্য খুলেছে।

কত কথা ছড়িয়ে থাকে ষাট পাওয়ারের বালব জ্বলা সদ্য টাউন হওয়া জনপদটির আনাচে-কানাচে। রাতবিরেতে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরে খোলা দোকান দেখে পাউরুটি কিনতে আসা রুগির আত্মীয় পয়সা ফেরত নিতে গিয়ে দোকানির লোমশ হাত, বড় বড় নখ দেখে চৈতন্য হারায়। আত্রেয়ী নদীর মাছমারা জেলে মাছভরা জাল নিয়ে কিছুতেই এগোতে পারে না। ঘুরেফিরে একই জায়গায়।

এরপর ষোলোর পাতায়

তেনারা এখন বাংলা সিনেমা-ওয়েব সিরিজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন

শুভ্রদীপ রায়

'যে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না, অথবা অপ্রমাণও করা যায় না, সেইসব নিয়ে মন খোলা রাখা উচিত। কখনোই যে কোনও একদিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয়।' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূতচতুর্দশীর প্রাক্কালে একটু গা ছমছমে-হিমেল কুয়াশামাখা অশরীরী তেনাদের উপস্থিতির কথা না বললে মহাপাপ হবে। তাই আজ এই প্রতিবেদনের অবতারণা। এই ভূত বা প্রেতাত্মাদের যে নামেই ডাকুন না কেন, বাংলা মনোজগতে এদের অবারিত হানা বা আনাগোনা। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য, সিনেমা, আড্ডা, প্রবন্ধ সর্বত্রই এদের উল্লেখ মেলে। এতকাল ভয়ের গল্প, শিশুতোষ আখ্যান ও সিনেমায় আটকে থাকলেও তেনাদের মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক চর্চায়ও উঠে আসছেন বলে।

সম্প্রতি ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তিথি ভট্টাচার্যের গবেষণাগ্রন্থ 'ঘোস্টলি পাস্ট, ক্যাপিটালিস্ট প্রেজেন্স : আ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ফিয়ার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তিথি বিস্তৃত বাংলাভূমিতে প্রচলিত ফিয়ার সাইকোসিসগুলির আর্থসামাজিক উৎস সন্ধান করেছেন। বাংলার ভৌতিকতা নিয়ে সুকুমার সেনের 'গল্পের ভূত' নামে ক্ষুদ্র বইটি ছাড়া বিশেষ একটা বিশ্লেষণী আলোচনা আগে দেখা যায়নি। তবে কিছু কাল আগে ঋকসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্য বুক অফ ইন্ডিয়ান ঘোস্টস'-এ দেশীয় ভূতেদের একটা কুলুজি নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। আর প্রায় কাছাকাছি সময়েই জে ফার্সিফার ভৈরব এবং রাকেশ খান্না ভারতীয় অতিপ্রাকৃত জগতের বাসিন্দাদের বিষয়ে একখানা আস্ত অভিধানই লিখে ফেলেছেন 'ঘোস্টস, মনস্টারস অ্যান্ড ডেমনস অফ ইন্ডিয়া' নামে।

বাংলা সিনেমার সেই 'ভূত'কাল থেকেই তেনাদের বিচরণ। নামকরা বেশকিছু ভয়ের ছবি, যেমন কালোছায়া (১৯৪৮) ও হানাবাড়ি (১৯৫২), কোনওটাই অবশ্য যথার্থ ভূতের সিনেমা নয়। দুটিই মূলত গোয়েন্দা গল্প। তালিকায় সবার আগে যে ছবিটি আসবে সেটি হল কঙ্কাল (১৯৫০)। পরিচালক নরেশ মিত্র। এই ছবিতে অভিনয় করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, রবি রায় এবং শিশির বটব্যাল। কঙ্কাল একটি পুরোদস্তুর ভূতের ছবি। যে মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল, শেষ দৃশ্যে সে তার প্রতিশোধ নেয়, এটাই মূলত গল্প। পরে এর থেকেও অনেক ভয়ংকর ভূতের ছবি হয়তো তৈরি হয়েছে কিন্তু তুলনামূলক অনুন্নত প্রযুক্তি ও অতি স্বল্প বিনোদনের যুগে কঙ্কাল বিরাটভাবে সফল হয়েছিল।

এরপর ১৯৬০ সালে মুক্তি পায় তপন সিংহর ছবি 'ক্ষুধিত পাষাণ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত এই চলচ্চিত্র। 'ক্ষুধিত পাষাণ' সিনেমাটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায় এবং বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল হয়। যদিও মূল রচনার সঙ্গে চিত্রনাট্যের বেশ কিছুটা ফারাক ছিলই। তবুও ভয়ের আবহ নির্মাণে নির্দেশকের ক্রিয়েটিভ লিবার্টিকে ছাড় দেওয়াই যায়।

১৯৬১ সালে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত 'তিনকন্যা' (যা বাংলা ছবির ইতিহাসে খুব সম্ভবত প্রথম anthology ফিল্ম)। এর মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি ভূতের অর্থাৎ 'মণিহারা'। গল্প ও ছবি উভয়ই প্রবল জনপ্রিয়। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ভূতের সিনেমা, যাতে ভূতের সর্বাধিক পজিটিভ ভূমিকা দেখা গিয়েছে তার নাম হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। মজার ব্যাপার হল, অনেকেই বাংলায় ভূতের ছবি বলতে 'কুহেলি'র কথা বলেন। কিন্তু কুহেলি (১৯৭১) থ্রিলারধর্মী ছবি। তাকে আর যাই হোক ভূতের সিনেমা বলা যায় না। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও মুনমুন সেন অভিনীত 'নিশিতৃষ্ণা', যা প্রথম সফল ভ্যাম্পায়ার চলচ্চিত্র। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে মুক্তি পায় রবি কিনাগি পরিচালিত 'পুতুলের প্রতিশোধ'। এরপর দীর্ঘদিন ভালো ভৌতিক সিনেমার অভাব ছিল টলিউডে। পরবর্তীতে 'রাজমহল', 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'যেখানে ভূতের ভয়', 'ছায়াময়', 'চার', 'গল্প হলেও সত্যি', 'সব ভূতুড়ে', 'ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড', 'ভূতপরী' ইত্যাদি অজস্র বক্স অফিস সফল সিনেমা বাংলা ভূতের সিনেমার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

শেষে যে কয়েকটি সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাই তা হল : 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'গয়নার বাক্স' ও 'লুডো' 'খাদ', 'বল্লভপুরের রূপকথা' এবং 'ভবিষ্যতের ভূত'। সবক'টি সিনেমাই ভৌতিক আবহের আড়ালে আসলে এক সোশ্যাল ক্রিটিক। মানুষের মনের লোভ, জিঘাংসা, কর্তৃত্বকায়েমি ইচ্ছা, নির্বুদ্ধিতা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, জীবনযাপনের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি- অজস্র ইমেজারির মধ্য দিয়ে এই সিনেমাগুলি দর্শকসমক্ষে তুলে ধরে। কিউ পরিচালিত 'লুডো' তো আন্ডারগ্রাউন্ড হরর জনরার এক অন্যতম উদাহরণ ভারতীয় সিনেমায়। পরবর্তীকালে ওয়েব সিরিজের ফর্ম্যাটে হাড়কাঁপানো কিছু গল্প আমাদের সামনে মুক্তি পায়। 'তারানাথ তান্ত্রিক', 'কার্টুন', 'পেট কাটা ষ', 'Odd ভূতুড়ে', 'পর্নশবরীর শাপ', 'নিকষছায়া', 'ভোগ', 'চুপকথা', 'ব্রহ্মদৈত্য' ইত্যাদি। ওয়েব সিরিজের দীর্ঘ অবসরে পরিচালকেরা ভৌতিক আবহকে যথার্থভাবে তাঁদের কাজের মাধ্যমে ফোটাতে সক্ষম হচ্ছেন।

অতএব, আর অপেক্ষা কেন? বিদেশি ভূতের সিনেমা- ওয়েব সিরিজের পাশাপাশি আমাদের বাংলার জল-হাওয়ায় পুষ্ট, আমাদের মনের গহিন কোণে বসে থাকা ভূতেদের নিয়ে তৈরি হওয়া সিনেমা ওয়েব সিরিজ ও বিঞ্জ ওয়াচ শুরু করে দিন। ভূত থাকতেও পারে আবার নাও পারে, কিন্তু 'ভয়' চিরকালীন!

শুভ ভূতচতুর্দশী!

রহস্যে ঘেরা ডাউহিল

খোকন সাহা

পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে হিসহিস-ফিশফাশ। কে যেন চোখের পলকে দেখা দিয়ে আচমকা ভ্যানিশ। মুণ্ডহীন এক কিশোর কি একছুটে ঘন অরণ্যের জমাট অন্ধকারে মিশে গেল! এসব দেখে-শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের চোরাস্রোত বয়ে যায় কি না তা পরীক্ষা করতে কার্সিয়াং থেকে চার কিলোমিটারের চড়াই পথ পেরিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় ৬ হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড়ে, যার নাম ডাউহিল। পর্যটক মহলে এ জায়গার এক 'ভৌতিক' গুরুত্ব আছে।

উত্তরবঙ্গের 'হন্টেড প্লেস' বোঝাতে প্রথমেই আসে ডাউহিলের নাম। সময়টা অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। শিলিগুড়ি পুড়ছে। তাই পাহাড়ই ছিল প্রথম পছন্দ। এদিকে, মনের ভেতর অনেকদিন ধরেই ভূতের 'খপ্পরে' পড়ার ইচ্ছে। তাই ডাউহিলকেই গন্তব্য হিসাবে বেছে নিলাম। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে রোহিণী হয়ে ডাউহিলের দূরত্ব প্রায় ৪৭ কিলোমিটার। পাহাড়ের রাজকন্যা কার্সিয়াংকে পেছনে ফেলে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলাম ডাউহিলে।

পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘেরা বনভূমি। আদিম সুশোভিত পাইন, ধুপি, শাল শাখাপ্রশাখা মেলে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। গাছের পাতা ভেদ করে রোদের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এখানে প্রায় সারাবছরই কুয়াশা থাকে। তাপমাত্রা এতটাই কম যে, দুপুরেও মোটা কম্বল গায়ে চাপা দিয়ে শুতে হয়। ধুপি গাছের জাপানি নাম কিপটোমেরি জাপানিকা। ডাউহিলের হওয়া বাতাসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে বলেই হয়তো সুদূর জাপান থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ বনকর্মীরা ধুপি গাছের চারা এনে এখানে বনসৃজন করেছিলেন।

আমাদের থাকার জায়গা আগাম বুকিং করা ছিল ডাউহিলের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোয়। 'ল্যান্ড অফ হোয়াইট অর্কিড'-এর দেশ কার্সিয়াংয়ের চেয়ে ডাউহিল অনেক নিস্তব্ধ। জনবসতি খুবই কম। এখানেই রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুই স্কুল-- ডাউহিল এবং ভিক্টোরিয়া। স্কুল দুটিও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম। রয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস। কার্সিয়াং রেঞ্জের তরফে ২০২৪ সালের ২৪ মে থেকে পর্যটকদের জন্য চালু করা হয়েছে পাইন পার্ক।

পার্ক ঘুরে ভুবন বিখ্যাত দার্জিলিং চায়ের স্বাদ নিয়ে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোর দিকে যাচ্ছি। রাস্তায় জনমানব নেই। দু'পাশে শুধু গাছ আর গাছ। আকাশজুড়ে ঘনঘটা। রোদের দেখা নেই। কুয়াশা গ্রাস করে রেখেছে। বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ টের পেলাম শুরুতেই। মনের ভেতর তখন উত্তেজনা। তাহলে কি সত্যিই ভূত না দেখার আক্ষেপ এবার কাটবে!

গোটা রাস্তাটাই বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাহাড়ি বনে প্রজাপতিরা পাখনা মেলে ফুল থেকে ফুলে উড়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার জানাল, ভারতের ১০টি 'ভূতুড়ে' স্থানের মধ্যেও নাকি ডাউহিল অন্যতম। দেশ তো বটেই, বিদেশ থেকে মানুষ এখানে 'ভয়' পেতে আসে। 'তেনা'দের নিয়ে আমাদেরও ভীষণ কৌতূহল। দেখার ইচ্ছেও প্রবল। ভূত দর্শনের অভিজ্ঞতা হলে ভালোই হয়। যাই হোক, ভূতের কথায় আবার পরে ফিরছি। এবার আমাদের থাকার জায়গার বিষয়ে বলি।

আয় মন বেড়াতে যাবি

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট স্কুলের বাংলোয় যখন পৌঁছালাম তখন দুপুর। অন্য কোনও পর্যটক ছিল না। দুজন মাত্র কর্মী। তাঁরা অতিথি এলে তবেই বাংলোয় আসেন, নচেৎ নয়। এখানে ভরদুপুরেও ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা আমাদের। সবচেয়ে আনন্দ হল একটা বিষয়ে-- এখানে 'ডিজিটাল বিরক্তি' নেই। কারণ ফোনে নেটওয়ার্ক নেই। তবে বাংলোয় ওয়াই-ফাই আছে। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ সম্ভব। তবে সেই নেটওয়ার্কও খুব জোরদার নয়। আমি ততক্ষণে প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে ফোনের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারলাম। কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার সোমবর্ত্য সাধু সাবধান করে দিলেন-- বিকেলের পর বাংলোর বাইরে যাবেন না। না না, ভূত নয়, এখানে ব্ল্যাক পান্থার ও লেপার্ড আছে। এবার বলি একটা শ্রুতিকথা। ডাউহিল রোড থেকে ফরেস্ট অফিস যাওয়ার আলো-আঁধারি রাস্তার নাম 'ডেথ রোড'-- অনেক ভৌতিক ঘটনা ও অপমৃত্যুর সাক্ষী। বহু বছর আগে স্থানীয় কাঠুরেদের বাড়ি ফেরার রাস্তায় নেমে এসেছিল পাইনের ডাল। ভয়ের চোটে তারা দৌড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন এক স্কন্ধকাটা কিশোরকে। পরেও অনেকে দুটি লাল চোখ জঙ্গলে জ্বলজ্বল করতে দেখেছেন। তাই দুর্বলচিত্ত পর্যটকদের ওই রাস্তায় যেতে বারণ করা হয়। এড়িয়ে চলেন স্থানীয়রাও। বিকেলের পর লোক চলাচল প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ডেথ রোডে থেকে ফিরে এলাম কিন্তু কিছুই টের পেলাম না। হতাশ হলাম। এবার ভরসা রাত। কিছু কি হবে?

বাংলোর বাইরে না বেরোলেও ভূত দেখার আগ্রহ নিয়ে কার্যত বিনিদ্র রাত কাটালাম। কিন্তু জঙ্গলের কিছু রহস্যজনক শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে বা সন্দেহের কিছু দেখতে পেলাম না। আক্ষেপটা তাই থেকেই গেল। সকালে বাংলো থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ডাউহিল ফরেস্ট মিউজিয়াম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ট্রেনিং স্কুলে গেলাম। ওই স্কুলে বন বিভাগের বিট অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মিউজিয়ামটি দুর্দান্ত। তৎকালীন ব্রিটিশ বনকর্তারা ১৯০৭ সালে তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ছিলেন ব্রিটিশ বনকর্তা এইচ রবিনসন। দোতলা কাঠের মিউজিয়ামে রয়েছে ৪ হাজার ৫০০ রকমের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ। যেমন মানুষের কঙ্কাল, হাতি-গন্ডার-হরিণ-সিংহের মাথার কঙ্কাল, হাতির দাঁত, বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ, বিভিন্ন ধরনের পাথর-শঙ্খ-কাঠ ইত্যাদি। আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঘের ট্রফি, জুলজি বিভাগে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ফসিল। মূলত বন, বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য মিউজিয়াম করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ বন আধিকারিকরা। ডাউহিল পাহাড় থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে শিলিগুড়ি, বাগডোগরা, মেচি নদী, তিস্তা নদী, মহানন্দা, পাগলাঝোরা, চিত্রেবস্তির দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

স্থানীয়রা জানালেন, এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ পাইন বনকে নেশার আখড়া বানিয়ে ফেলেছিলেন। এখন তা আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। ডাউহিল ফরেস্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ১১টি স্টল দিয়েছেন। সেখানে পাওয়া যায় দার্জিলিংয়ের খাঁটি চা এবং বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী। ধ্রুবতারা স্বনির্ভর দলের সদস্য ফিরোজা পাখরিন জানালেন, আগে তাঁদের কর্মসংস্থান ছিল না। বন বিভাগ পাইন পার্ক চালু করে দেবার পর থেকে অনেক সুবিধা হয়েছে। কোনও কোনও মাসে লক্ষাধিক টাকাও আয় হয়। এবার আমাদের ফেরার পালা। ভূত না দেখার আক্ষেপ একেবারেই নেই, কারণ আমার বিজ্ঞান বিশ্বাসী মন ভূত মানে না। তবুও আগ্রহ ছিলই দেখার! গা ছমছম করেছিল বেশ কিছু জায়গায়। সবটাই প্রকৃতির সৃষ্টি। আর ভয়ও মনের একটা অংশ। সবমিলিয়ে এটাই মনে হয়, কার্সিয়াং পাহাড়ে এলে ডাউহিল একবার হলেও ঘুরে আসা উচিত।

জন্মজন্মান্তরের খোঁজ

পনেরোর পাতার পর

শেষে মাসনার নাম করে শ্যাওড়া গাছতলায় কয়েকটি কাঁচা মাছ ভেট দিলে সে আত্রেয়ীপাড়ের বাড়ির রাস্তা খুঁজে পায়।

টাউন আসতে আসতে আলোয় ভরে উঠতে থাকে। রাস্তার বালব – টিউবলাইট অতীত হয়ে সোডিয়াম ভেপারে ভরে উঠলে কিশোরীমোহন পড়ন্ত বেলায় এসে আর ভূতের দেখা পায় না। শহরের লোকের মুখে মুখে ফেরা ভৌতিক কাহিনীগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যেতে থাকে। জনারণ্যে ও আলোর কোলাহলে ভূত বেশিদিন জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু ভূত তো কেবল মানসিক দুর্বলতা নয়। দীর্ঘদিনের কল্পজগতের এক রূপকথার নায়কও বটে। ছেলেবেলার পড়া ভূতের গল্পগুলো একটা রহস্যরোমাঞ্চময় অনুভূতির সঞ্চার করে যা পরবর্তী জীবনেও মানুষ খুঁজে বেরায়। কত শৈল্পিক নাম— শাঁকচুন্নি, মামদো, মেছো, চোরচুন্নি, পেঁচাপেঁচি, দেও! ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের ভূত ভোজের মেনুতে থাকা 'টিকটিকির ডিমের অমলেট'-এর কথা মনে পড়ে যায় বাড়ির কোনাকাঞ্চি থেকে বেরোনো টিকটিকির ডিম দেখে ফেললে। ভূত তো ভয়ের নয়, শৈশবের এক নির্মল আনন্দের বিমূর্ত স্মারক হয়ে থেকে যায় মানুষের মনের গভীরে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসেও মানুষ খুঁজে ফেরে ভৌতিক বিনোদন।

কেবলমাত্র ভৌতিক অভিজ্ঞতা পাওয়ার নেশায় অগুনতি ট্যুরিস্ট কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলে ঘুরতে যায়। রাজস্থানের সুরম্য কেল্লাগুলোর খাঁজে খাঁজে যে ভৌতিক কাহিনী প্রোথিত আছে তা মানুষ গাইডের কাছ থেকে গল্প শোনার মতো শুনে এক বেওয়ারিশ তৃপ্তি পায়। আসানসোলের পরিত্যক্ত চুন ফ্যাক্টরি, গ্লাস ফ্যাক্টরি, কোলিয়ারিগুলো বিরান এলাকায় রাত নামলেই ভূতের দখলে চলে যায়। ছেলেছোকরাদের উচ্ছৃঙ্খল আড্ডার রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে কোলিয়ারির 'তেনারা'। দুপুরবেলা ভরা রোদে কোনও রেললাইনের ধারপাশ মনে ভয় তৈরি করে না। কিন্তু আলো নিভে এলে পরিবেশ বদলে যায়। যত রাজ্যের ট্রেনে কাটা পড়া লাশ স্কন্ধকাটা হয়ে আমাদের ঘিরে নেত্য করতে থাকে।

ভূত শুধু ভয় নয়, কখনো-কখনো সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে যায়। তাই হোলির দিন ভূতের বাড়ি পোড়ানো ভারতের কোনও কোনও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বাংলায় দীপান্বিতার আগের ভূতচতুর্দশীর রাতে বাড়ির সদর দরজায় কলা গাছ পুঁতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে চোদ্দোবাতি জ্বেলে চোদ্দোশাক খেলেও আর ভূত আসে না। আসবে কী করে! প্রচলিত কথায় ভূতচতুর্দশী হলেও শাস্ত্রমতে তা তো আসলে 'যমচতুর্দশী' বা 'নরকচতুর্দশী'। কার্তিক মাসের এই তিথিতে শ্রীহরির নামে চোদ্দোটি প্রদীপ দান করা হয়। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে নিজের সন্তান নরকাসুরকে বধ করেছিলেন। পিতৃপুরুষগণ এই তিথিতে পিতৃলোক থেকে এসে দেখে যান তার বংশের উত্তরপুরুষগণ বিষ্ণুকে প্রদীপদান করে ধর্মপথে আছে কি না!

বিদ্যারণ্য যতি রচিত 'পঞ্চদশী' ও 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ' থেকে জানা যায় — মৃত ব্যক্তির স্থূলদেহ (যা অন্নপুষ্ট অস্থিমজ্জা মাংস নিয়ে গঠিত) লয়প্রাপ্ত হয়। কেননা শরীরকে তখন খাদ্য পুষ্ট করতে পারে না। শ্বাসক্রিয়া (প্রাণময় কোষ) স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মন ও বুদ্ধির (সূক্ষ্মদেহ) নষ্ট হয় না। ফলে মনের কিছু অপূর্ণ ইচ্ছেকে সে বুদ্ধির দ্বারা চালিত করে সিদ্ধ করতে চায়। একেই প্রেত বলে। মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত (মতান্তরে এক বছর) ভৌতিক শরীর নষ্ট হয়ে যায় বলে রক্তের সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। এসময় সে নিকটজনের অনিষ্ট কিংবা মঙ্গলসাধন উভয়ই করতে পারে। শ্রাদ্ধে পিণ্ড গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে সে এক বছরকাল ভূত হিসেবে বিচরণ করে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর কর্ম অনুসারে বৈতরণি পার করে কর্ম অনুকূল লোকে চলে যায়।

পিণ্ডদানের পর শ্রাদ্ধশান্তি শেষে কিশোরীমোহনের ভূত হিসেবে থেকে যাওয়ার শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ছেলে বাপ্পাদিত্যকে একইসঙ্গে বিচলিত করে ও তৃপ্তি দেয়। না বাপ্পাদিত্য আর কখনও কিশোরীমোহনকে প্রেত বা ভূত হিসেবে পায়নি। কিন্তু ভূতের একটা সন্ধানের প্রবৃত্তি মনের গোপনে থেকেই যায়। কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলের বন্য পরিবেশে সে একাকী হেঁটে যায়। কোনও অশরীরী সঙ্গী সঙ্গে চলছে বলে তার একবারও মনে হয়নি। বরং পর্যটনের ভরা মরশুমে ঘাড়ের উপরে হুমড়ি খাওয়া পর্যটক এবং তাদের হরেক কিসিমের সাংসারিক আলোচনা সমালোচনায় তিতিবিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল বাপ্পাদিত্য বুঝিবা নিজেই প্রেতলোকে বিরাজ করছে।

সেই শরৎচন্দ্রও নেই, শ্মশানও নেই। শকুনের বাচ্চার চিৎকার আর ভূতের কান্না বলে মনে হওয়ার উপায় নেই। এখন ভূতগুলো সব বেজায় সাহসী। লালুর মতো দিব্বি ঝড়জলের রাতে মড়ার পাশে এক কাঁথার নীচে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তাই শ্মশানভূমি আর বিষাদময় মুক্তির ঠিকানা নয়।

বাপ্পাদিত্য ছেলেবেলায় বাড়ির পেছন দিকের জানলাগুলোর দিকে তাকাতে পারত না। পেছনের বাঁশঝাড়ে অজানা কাদের উপস্থিতি অনুমান করত। সন্ধের পর জানলাগুলো খোলা দেখলে হাড়হিম হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস স্তব্ধ রেখে কোনওমতে জানলাগুলো বন্ধ করে তবে স্বস্তি পেত। আজকাল বাঁশের ঝাড়টি উবে গিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে। সন্ধের পর বহুতলগুলোর জানলার ঝিকিমিকি আলোয় বাপ্পাদিত্যর ছেলে বেদস্তুতি দিব্বি খাটে বসে এআই মেড হরর সর্ট রিল দেখে। ভূত দেখে আঁতকে ওঠা তার কাছে বিনোদন।

বাপ্পাদিত্যও মাঝবয়সে এসে হন্যে হয়ে ভূত খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পায় মানুষ ভূতেরই আজব কাণ্ডকারখানা। ভূত নেই কে বলে! হতচ্ছিরি গাঁয়ের মাঝে ভূতেরা পাবলিকের টাকা আত্মসাৎ করে সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে তুলছে রাতারাতি। চাকরি বিক্রি করে গরিব মানুষ কষ্টার্জিত টাকাপয়সা পুকুরে চুবিয়ে রাখল, বেনামি ফ্ল্যাটের বেডরুমের খাটে ভরে রাখল। নির্যাতিতা ডাক্তার তরুণী বিচার না পেয়ে প্রেত হয়ে বেঁচে রইল এই দয়ামায়াহীন ভূতের সংসারে।

সেই শরৎচন্দ্রও নেই, শ্মশানও নেই। শকুনের বাচ্চার চিৎকার আর ভূতের কান্না বলে মনে হওয়ার উপায় নেই। এখন ভূতগুলো সব বেজায় সাহসী। লালুর মতো দিব্বি ঝড়জলের রাতে মড়ার পাশে এক কাঁথার নীচে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তাই শ্মশানভূমি আর বিষাদময় মুক্তির ঠিকানা নয়। অজানা ভয়ের রহস্যে ঠাসা মিলানকলি সুর বিতরণ করে করে ক্লান্ত কবরস্থান বা শ্মশানভূমি এখন হরর ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট স্পট। মানুষভূতেরা হোমস্টে বানাচ্ছে। সেখানে ক'টা দিন নিরিবিলিতে থাকতে আসছে যারা, তারাও আসলে ভূত। আধপোড়া লাশ সহ চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি। ইলেক্ট্রিক চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফোটো। রুমের দেওয়ালজুড়ে বিভিন্ন ভূতের কল্পচিত্র। লনে বনফায়ার। অ্যালকোহলিক অ্যাটমস্ফিয়ারে গান ভেসে আসে 'বেপনহা প্যায়ার হ্যায়, আজা!' গায়ে কাঁটা দিলে পয়সা উশুল, নইলে আরেকটু চড়াতে হবে রোস্টেড চিকেন সহযোগে।

ভূতচতুর্দশী ও যমদীপদান

পনেরোর পাতার পর

এভাবেই চোদ্দো শাকের ভাঁড়ারে এসে উঁকিঝুঁকি মারে নিমপাতা, লাউশাক।

আসলে লোকবিশ্বাস এক মায়াবী ফাঁদ যা নিকট, দূর, সম্ভব, অসম্ভব, আলো ছায়া সবাইকে একসঙ্গে জড়িয়ে নেয়। শুরুটা হয়তো শাস্ত্র দিয়েই হয়। পরে মানুষ তাকে সাজিয়ে নেয় নিজের মতো করে। যেমন ভূতচতুর্দশীর রাতে চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানোর আরও কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হয় দেবী চামুণ্ডা রূপে এদিন আবির্ভূত হন মা কালী। চোদ্দো ভূতদের দিয়ে ভক্তদের বাড়ি থেকে অশুভ শক্তি দূর করতেই তার আগমন। মা কালীকে স্বাগত জানাতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালান ভক্ত গৃহস্থ।

আরেকটি বিশ্বাসও আছে। পরলোকগত চোদ্দোপুরুষের আত্মা নাকি মায়ার টানে নেমে আসেন এ রাতে নিজ নিজ বাড়িতে। তাদের আসা-যাওয়ার পথে আলো দেখাতেই চোদ্দো প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আহা, কী মায়াময় বিশ্বাস! যাঁরা চলে গিয়েছেন মরণের পারাপারে, হারিয়ে গিয়েছেন দিকচক্রবালে, তাঁরাও ফিরে আসছেন এক রাতের জন্য ফেলে যাওয়া ঘরটির পাশে। উত্তরপুরুষ তাঁদের ভোলেনি। আলো জ্বালিয়ে বলছে, 'এসো। পথে কোনও বিপদ হয়নি তো? এই দ্যাখো জ্বালিয়ে দিলাম আলো তোমাদের পথের পাশে।'

এই যে পূর্বপুরুষদের ভুলে না যাওয়ার গল্প, তাই তো মূর্ত হয় আকাশপ্রদীপের প্রথায়। অন্ধকার গগনকোণে জ্বলে ওঠে আকাশপ্রদীপ। যেন এক টুকরো আলোর ঘর। পার্থিব জগৎ যেন অপার্থিব জগৎকে কানে কানে বলে যায়, 'ভালোবাসি। এখনও।' এই নশ্বর জীবনে এর চেয়ে মায়াবী ও পবিত্র অবসর আর কখনও আসে কি?

জীবন ও মরণজুড়ে এই যে সেতু বাঁধার আয়োজন, তার হাত ধরেই আসে আরও এক প্রথা। শাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে লোকাচারে, বিশ্বাসে। সে প্রথার নাম যমদীপদান। মৃত্যুর দেবতা যম। এই জীবনের সব কর্মাকর্মের অধীশ্বর তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই মর্ত্য পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিশালী দেবতা নেই। তিনিও পুজোর অধিকারী। মরণের হাত থেকে তো কারও নিস্তার নেই। তবে অকালমৃত্যু থেকে তো রেহাই পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু কী উপায়ে? যমদেবতা নিজে তার পরিচারকদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'যারা ধনত্রয়োদশীতে দীপদান করবে তাদের অকালমৃত্যু হবে না।' সেই সূত্র ধরেই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় যমদেবের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন গৃহস্থ। আঁচল পেতে চেয়ে নেন দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ।

বাংলা তো গল্পের ভাণ্ডার। এখানে সব ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি করে লৌকিক গল্প। যমদীপদানের প্রথাকে ঘিরেও আছে। এখানে গল্পটা একটু জেনে নিই।

পুরাকালে হংসরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন সঙ্গীসাথি নিয়ে মৃগয়ায় যান। পথ মধ্যে রাজা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং অজানা পথে চলতে চলতে অন্য এক রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হন। সে রাজ্যের সৈন্যরা রাজাকে বেঁধে নিজেদের রাজা হেমরাজের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু রাজা হেমরাজ রাজা হংসরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তখন হেমরাজের রাজ্য আনন্দোৎসবে মত্ত ছিল রাজার পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে। কিন্তু তারপরেই নেমে আসে বিষাদ। রাজজ্যোতিষী গণনা করে দেখেন যে এই শিশুর বিবাহের চতুর্থ দিনেই মৃত্যুর যোগ আছে। অনেক পরে ঘটনাচক্রে হংসরাজের কন্যার সঙ্গে হেমরাজের পুত্রের সাক্ষাৎ হয় এবং রাজকন্যা রাজপুত্রকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিজের সিদ্ধান্তে রাজকন্যা এতটাই অটল ছিলেন যে রাজজ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না। বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। অবশেষে বিবাহের চতুর্থ রাতে যমদূত আসে রাজপুত্রের আত্মাকে নিয়ে যেতে। নববধূর আকুল কান্নায় যমদূতের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি তাকে উপদেশ দেন যমদেবের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে একটি প্রদীপ জ্বালাতে। পরে যমদেব সেখানে উপস্থিত হন এবং দক্ষিণমুখী প্রদীপ প্রজ্বলিত দেখে তিনি প্রসন্ন হন এবং রাজপুত্রকে দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ প্রদান করে ফিরে যান।

এই যে লোককথা, এই যে লৌকিক বিশ্বাস, তার অন্তরে নিহিত আছে প্রিয়জনের দীর্ঘজীবনের বাসনার মোহ। তাই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে প্রদীপ জ্বলে দক্ষিণমুখী হয়ে। এই প্রদীপ জ্বালানোর আবার কিছু প্রকরণ আছে। আটা বা ময়দার প্রদীপ হতে হবে। তাতে থাকবে চারমুখী সলতে। সর্ষে বা তিলের তেলে ভর্তি থাকবে প্রদীপ। আর থাকবে কালো তিল। সন্ধেবেলায় বাড়ির সদর দরজার পাশে গমের ছোট স্তূপের ওপর রেখে দক্ষিণমুখী করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রদীপ। সঙ্গে থাকে যম স্তোত্র। যমদেবতার বিভিন্ন নাম, ধর্মরাজ, অন্তক, কাল, দাঘন,পরমেষ্ঠী, সর্বভূতক্ষ্য উচ্চারণ করে স্তুতি করা হয়।

ঘুরেফিরে সেই প্রদীপেরই আয়োজন। আসন্ন অমাবস্যার নিকষ অন্ধকারে জ্বলতে থাকা প্রদীপশিখা যেন জীবনবাসনার দ্যুতি। লোকবিশ্বাসের আড়ালে জেগে থাকা জীবনের আকুতি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

রাজকীয় আয়েশ।। রাশিয়ার কলুচিন আইল্যান্ডে একটি পরিত্যক্ত গবেষণাকেন্দ্রের সামনে বিশ্রামরত মরু ভালুক।

দেবী

সুপ্রিয় দেবরায়

ছোটগল্প

আলো-আঁধার মিশে থাকা মুহূর্তে ভোরের আলো ফোটার আগেই মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় অপুর। শরীরের উপর মেলে থাকা চাদরটা আলতো করে সরিয়ে রাখে একপাশে। মশারির ধারটা উঠিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে অপু। ইটের গাঁথনি, উপরে ঢেউ খেলানো করোগেট টিনের ছাদ। দেওয়ালে সস্তার হলদেটে রং। তখনও ঠিক করে আলো ফোটেনি আকাশে। পুরোনো নকশিকাঁথার মতো নরম মিষ্টি আধো-আদুরে অন্ধকার লেপ্টে আছে চারদিকে, সবকিছুর সঙ্গে। চিরচেনা সব জিনিসকে যেন একটু নতুন অচেনা লাগে। ধীরে ধীরে নীলাভ-কালচে চাপা আলো একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়, প্রাণ পায় সারারাত নির্জীব হয়ে থাকা চারপাশ। পাখপাখালির ওড়াউড়ি চোখে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি-মৌমাছি-পোকামাকড় উড়ে আসে অক্লেশে ফুটে ওঠা ফুলের মধু শুষে নিতে। মনে হয় যেন নতুন করে শুরু হচ্ছে সবকিছু। হালকা হিমেল হাওয়া এসে লাগে গায়ে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অপুর মনে হয়, আরও একটি দিনের শুরু।

সে আর তার মা যমুনা দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়বে এখন হাটের উদ্দেশে। যাবে শালবাড়ি হাটে, সপ্তাহে দু'দিন বসে। তবে এখন প্রায় রোজই কোনও না কোনও ব্যাপারী এসে বসে। আজ অবশ্য যমুনা অনেকদিন পরেই আবার হাটে যাবে। গত কয়েকদিন যাবৎ অপু একাই হাটে গিয়েছে। কাদামাটিতে পিছল রাস্তার উপর ভ্যানরিকশা চালিয়ে, প্রায় মিনিট কুড়ি পরে পাবে পিচ ঢালা রাস্তা। কিনবে পাইকারি দরে মোচা, থোড়, লাউ, বেগুন, ফুলকপি, কচুর লতি। ভ্যানে চড়িয়ে হাট থেকে ফিরে, বসবে শিমুলবাড়ির বাজারে। অর্ধেকের মতন বিক্রিবাটা হতেই অপু মাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে তাদের ঝুপড়ি ঘরে। একে শরীরটা ঠিক সুবিধের নয়, তার উপর মায়ের যে অনেক কাজ সংসারে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তাছাড়াও কিছু একটা চটপট বানিয়ে ফেলা অপুর জন্য। এখন আবার কিছুদিন হল, হরিকাকা ধানখেতে যাওয়ার আগে পাঁচ বছরের দেবীকে রেখে যায় মায়ের কাছে। হরিকাকারা থাকে অপুদের পাড়াতেই, কয়েক ঘর পরে। হরিকাকি কিছুদিন ধরে খুব অসুস্থ, বিছানায়। পাড়ার হাতুড়ে অবিনাশজ্যাঠা চিকিৎসা করছেন, কিন্তু বুকের ব্যথা কমছে না। সঙ্গে জ্বর। কমছে একটু আবার বাড়ছে। অবিনাশজ্যাঠা বলছেন শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। যাব যাব করে, হরিকাকার আর যাওয়া হয়ে উঠছে না। একে সরু, তারপর এই প্যাচপ্যাচে পিছল রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আসতে পারবে না, গাড়ির চাকা নড়বেই না। তার উপর ধানখেতে না গেলেই নয়। লকলকিয়ে বাড়ছে আমন ধানের চারাগুলি। ধানগাছ পোয়াতি হচ্ছে। ধানগাছের গর্ভে ধারণ করছে কচি শিষ। ধানের ভেতরের অংশটি একেবারে দুধের মতো। তবে হারুকাকা দু'দিন আগে বলছিল মাকে- 'বুঝলা বৌঠান, এইবার কমলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা লাগবো। চিন্তা মেয়েটারে লইয়া।' যমুনা বলেছিল- 'চিন্তা কোরো না, ঠাকুরপো। দেবী আমার কাছে থাকবে।' অপু উমাদিদির থেকেই ছোটবেলায় শুনেছিল, মা মাধ্যমিক পাশ।

বিক্রিবাটা সেরে ঝুপড়ি ঘরে ফিরতে অপুর হয়ে যায় বেলা দশটা, কোনও কোনও দিন তারও বেশি। ভ্যানরিকশা উঠোনে রেখেই মাথায় এক চিমটে তেল দিয়ে চলে যায় পুকুরে ডুব দিতে। এক থালা মুড়ি-ঘুগনি কিংবা আলু-ঝোলের তরকারিতে মিশিয়ে গোগ্রাসে নিজের ভিতর চালান করে দৌড়োয় স্কুলের উদ্দেশে। পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে, আর স্কুলে গেলে এক থালা গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতও যে পাবে সে। আগুনের মতো খিদে জ্বলতে থাকে পেটের ভিতরে সারাদিন, কী করবে সে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের কোনও বালাই নেই। এমনই তাদের বারমাস্যা।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিমুলবাড়ি একটু একটু করে মফসসলে বদলে গেলেও, অপুর কাছে এখনও সেই ছোটবেলার পাড়াগাঁ।

পনেরো বছরের কিশোরী উমা তখন পড়ত নবম শ্রেণিতে। শুরু করে মা যমুনার সঙ্গে হাটে যাওয়া। সময় গড়াতে গড়াতে এসে পড়ে আশ্বিন। দশমীর সকালে যমুনা চেষ্টা করেও আর উঠতে পারে না বিছানা ছেড়ে। তখনও তার সারা শরীর জ্বরের তাপে পুড়ে না গেলেও, ব্যথা। গত তিনদিন ধরেই যমুনা কাবু জ্বরে। শিউলি-স্নিগ্ধতায় নিটোল শ্যামলা তার মেয়ের মুখ, টলটলে চোখ যেন জল উপচে পড়া পুকুরে শাপলা পাপড়ি।

এখনও তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে, সন্ধের মুখে শাঁখ বাজে। ছেলেমেয়েরা দুলে দুলে পড়া করে বারান্দায় বসে। বিপদে-আপদে পড়শিরা পাশে এসে দাঁড়ায়। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ধানখেতে, ধরলার ঢেউয়ে, মেঠো পথে মিশে থাকে পল্লিবাংলার গন্ধটুকু। একহাঁটু কাদার মধ্যে ভ্যানরিকশা ঠেলতে ঠেলতেই চোখে পড়ে দু'পাশে যৌবনে পা রাখা ধানের খেত। বুক ভারী তাদের। শুনতে পায়, কে জানি বাজাচ্ছে একনাগাড়ে একতারা। উমাদি বলত, সুর শোনে ধানমাঠও। ধানের বুকের দুধ মিঠে হয় সুরে। বেশ খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটা একটু ভদ্রস্থ। লালচে মোরাম বাঁধানো, দু'পাশে পাকা ড্রেন। এখানে-ওখানে জল জমলেও, পিচ্ছিল নয়। এই রাস্তাটাই গিয়ে জুড়েছে পিচ রাস্তার সঙ্গে। দিনের বেলায় লোক চলাচল থাকলেও, ভোর রাতের দিকে এলাকাটা থাকে নিরিবিলি। জায়গাটাকে কিছুটা থমথমে করে তোলে। দত্তবাবুর বাগানবাড়ির কাছে পৌঁছাতেই অপু দাঁড়িয়ে পড়ে। যমুনার তাড়া, 'কী হল রে অপু, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?' এখন তাদের তাড়াতাড়ির সময়। এই অসময়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে পড়লে হয়?

— মা, এখানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে বড় করে শ্বাস নাও, টের পাবে। উমাদি এখানে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে বলত।

— ওরে, অপু! এ তো ভোরের শিউলির সুবাস। তিনি এলেন, চলে গেলেন, বুঝতেও পারলাম না। মেয়েটাই যে নেই রে ঘরে।

— হ্যাঁ, মা। সবাই তাঁর আসার খবর পেয়েছিল। আকাশ, বাতাস, মাঠের ঘাস, খেতের ধান, টলটলে জলে ভরা পুকুর, ধরলার দামাল ঢেউ, নদীর চরে বালির উপর তরমুজের খেত।

ফুঁপিয়ে ওঠে যমুনা। 'আর আমার মেয়েটা! সেই যে গত বছর আমার উপর অভিমান করে দশমীর দিন চলে গেল সে, আর ফিরে এল না।'

মাকে জড়িয়ে ধরে অপু। 'না মা। উমাদি আমাদের ছেড়ে যায়নি। তোমার মনে আছে, মা! গতবছর ভাইফোঁটার দিন আমি যখন পুকুরপাড়ে একলা বসে ছিলাম, চার বছরের দেবী হারুকাকার হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে আমার কাছে হেঁটে এসে হাত ধরে বলেছিল- আমাদের বাড়ি চলো, অপুদাদা। তুমি তো 'পথের পাঁচালী' পড়েছ। শরতের কড়া রোদের মধ্যে কখনও না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিল দুর্গাদি। দুর্গাদি শুধু সর্বজয়ার দুগ্গাই নয়, সে যে অপুরও দুর্গাদিদি। তাই তাকে প্রত্যেক বছর আবার ফিরে আসতে হয় কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনেও। অপুর মতো সকল ভাইয়ের কপালে চন্দন-কাজলের ফোঁটা আঁকতে আর সঙ্গে মাথায় ধান, সবুজ দুব্বো দিতে।'

শাড়ির আঁচল চেপে ধরে যমুনা চোখে-মুখে, বলে ওঠে, 'মন কি মানে রে অপু! নীলকণ্ঠ যে উড়ে গেছে অনাগত সুবিচারের চিঠি-মুখে কোনও এক কল্পরাজ্যে। তবুও আশার আগুন যে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে, নিভবে হয়তো সেটা চিতায় উঠলে। একথালা সাদা ভাতের মতো শরতের সাদাফুল কি কোনওদিন ছড়িয়ে পড়বে আমার কোলে!'

মনে পড়ে যায় অপুর সেই দিনগুলি, উমাদির আঙুল ধরে হেঁটে যাওয়া এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে। মনে পড়ে পাড়ার কেষ্টদার অঞ্জলির ফুল ছুড়ে দেওয়ার কথা, শিউলির পাপড়ির সেই লেখা উমাদির হলুদাভ পিঠে লেগে থাকার কথা, পিছন ফিরে আড়চোখে তার দিদির সেই মিষ্টি চাউনির কথা।

মনে পড়ে শরতের ঘুঘু ডাকা দুপুরের একফালি নরম রোদে বসে, মায়ের চুলে বিলি কাটতে কাটতে উমাদি মিঠে বুলিতে শোনাত পুষ্পাঞ্জলি, ভোগের খিচুড়ি আর কত প্রতিমা দর্শনের সুখের গপ্পো। আর গুনগুনিয়ে গাইতে থাকত কবিগুরুর গান, 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা / গেঁথেছি শেফালিমালা। নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে / সাজিয়ে এনেছি ডালা। / এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার / শুভ্র মেঘের রথে, / এসো নির্মল নীল পথে ----'

সেবার মাসখানেক আগে, শাপলাদিঘির বুকে বর্ষার জলোচ্ছ্বাস যে উদ্দাম ড্রামের শব্দ তুলে মাটি ও মানুষের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল, ভাদ্র মাসের দিনেও সেই শব্দ স্তিমিত হয়ে আসেনি। এক ঘোর বর্ষণের ভোররাতে সেই শাপলাদিঘিতে ফুল তুলতে গিয়েই অপুর বাপটা বেঘোরে প্রাণ হারায়। গ্রামের ছেলে, ভালো সাঁতারু, জলে তলিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কপালের লিখন, সাপের কামড়েই মারা যায় সে। বাপটাই যেত হাটে পাইকারি দরে শাকসবজি কিনতে। পনেরো বছরের কিশোরী উমা তখন পড়ত নবম শ্রেণিতে। শুরু করে মা যমুনার সঙ্গে হাটে যাওয়া। সময় গড়াতে গড়াতে এসে পড়ে আশ্বিন। দশমীর সকালে যমুনা চেষ্টা করেও আর উঠতে পারে না বিছানা ছেড়ে। তখনও তার সারা শরীর জ্বরের তাপে পুড়ে না গেলেও, ব্যথা। গত তিনদিন ধরেই যমুনা কাবু জ্বরে। যেতে পারেনি হাটে, মেয়েকেও ছাড়েনি একা। শিউলি-স্নিগ্ধতায় নিটোল শ্যামলা তার মেয়ের মুখ, টলটলে চোখ যেন জল উপচে পড়া পুকুরে শাপলা পাপড়ি। কোন বুকে ছাড়বে সে এই সরলমনা সোমত্ত মেয়েটিকে। যমুনার হাজার বারণ সত্ত্বেও বেরিয়ে যায় সে ভোররাতে হাটের উদ্দেশে। মায়ের উপর অভিমান ভরা রাগ করেই। ঘরে চাল ছাড়া কিছুই নেই। পুজোতে ভাইটার গায়েও নতুন জামা ওঠেনি। পাড়ার পুজোর মণ্ডপে অষ্টমীর দিন বোন আর ভাই মিলে খিচুড়ি ভোগ খেয়ে এসেছিল। বাকি ক'দিন আলু-ভাতে। আজ এই দশমীর দিনে একটু মাছ কিংবা মাংস না আনলে, ভাইটা কি ফেনাভাত খাবে! বেরোনোর সময় জানায়, চিন্তা নেই, সঙ্গে নেবে কেষ্টদাকে। অপু তখন বিছানায়। কেষ্টদার বাড়ি এ পাড়াতে নয়। একটু দূরে। সময় কেটে যায়। সূর্য তখন মধ্যগগনে। মেয়ের ফেরার নাম নেই। অপু খোঁজ নিয়ে এসেছে, কেষ্টদার সঙ্গে যায়নি সে। পাড়ার সুপর্ণা, মালতী, মিনতি, হারুকাকা, বলাইজ্যাঠা- জনে জনে জিজ্ঞেস করেও মেয়ের হদিস পায় না যমুনা কিংবা অপু। হাটে বা ছোট বাজারে তাকে আজ কেউই দেখতে পায়নি। অপরাহ্ণের সূর্য যখন প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, দুর্গামায়ের বরণের সময় বিদায় জানাতে, কেষ্ট আর দেবু এসে যা খবর দেয়- যমুনার পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। সে নাকি পড়ে আছে দত্তবাবুর বাগানবাড়ির জামরুল গাছের তলাতে। লোকাল থানা থেকে পুলিশ আসে। সদরের হাসপাতালে চালান করা হয় দেহ। পুলিশের এক হোমরাচোমরা ব্যক্তি বলেন, 'কেমন মা আপনি? মেয়েটি তো আপনার বেশ যৌন আবেদনসম্পন্না। এরকম সোমত্ত পরিণত মেয়েকে একা একা কেউ ছাড়ে ভোর রাতে?' অপু আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'খিদে। খিদে মানুষের সব বোধশক্তি নির্মূল করে দেয়।' এবার তিনি বেশ রাগত স্বরেই বলে ওঠেন, 'আপনার এই ছেলেটার তো এখনও দুধের দাঁত সব পড়েনি! এখনই এত ট্যারা ট্যারা কথা!' দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। বছর ঘুরতে চলল। এখনও পর্যন্ত দোষীদের কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। সপ্তাহ দুয়েক গাঁয়ের লোকেরা থানাতে গিয়ে শোরগোল করেছিল। আর কতদিন! প্রত্যেকেরই তো নিজের সংসার, পেট আছে। কেষ্টদা এখনও খোঁজখবর নিতে যায় থানাতে। ফিরে আসে বিফল মনে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে অপু দেখতে পায় হারুকাকার বাড়ির সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। শুনতে পায় হারুকাকিকে খাটিয়াতে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড় রাস্তায়। সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে। অবস্থা ভালো নয়। একছুটে চলে আসে অপু নিজেদের বাড়ির দাওয়াতে। মায়ের কোলে বসে আছে দেবী। মায়ের হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ফুলে ওঠা শিরাগুলোকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর বলছে, 'তোমার হাতের শিরাগুলো উঁচু উঁচু কেন, যমুনা মাসি? অনেক কাজ করতে হয়, তাই? আমি এগুলো সব ঠিক করে দেব।'

দেবীকে বুকে জড়িয়ে যমুনা ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'তুই তো আমার ছোট্ট উমা মা। তুই বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে আমার হাতের শিরাগুলি সব ঠিক করে দিস। আর সেই জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে রে।'

'এই দেবী, মাসির কোলে বসে খুব আদর খাচ্ছিস, দেখছি। এবারও ফোঁটা দিবি তো আমার কপালে', বলতেই, অপু দেখে উঠোনের ওপর ঝুঁকে থাকা পেয়ারা গাছটার ডালে বসে থাকা একজোড়া টিয়া ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে উড়ে পালায়। জানান দেয়, পড়ন্ত বিকেলে অপু সহ পাড়াপড়শিদের- উমাদি আছে, এখানেই আছে, দেবী রূপে।

উত্তরের কবিমুখ

নীলাদ্রি দেব

নীলাদ্রি দেব উত্তরবঙ্গের নবীন কবিদের অন্যতম। জন্মসূত্রে কোচবিহারের। শারীরবিদ্যায় স্নাতক এবং পরিবেশবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। বেশ কিছু বাংলা কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তাঁর কবিতা পুস্তিকার তালিকা : ধুলো ঝাড়ছি LIVE, এবং নাব্যতা, বারুদ ও বাদামি বেড়াল, নীলাদ্রি দেবের কবিতা, করোটির ঘাসে আক্রেলিক। কবিতার বই : জেব্রাক্রসিং ও দ্বিতীয় জন্মের কবিতা, বেঁটে মানুষের ডায়েরি, আদৌ। গদ্যপুস্তিকা : যা যাবতীয়, অর্গানিক। সম্পাদিত বই : পূর্ণেন্দুশেখর গুহ : একটি অধ্যায়, উত্তর জনপদের নির্বাচিত কবিতা (সহ সম্পাদিত), তরুণ কবির ভুবনজোত, সুবীর সরকার (প্রসঙ্গ : উত্তরাঞ্চল) (সহ সম্পাদিত)। তরুণ এই কবি 'ইন্দ্রায়ুধ' এবং 'বিরক্তিকর' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত।

পূর্ণচ্ছেদ যেমত অলীক

উঠোনের মতো ভাগ হয়ে যাচ্ছে শ্বাস
সূক্ষ্ম জানে আত্মার প্রাচীন স্পর্শসমগ্র
তবু প্রজন্ম বহন, তবু জলের কৈশিক
আজন্মের মাটি ভিজে আছে
কিছু আঁচড় ছাড়া আর কী!
এবং কথপোকথন, ব্রহ্ম গাঢ় হয়ে আসে
খোঁজ ও অনির্দিষ্ট, মাত্র পরিমাণ ব্যস্ত রাখছে
আঙুলে অনন্তের ছাঁচ তুলছে আয়ু

কবিতা

নিমরাজি
স্বপন কুমার সরকার

তৃষ্ণা চোখে বিস্মিত আসমান
পিপাসিত বুকে দেখে অবাক পৃথিবীর
আলো-আঁধারি রূপ

জ্যোৎস্না মাখা রাতের বুকে ও পিঠে
অন্ধকারের রাজত্বে সরীসৃপ যূপকাষ্ঠে
এ কি ভগবানও নিঃশ্চুপ!

এক সমুদ্র আক্ষেপ পাঁজরের নীচে
তবুও তো উৎসবের চরিত্র হকিকতে
রংমহলের সং সাজি

জুতসই নয়, তবু কারা যে অনিচ্ছাতেই
তারা গুনছে, অভিজ্ঞ ভুক্তভোগীদের দলে
আচমকা আমিও নিমরাজি।

কিছু চাই না
বীণা মোদক চৌধুরী

আর কবিতা নয় হে কবি,
শব্দে এখন রক্ত নেই,
বেদনার সীমা ফুরিয়েছে—
বাঁচার ইচ্ছে তবু মরে না যে,
সে-ই যেন অভিশাপ হয়ে যায় কেন!

তোমার খাম পড়ে আছে খোলা,
অজানার দেশে পাঠাবে কাকে?
যে দেশে কান পেতে কেউ শোনে না—
কবিতার কান্না নাকি নিঃশব্দ বাক্য।

ইতিহাস আজ ক্লান্ত,
জীবনের পাঠ কেউ পড়ে না আর,
হাসি আর পরিহাস
এখন একই শব্দের উপচার।

তবুও যদি হাতে কলম ধরা
সম্ভব হয়ে থাকে,
তবে লিখো—
না কবিতার পংক্তি,
না ভালোবাসার ব্যথা।
শুধু লিখো—
'আমি আর কিছু চাই না'

অতসী
শ্রেয়সী সরকার

জীবনের ভেতর জন্ম নেয় জীবন
দীর্ঘ রাতে নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে বসন্ত।
সমস্ত ভুলের শেকলে বাঁধা স্বপ্নে প্রেমের সহবাস
বেহিসেবি ভালোবাসায় টোপ গেলে বড়শিতে হৃদয়ের আঁশ,
আলোকিত ঘরের কানাকড়ি বেচে দিলে
উষ্ণতায় জ্বর আসে প্রবাসীর।
গরল পানীয়তে সঞ্চিত হতে হতে চোখ দুটি ধুয়ে নেয় তিলোত্তমা,
তারার মাটিতে হলুদ মিশিয়ে দাও গায়ে--
সম্পর্কের অসুখে লজ্জার ওপর প্রলেপ অপ্রেমিকের অতসী।

পুরুষশ্রী
স্বাগতা বিশ্বাস

আমার দু'চোখের তারায় ধ্রুবতারার আলো
হাতের কিঙ্কিণি— রোদ ঝলমল
আমার পায়ের নূপুরচিহ্ন ধরে, তোমার শব্দদূত
দিনরাত পাহারায় আছে— সে ভীষণই বিশ্বস্ত, আর চরম বিনীত
ও আমার পুরুষশ্রী— চরণে প্রণাম

যেখান থেকে যে শব্দ নেমে আসে
আমি সেই শব্দভূক, আলোমুখী তোমাদের পুরোনো শহরে
চর্যার শবর-বালিকা আমি, জবরদখলীকৃত মালিক তুমি
গুঞ্জাফুলের মালা গলায় গঞ্জিকার কল্কিভস্ম
সর্বাঙ্গে মেখে আমি কৃষ্ণকুন্তলিনী কর্ষণজীবিতা

আমাকে চিনে রেখো, হাটে মাঠে ঘাটে—
দহনপূর্ব থেকে উত্তর দৈব দুর্বিপাকে
ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রজকিনী
আমি সেই ঘাড়ে গামছা চণ্ডীর ঘরনি
ও আমার পুরুষশ্রী— চরণে প্রণাম

বিসর্জনের পরে
সৌম্যদীপ সরকার

আমাদের সমস্ত শোক
চেয়ে থাকে আকাশের দিকে,
চোখের কোণে চিক চিক করে নদী
সমস্ত বিসর্জন বুকের মধ্যে নিয়ে, দিন
চলে যায়।

বিসর্জনের পরে আমাদের দেখা হয়
সবুজ প্রান্তরে,
নুয়ে পড়া কাশফুলের পাড়াগাঁয়ে,
আর আমরা একে অপরের
অপূর্ব অর্জন নিয়ে কথা বলি।

আমাদের হাসির শব্দ ছাপিয়ে,
বুকের মাঝে বিসর্জনের ঢাক বাজে।

ফুলকি
পার্থসারথি চক্রবর্তী

হিসেবের খাতায় লিখে রাখা দিনপঞ্জি
ব্রাহ্মমুহূর্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ--
নিমেষে উদ্বায়ী হয়ে যায়
মিশে যেতে থাকে ইথারে।

হাতড়ে পাওয়া খড়কুটো নিয়ে,
নতুন আস্তানা বাঁধি--
নড়বড়ে হলেও বাঁধি, বারবার বাঁধি
নৈঃশব্দ্যের জাল ছিন্ন করে।

ছাইচাপা আগুনের ধোঁয়া থেকে
পুনরুদ্ধার করি লুকিয়ে থাকা ফুলকি-
জ্বালাতে চাই জীবনের প্রদীপ
বারবার জীবন দিয়ে হলেও।

ফিনিক্স এবং অ্যাশ

একজনের গল্প স্বপ্নভঙ্গ থেকে ফিরে আসার। অন্যজনের ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম’। তানজিম ব্রিটস এবং অ্যাশলে গার্ডনার- দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার এই দুই খেলোয়াড়কে নিয়ে লিখলেন **শুভম মাইতি**

একটা মানুষ ছোট থেকে বড় হয়েছেন খেলাধুলোর পরিমণ্ডলে। বাবা-দাদা দুজনেই রাগবি খেলতেন, মায়ের দক্ষতা ছিল টেনিসে। জ্যাভলিনে ২০০৭ সালে বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন সোনা, ২০১০-এ জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ। এরপর সামনে একটাই লক্ষ্য থাকতে পারে, অলিম্পিকে সোনা জয়। তানজিম ব্রিটসও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু ২০১২ অলিম্পিকের ঠিক আট মাসে আগের এক দুর্ঘটনা সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। যেখানে গাড়ি চাপা পড়ার পর তাঁর বেঁচে থাকা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই ঝড় সামলে বেঁচে হয়তো গেলেন, কিন্তু জীবন থেকে জ্যাভলিন বাদ পড়ল। পরবর্তীতে একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পচেস্ট্রুমের রাস্তায় সেই দুর্ঘটনার পর বহুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন। ‘তুমি সেই মেয়েটা না, যে জ্যাভলিন ছুড়তে?’ এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে হতাশ, বিরক্ত ব্রিটসের জীবনে ক্রিকেট এসেছিল টিকে থাকার মাধ্যম, জীবনকে নতুন করে উপভোগ করার উপায় হিসেবে। এভাবে উপভোগ করতে করতেই তিনি হয়ে গেলেন প্রদেশের সেরা ব্যাটার। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমার্জিং দলে স্থান পাওয়া, তারপর ২০১৮ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক। আসলে তিনি যে ফিনিক্স পাখি, ফিরে তো তাঁকে আসতেই হত।

ব্রিটসের ডান হাতে এখনও রয়েছে অলিম্পিকের উলকি। সেই ডান হাত হয়তো তাঁকে অলিম্পিকে সোনা এনে দিতে পারেনি। কিন্তু তার ওপর ভর করেই ২০২৩ সালে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ছয় রানে হারাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ব্রিটসের করা ৫৫ বলে ৬৮ আর চারটে ক্যাচ। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও সেই বিশ্বকাপে দুটো হাফ সেঞ্চুরি সহ তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক(১৮৬) রানাধিকারী। এমনকি পরের বিশ্বকাপেও রানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় (১৮৭)।.

৩০ বছর বয়সে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া ব্রিটসের দখলে রয়েছে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড (৫)। এছাড়া একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইনিংসে সাতটি শতরানের রেকর্ডও ব্রিটসের ঝুলিতে। ভারতে চলা মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা তিন ম্যাচে তিনি শতরান করেন। যার মধ্যে অপরাজিত ১৭১ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একদিনের ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

দুর্ঘটনার কারণে ব্রিটসের ডান পা এখনও ঠিক করে ভাঁজ হয় না। নিজেই বলেন, তাঁর ব্যাটিং সঙ্গী ওপেনার এবং দলের অধিনায়ক লরা উলভার্ডটের মতো সুন্দর নয়। তাঁর কভার ড্রাইভ দেখলে কেউ বলে ওঠে না ‘ছবির মতো’। সেগুলো তোলা থাকে উলভার্ডটের জন্য। কিন্তু মিডল অর্ডারে ব্যাটিং শুরু করা ব্রিটস অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে উঠেছেন দলের নির্ভরযোগ্য ওপেনার। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম উইকেটে উলভার্ডট এবং তিনি ৪৮.৪১ গড়ে ৩৬ ইনিংসে করেছেন ১৭৪৩ রান, যা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে প্রথম উইকেটের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সাম্প্রতিককালে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং সাহায্য করেছে উলভার্ডটকেও। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক উইকেটে সময় নিয়ে নিজের মতো করে ইনিংসটাকে গুছিয়ে নিতে পেরেছেন শুধুমাত্র ব্রিটসের জন্য।

এই লেখার অন্য চরিত্র অ্যাশলে গার্ডনারের গল্পটা অবশ্য অনেকটা ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম’-এর মতো। ২০১৫ সালে চালু হওয়া ডাব্লিউবিবিএল-এর প্রথম সফল ‘প্রোডাক্ট’ বলে যদি কাউকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে তিনি হলেন গার্ডনার। ২০১৮ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ৩ উইকেট এবং অপরাজিত ৩৩ করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হওয়া গার্ডনারকে ছাড়া তিন ধরনের ফরম্যাটেই অস্ট্রেলিয়ার দল অসম্পূর্ণ। একদিনের ক্রিকেটে গার্ডনারের অভিষেকের পর থেকে এখনও অবধি ১০০ উইকেট এবং ১০০০-এর বেশি রান করেছেন মাত্র দু’জন। একজন ভারতের দীপ্তি শর্মা, অন্যজন তিনি। বর্তমানে একদিনের ক্রিকেটের বোলারদের ক্রমতালিকায় তিনি রয়েছেন ২ নম্বরে, ব্যাটারদের তালিকায় ৮ নম্বরে এবং অলরাউন্ডারের তালিকায় ১ নম্বরে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও যখন ব্যাট করতে এলেন ততক্ষণে ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছে ১১৩ রানে। খানিক পরে আউট হয়ে ফিরে যান বেথ মুনিও। সেখান থেকে তাহিলা ম্যাকগ্রাথ, কিম গার্থকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে পৌঁছে দেন ৩২৬ রানে। গার্ডনারের ৮৩ বলে ১১৫ রানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া তাদের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করে ৮৯ রানে জিতে। এমনকি ভারতের বিপক্ষেও যখন ব্যাট করতে এলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার দরকার ১৩৭ বলে ১৬১। এরপর আমনজ্যোতের বলে আউট হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন অস্ট্রেলিয়ার চাই ৩৬ বলে ৩২, তাঁর রান ৪৬ বলে ৪৫। এইসব থেকেই অস্ট্রেলিয়া দলে সতীর্থদের প্রিয় ‘অ্যাশ’-এর প্রভাব ঠিক কতটা, বোঝা সম্ভব। আসলে গার্ডনার এমন একজন ক্রিকেটার যাঁর খেলা দেখে সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে শুধু মুগ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর সুযোগ নেই।

দেশ ছোট ক্ষতি নেই, স্বপ্ন তো বড়

জনসংখ্যা মাত্র ৫.৬ লক্ষ। অথচ তারাই যোগ্যতা অর্জন করেছে পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার। আফ্রিকা মহাদেশের কেপ ভার্দে-কে নিয়ে লিখলেন **শুভাগত রায়**

কেপ ভার্দে-আফ্রিকা মহাদাশের পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে থাকা এক আগ্নেয় দ্বীপপুঞ্জ। আজ থেকে কয়েক মাস আগেও যার কথা অনেকেই জানতেন না। অথচ আজ তারাই ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে ফেলেছে। জনসংখ্যা মাত্র ৫.৬ লক্ষ, যা শুধু কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ। অথচ তারাই ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ যেন আক্ষরিক অর্থেই এক ফুটবল রূপকথা। যেখানে বিশ্বাস, পরিশ্রম আর জাতীয় ঐক্য একত্রে এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে।

একদা এই কেপ ভার্দে ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। পনেরোশ শতকে আবিষ্কৃত এই দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘদিন দাস বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। শতাব্দীর সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৫ জুলাই পোর্তুগালের থেকে এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পর দেশটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা, প্রবাসী সমাজের অবদানে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে দেশের মানুষের স্বপ্ন দেখা এবং লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা।

কেপ ভার্দের ফুটবল উন্নয়নের গল্প শুরু হয় পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে। ২০০০ সালের পর থেকে কেপ ভার্দে ফুটবল ফেডারেশন এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল -

১. ইউরোপ ও আফ্রিকায় বসবাসকারী কেপ ভার্দিয়ান বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

২. স্থানীয় মাঠগুলো উন্নত করা, যুব ফুটবলের জন্য অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা এবং সরকারি সহযোগিতায় স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতা চালু করা।

৩. পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সে থাকা প্রবাসীরা স্পনসরশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের ফুটবলে বিনিয়োগ শুরু করে।

৪. কোচিংয়ের মানোন্নয়নের জন্য ইউরোপ থেকে কোচদের এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও দেশীয় কোচদের বিদেশে ট্রেনিংয়ের পাঠানো।

এভাবেই সব কিছু মিলিয়ে তৈরি হল একটি ফুটবল ইকোসিস্টেম, যার ফলাফল এখন সবার চোখের সামনে।

কেপ ভার্দের এই সাফল্যের প্রসঙ্গে বলতে হয় কোচ শেড্রো লেইটাও ব্রিটোর কথাও। সবার কাছে তিনি পরিচিত ‘বুবিস্তা’ নামে। তিনি ২০২০ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই দলের মধ্যে শৃঙ্খলা, মানসিক দৃঢ়তা ও একতা গড়ে তুলেছেন। বুবিস্তা এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, ‘আমরা জানি আমরা ছোট দেশ, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন অনেক বড়। বিশ্বকাপ শুধু লক্ষ্য নয়, এটি আমাদের জাতির আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।’

২০২৬ বিশ্বকাপ যোগ্যতা নির্ণায়ক প্রতিযোগিতার শেষ দুটি ম্যাচে কেপ ভার্দের দরকার ছিল একটিমাত্র জয়। লিবিয়ার সঙ্গে ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পরেও ফলাফল ৩-৩ পৌঁছোয়। অতিরিক্ত সময়ে একটি গোলও করে তারা, কিন্তু সেটি অফসাইডের জন্য বাতিল করা হয়। যদিও পরে দেখা যায় গোলটি বৈধ ছিল। ম্যাচটি ড্র হওয়ায় শেষ ম্যাচে জিততেই হত যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

এরপর এল ১৩ অক্টোবরের সেই রাত। যেদিন সান্তা মারিয়া স্টেডিয়ামের শব্দব্রহ্ম সাগরের ঢেউয়ের গর্জনকেও হার মানাচ্ছিল। শুধু শোনা যাচ্ছিল দর্শকদের স্লোগান ‘ফোর্সা কাবো ভার্দে’। ম্যাচের ৫৪ মিনিট নাগাদ যখন ফলাফল ২-০ তখনও শুরু হয়ে গিয়েছিল উৎসবের প্রস্তুতি। এরপরই ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আরেকটি গোল, দেশটির আকাশে তখন শুধু কেবল আতশবাজির রোশনাই। নতুন ইতিহাস লেখা হয়ে গিয়েছে।

এই কেপ ভার্দে দলটায় পরিচিত কোনও তারকা নেই। তবে আছে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা কিছু ফুটবলার। যেমন- রেয়ান মেন্ডেস (উইঙ্গার/অধিনায়ক), ডাইলন নিস্ট্রামিন্টো (ফরোয়ার্ড), রবার্ট পিকো লোপেস (ডিফেন্ডার)। এরাই হলেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের স্বপ্নের অন্যতম কারিগর। যাদের দিকে বিশ্বকাপের মঞ্চেও নজরে থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের। তবে কেপ ভার্দে কিন্তু এখানেই থেমে নেই। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন কেবল শুরু। এখন তাদের লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা। ফেডারেশন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, ‘ভিশন ২০৩০ ফুটবল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান’ যার মূল লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে সিএএফ কাপ অফ নেশসন্সের সেমিফাইনালে পৌঁছোনো। সেইসঙ্গে স্থানীয় লিগকে পুরোপুরি পেশাদার রূপ দিয়ে ১১০ দ্বীপে ২০টি নতুন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি গড়া।

আজ কেপ ভার্দে শুধু একটি দেশ নয়, যখন ২০২৬ সালে বিশ্বকাপে নীল-লাল পতাকা উড়বে তখন সেটি হবে বিশ্বাস, একতা আর একটি ছোট্ট দেশের বড় ইতিহাস লেখার সাহসের প্রতীক।

‘রোকো’-র নয়া শুরু নাকি শেষের ইঙ্গিত

পারথ, ১৮ অক্টোবর : রোক সকে তো রোক লো।

গত দেড় দশকে তাবড় তাবড় বোলার যে আস্ফালনের সামনে থমকে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। সাফল্যের মণিমুক্তোয় সমৃদ্ধ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার কেরিয়ার দাঁড়িয়ে শেষ পর্বে। বাড়ছে জল্পনা। শেষের শুরু নাকি এটাই শেষ?

ঊর্ধ্বমুখী জল্পনার মাঝে আগামীকাল নতুন শুরুর অপেক্ষায় ‘রোকো’। প্রায় মাস সাতেক পর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে ফিরছেন দুইজনে। ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর ১৯ অক্টোবর পারথ। দলকে ভরসা জোগানোর সঙ্গে সমালোচকদের জবাব দেওয়ার মঞ্চ।

তরুণ ব্রিগেডের সাফল্য আগামীর ভাবনাকে উসকে দিয়েছে। সামনের দিকে তাকানোর ওপর জোর দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকাররা। শুভমান গিলের কাঁধে টেস্টের পর ওডিআই নেতৃত্ব ভার তুলে দেওয়া তারই প্রতিফলন। অধিনায়ক হিসেবে দুই হাত ভরা সাফল্যের পর হিটম্যান যে নতুন পরিবেশে কীভাবে মানিয়ে নেন, চোখ থাকবে।

চাপানউতোরের মাঝেই রোহিত ফের দাবি করেছেন, ২০২৭ সালে খেলবেন দলকে বিশ্বকাপ এনে দিতে। লক্ষ্যপূরণের পথে ওডিআই সিরিজ বিরাটের মতো রোহিতের কাছেও পরীক্ষা। ‘রোকো’-র নয়া ইনিংসের পারদকে সঙ্গী করে রবিবাসরীয় পারথে ভারত-অজি টক্কর। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ায় ইদানীং ভারত সফল হলেও ওডিআইয়ে ছবিটা বিপরীত। প্রশ্ন, নেতৃত্বের নয়া চ্যালেঞ্জে ভাগ্যের যে চাকাটা ঘুরিয়ে দিতে পারবেন শুভমান?

বিলেতের মাটিতে টেস্টে প্রত্যাশাপূরণ করেছিলেন। ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যা বজায় থাকে কি না, নজর থাকবে শুভমানেও। এদিন সোয়ান নদীর ধারে মিচেল মার্শের সঙ্গে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে গিল। দুইজনে মিলে ট্রফি ধরে পোজ দিলেন। ২৫ অক্টোবর সিডনিতে তৃতীয় ম্যাচের পর অবশ্য ‘যে ট্রফির স্বাদের ভাগ’ কেউ কাউকে দিতে রাজি হবেন না, স্বাভাবিক।

ভারত সেরা দল নিয়ে নামছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের শিবিরে সেখানে চোট-আঘাতের লম্বা তালিকা। প্যাট কামিন্স আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। কালকের ম্যাচে নেই জোশ ইনগ্লিস, অ্যাডাম জাম্পা। চোটের কারণে সিরিজ থেকেই ‘আউট’ ক্যামেরন গ্রিন। যে ধাক্কার মাঝে অক্সিজেন জোগাচ্ছে মিচেল স্টার্কের প্রত্যাবর্তন, জোশ হ্যাজেলউডের সঙ্গে নতুন বলে জুটি বাঁধা। স্টার্ক-হ্যাজেলউড বনাম ‘রোকো’- হাইভোল্টেজ টক্করের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে সিরিজের চাবিকাঠি। রবিবার থেকে উত্তর খোঁজার পালা।

এক নজরে

- কুমার সাঙ্গাকারাকে (১৪,২৩৪) অতিক্রম করে ওডিআই রানে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে বিরাটের দরকার ৫৪ রান।
- চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে রোহিত ৫০০ তম আন্তর্জাতিক (১৫৯টি টি২০, ২৭৩ ওডিআই এবং ৬৭টি টেস্ট) ম্যাচ খেলবেন পারথে।
- শেষবার তৃতীয় কোনও অধিনায়কের নেতৃত্বে বিরাট, রোহিত খেলেছেন ৯ বছর আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজে।

বাউন্সি, গতিময় পিচে পেসের বদলা পেস, যে স্ট্র্যাটেজিতে ভারত অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহকে পাচ্ছে না। ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দিয়ে টি২০ টক্করে রাখা হয়েছে বুমরাহকে। দায়িত্বটা মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণদের ওপর। একমাত্র স্পিনার কে হবেন, লড়াই কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে।

২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নতুনভাবে দল তৈরিই লক্ষ্য অজি শিবিরের। স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের বিকল্প খুঁজে নেওয়ার পাশাপাশি থাকছে একাধিক প্লেয়ারের অনুপস্থিতিতে তৈরি শূন্যতা পূরণও। ম্যাট রেনশ ও মিচেল ওয়েনের ওডিআই অভিষেক কার্যত নিশ্চিত। ২০২১ সালের পর ফিরছেন উইকেটকিপার জোশ ফিলিপ। একমাত্র স্পিনার হিসেবে পারথের ঘরের ছেলে ম্যাট কুহনেম্যান খেলবেন জাম্পার বদলি হিসেবে। ভারত-অজি ম্যাচ মানে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ ট্রাভিস হেড। হেডকে দ্রুত ফেরানোর ছক কার্যকর না হলে বিপদ বাড়বে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পিচও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। লো স্কোরিং কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অপটাস স্টেডিয়াম। শেষ দুই ম্যাচে অজিরা এখানে ১৫২, ১৪০ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। হেরেছে শেষ তিন ম্যাচেই। সুবিধেটা শুভমান ব্রিগেড নিতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে বিরাট কোহলি। ব্যাটিং অনুশীলনের পথে রোহিত শর্মা।

সোয়ান নদীর ধারে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- মিচেল মার্শ ও শুভমান গিল। শনিবার।

রোহিতভাইয়ের থেকে পরামর্শ নেব : শুভমান

পারথ, ১৮ অক্টোবর : মুকুটে নতুন পালক। টেস্টের পর ওডিআই অধিনায়কের দায়িত্ব। গুরুভার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সমৃদ্ধ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার। শুভমান গিলের কাছে যা বিশাল সম্মানের। ছোট থেকে বিরাট-রোহিতকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছেন। তাঁদেরই অধিনায়ক হওয়া! চাপ নয়, সুযোগটা কাজে লাগাতে চান শুভমান। জানিয়ে দিলেন, আসন্ন অজি চ্যালেঞ্জে ‘রোকো’-র পরামর্শ তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

উড়িয়ে দিচ্ছেন রোহিত বনাম শুভমান বিতর্ককেও। গিলের সাফ কথা, বাইরে কী বলছেন, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দলের মধ্যে এরকম কিছু নেই। সিনিয়ার দুই সতীর্থ সম্পর্কে শুভমান বলেছেন, ‘যখন ছোট ছিলাম, ওদের আদর্শ করেছি। ওদের সাফল্যের খিদে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন দুই কিংবদন্তির অধিনায়ক হওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। কঠিন সময়ে ওদের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করব না।’

শুভমান জানিয়েও দিচ্ছেন, বিরাট, রোহিতরা যেভাবে দল পরিচালনা করেছেন, সেই পথই অনুসরণ করবেন তিনি। বিরাটরা অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে তাঁর এবং বাকি খেলোয়াড়দের থেকে সেরা খেলা বের করে আনতেন, সেটাও মাথায় রাখছেন। শুভমান আরও জানান, সাদা বলের ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা অধিনায়ক হিসেবে একটা পরম্পরা তৈরি করেছেন। সেই জুতোয় পা রাখা তাঁর কাছে বিশাল প্রাপ্তি।

শুভমানের আরও দাবি, ব্যাটিংয়ে অধিনায়কত্বের প্রভাব পড়ে না। যখন ব্যাট নিয়ে ক্রিজে নামেন, ফোকাস শুধু

‘রোকো’-র নেতা হয়ে সম্মানিত

ব্যাটিংয়ে। তখন নেতৃত্ব নিয়ে ভাবেন না। কারণ, নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেললে সমস্যা বাড়বে। চাপমুক্ত হয়ে খেলতে চান। পাশাপাশি বিশ্বাস, রোহিত-বিরাটের উপস্থিতি অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কাজ সহজ করবে।

শুভমান বলেছেন, ‘রোহিত, বিরাট সাদা বলের ক্রিকেটে সেরাদের অন্যতম। ওদের অভিজ্ঞতা, স্কিলের প্রভাব দলে অপরিসীম। গতকাল রোহিতভাইয়ের সঙ্গে লম্বা সময় কথা হয়েছে। আমি নিশ্চিত, ওর পরামর্শে সবসময় উপকৃত হব। বাইরে অনেকে অনেক গল্প বলছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেইসব কিছু নেই। আগের মতোই সবকিছু। রোহিতভাই অত্যন্ত সহায়ক। সবসময় অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। যখনই দরকার পড়বে পরামর্শ নেব। জিজ্ঞাসা করব, তুমি অধিনায়ক থাকলে এই পরিস্থিতিতে কী করতে?’

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ অপরদিকে দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। অনেকের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে মার্শের দাবি, গত এক বছরে একঝাঁক ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে সিনিয়ারদের অনেকে না থাকলেও যাঁরা আছেন, তাঁরা অভিজ্ঞ। প্রত্যেকেই মুখিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে নিজেদের দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করতে।

অজি সাংবাদিক সম্মেলনেও বিরাট-রোহিত প্রসঙ্গ। মার্শ বলেছেন, ‘ওদের বিরুদ্ধে খেলাও সম্মানের। ক্রিকেট খেলার দুই কিংবদন্তি। রান তাড়ায় ওডিআইয়ে বিরাট সেরা। ওদের নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা কতটা আগ্রহী, তার প্রভাব টিকিট বিক্রিতে। ভারত ম্যাচে স্টেডিয়ামে কোনও সিট খালি থাকবে না। আমাদের জন্য যা দারুণ অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে।’

পাক হামলায় প্রয়াত তিন আফগান ক্রিকেটার

কাবুল, ১৮ অক্টোবর : সংঘর্ষ চলছিল আগেই। মাঝে যুদ্ধবিরতির ঘোষণাও হয়েছিল। সেই যুদ্ধবিরতির মাঝেই গতরাতে আচমকা পাকিস্তান বিমান হানা চালায় আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের উগগুন জেলায়। বর্বরোচিত সেই বিমান হানার ঘটনায় সেখানে মোট দশজন প্রাণ হারিয়েছেন। যার মধ্যে তিনজন আফগানিস্তানের উঠতি ক্রিকেটার। কবীর আঘা, শিবঘাতুল্লাহ ও হারুন নামে তিন উঠতি ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব

সিরিজ বয়কট রশিদদের

পড়েছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পুরো ঘটনার কড়া নিন্দা করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তান-আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার মধ্যে নির্ধারিত থাকা ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তান। দেশের ক্রিকেট বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন আফগান টি২০ অধিনায়ক রশিদ খান। তিনি নিজেও পাকিস্তান সুপার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। রশিদ বলেছেন, ‘পাকিস্তানের হামলায় আফগান নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনায় আমি মর্মাহত। এই ঘটনায় অনেক মহিলা, শিশুর প্রাণ গিয়েছে। মারা গিয়েছেন আমাদের দেশের তিন উঠতি ক্রিকেটারও। ঘটনার পর আফগান বোর্ডের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি।’

এদিকে, পাকিস্তানের এমন বর্বরোচিত বিমান হামলার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। আলাদাভাবে বিবৃতি দিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, এমন ঘটনা কখনই কাম্য নয়। আইসিসি-র তরফে উঠতি তিন আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিংও শোকপ্রকাশ করে নিন্দা করেছেন।

ভাঙলেন সামি, জয় আনলেন অভিমন্যু

উত্তরাখণ্ড-২১৩ ও ২৬৫
বাংলা-৩২৩ ও ১৫৬/২
(বাংলা ৮ উইকেটে জয়ী)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : বলটা জায়গায় রাখলেন। হালকা নড়ল মহম্মদ সামির ডেলিভারি। আর তাতেই ধরাশায়ী উত্তরাখণ্ড।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৩.২১। জগদীশ সুচিথের ডেলিভারিটা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অপরাজিত ৭১)। স্বস্তি ফিরল বাংলা ক্রিকেটে। রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় দিয়ে মরশুম শুরু করল বাংলা। ২৫ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ। সেই ম্যাচে অভিমন্যু-আকাশ দীপদের দলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। দুইজনই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচের স্কোয়াডে থাকতে পারেন বলে খবর। যদিও তার আগে উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জয়ের আমেজ নিয়েই কালীপুজো উপভোগ করার মেজাজে টিম বাংলা।

পিচ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেই বিতর্কের আবহে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজকে। সমালোচনা চলছিল বাংলার বোলিং নিয়েও। আজ সকালের ইডেনে বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচের শেষ দিনে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। সামি পুরোনো বলে ভেলকি দেখিয়ে উত্তরাখণ্ড অধিনায়ক কুণাল চান্ডেলাকে (৭২) আউট করতেই ভেঙে পড়ল তাদের ব্যাটিং। মাঝে যুবরাজ চৌধুরী (৩৫) ও অভয় নেগি (২৮) টি২০-র মেজাজে লিডটা বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁদের ব্যাটিং আগ্রাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সৌজন্যে সেই সামি।

এভাবেও ফিরে আসা যায়!

উত্তরাখণ্ড ম্যাচের প্রথম দিনে বল হাতে হতাশ করেছিলেন সামি। তাঁর ফিটনেস নিয়েও তৈরি হয়েছিল সংশয়। চলছিল সমালোচনা। আজ খেলার শেষ দিনে সামি দেখালেন তাঁর স্কিলে মরচে পড়েনি। ফিটনেসের দিক থেকেও তিনি ভালো জায়গায় রয়েছেন। পুরোনো বলে রিভার্স করে আতঙ্ক তৈরি করেছিলেন সকালে। পরে নতুন বল হাতে সিমের ব্যবহার করে সামি প্রমাণ করে দিয়েছেন, ক্রিকেট শেষ হয়ে যায়নি তাঁর মধ্যে। হয়তো জাতীয় নির্বাচকদেরও সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়ে নীরব বার্তা দিয়েছেন তিনি। শনিবার রাতের বিমানেই কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি উড়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। সন্ধ্যায় ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে তাঁকে সাফল্যের অভিনন্দন জানাতেই সামি বলে দিলেন, 'জানি সাতটা উইকেটেও কিছু হবে না। বাকি ম্যাচেও সেরাটা দিয়ে আরও উইকেট নেব আমি।'

গতকালের ১৬৫/২ থেকে শুরু করে আজ সকালে সামির ধাক্কায় বেলাইন উত্তরাখণ্ড। প্রথম সেশনে উত্তরাখণ্ডের পাঁচ উইকেটের মধ্যে সামি একাই নিয়েছেন চারটি। তাঁর পেস ও সুইং সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (৪০/১), আকাশ দীপদের (৭৯/২) উপর থেকে চাপটা কমিয়ে দিয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রথম ওভারেই শেষ উত্তরাখণ্ড ইনিংস। ১৫৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে অধিনায়ক অভিমন্যুর ব্যাটে অনায়াসে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা। যদিও প্রাথমিকভাবে টিম বাংলার পরিকল্পনা ছিল, কোনও উইকেট না হারিয়ে ম্যাচ জেতা। লক্ষ্যে সফল হলে সাত পয়েন্ট পাওয়া যেত। সেটা হয়নি সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপকুমার ঘরামিরা আউট হয়ে যাওয়ায়। ছয় পয়েন্টও খারাপ নয়। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বোলাররা ভালো বোলিং করছিল। কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ সামি দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের শক্তি। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য ওকে অভিনন্দন।'

বাংলার জয়ের দুই কারিগর। মহম্মদ সামির সঙ্গে অভিমন্যু ঈশ্বরণ। -ডি মণ্ডল

> ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বোলাররা ভালো বোলিং করছিল। কিন্তু উইকেট আসছিল না। আজ সামি দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের শক্তি। দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য ওকে অভিনন্দন।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আইএফএ শিল্ড নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ছবি : ডি মণ্ডল

শুরুতে নীরব, চ্যাম্পিয়ন হতেই উচ্ছ্বাস বাগানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : ম্যাচ শুরু হতেই অভিনব দৃশ্য মোহনবাগান গ্যালারিতে। একই সঙ্গে সমস্ত পতাকা খুলে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সুবজ-মেরুন জনতা। আবার চ্যাম্পিয়ন হতেই চেনা মেজাজে বাগান জনতা।

ম্যানেজমেন্টের ওপর ক্ষুব্ধ সমর্থকরা শিল্ডের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ফাইনালের আগে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও অধিনায়ক শুভাশিস বসু সমর্থকদের সবকিছু ভুলে পাশে থাকার আবেদন করেছিলেন। কোচ-অধিনায়কের কথা রাখতে বাগান সমর্থকরা মাঠে এলেও প্রতিবাদের জন্য অভিনবপন্থা বেছে নিলেন। ম্যাচ শুরু হতেই গ্যালারি টাঙানো পতাকাগুলি খুলে নীরব হয়ে থাকলেন তাঁরা। উলটোদিকে সেইসময় ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করে লাল-হলুদ সমর্থকরা ব্যানার নামালেন। অবশ্য নীরবতা ভেঙে বারকয়েক মোহনবাগান গ্যালারির গর্জন শোনা গিয়েছিল। একবার মোহনবাগান পেনাল্টি পাওয়ার পর। আরেকবার আপুইয়ার দুরন্ত গোলের পর।

তবে পাকাপাকিভাবে নীরবতা ভেঙে বাগান গ্যালারি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয় গুপ্তার পেনাল্টি বিশাল সেভ করার পর। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর বাগান সমর্থকদের চিৎকারে কান পাতা দায়। গ্যালারিতে ফের দেখা গেল সবুজ-মেরুন পতাকা। সব দুঃখ ভুলে শিল্ড জয়ের আনন্দে ফের চেনা ছন্দে মোহন জনতা।

জয় গুপ্তার শট রুখে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করলেন বিশাল কেইথ।

ম্যাচে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হলেও ছিল নৃত্য প্রদর্শনী। সৌরভের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নৃত্য প্রদর্শন করলেন নারায়না স্কুলের ছাত্রীরা। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের তিন নম্বর গেটের বাইরে সমীর নামের এক জার্সি বিক্রেতা সাধারণ মোহনবাগান জার্সির পাশাপাশি 'দিমিগড' লেখা মোহনবাগান জার্সিও বিক্রি করছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে সবুজ-মেরুনের সবচেয়ে সমালোচিত ফুটবলার দিমিত্রিস পেত্রাতোস। অথচ তাঁর নামাঙ্কিত জার্সির চাহিদা বেশ ভালো বলেই দাবি জার্সি বিক্রেতার।

প্রিয়জনকে হারানোর শোক সামলে মাঠে দলকে সমর্থন করতে আসার অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু এদিন অন্য এক দৃশ্য দেখা গেল। স্টেডিয়ামের চার নম্বর গেটের বাইরে ব্যাগ জমা রাখছিলেন অভিজিৎ বাগ। কয়েকদিন আগেই বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু রুটিরুজির টানে শনিবার স্টেডিয়ামের সামনে ব্যাগ জমা রাখার কাজ করতে দেখা গেল তাঁকে।

তবে সবমিলিয়ে শেষবেলায় আইএফএ শিল্ড ফাইনাল জমজমাট।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে নজির জ্যোতির

নানজিং, ১৮ অক্টোবর : ২০২২ ও ২০২৩ সালে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। এবার একই মঞ্চে নজির গড়লেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। ভারতের প্রথম মহিলা তিরন্দাজ হিসেবে বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগে পদক জিতলেন তিনি।

লন্ডনে শনিবার সুরেখা ১৫০-১৪৫ পয়েন্টে গ্রেট ব্রিটেনের এল্লা গিবসনকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। ম্যাচে টানা ১৫টি নিখুঁত শট (১০-এর ঘরে) সুরেখার জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেক্সিস রুইজকে হারিয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন জ্যোতি। কিন্তু সেমিফাইনালে মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া বেরেক্কার বিরুদ্ধে ২ পয়েন্টে হার জ্যোতিকে সোনার দৌড় থেকে ছিটকে দেয়। ব্রোঞ্জ জিতে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগালেন ২৯ বছরের জ্যোতি।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয়ের পর জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম।

ফাইনালে উঠে ইতিহাস তনভীর

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর : চলতি বছরের শুরুতে জুনিয়ার এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। এবার জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে পৌঁছে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন তনভী শর্মা। ২০০৮ সালে সাইনা নেহওয়াল শেষবার ভারতীয়দের মধ্যে জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতেছিলেন। শনিবার সেমিফাইনালে চিনের লুই সি ইয়া-কে ১৫-১১, ১৫-৯ পয়েন্টে হারিয়ে সাইনার পাশে বসে পড়লেন পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের তনভী। তাঁর হাত ধরেই ১৭ বছর পর জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ভারতের ঘরে পদক আসতে চলেছে। ফাইনালে তনভী থাইল্যান্ডের আনাপাট ফিচিতপ্রেচাসাকের মুখোমুখি হবেন। সাইনার মতোই তনভীর পদকের রং সোনালি হয় কিনা, সেটাই দেখার।

জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে ওঠার পথে তনভী শর্মা।

ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে ওয়ার্ম আপে স্মৃতি মান্ধানা ও রিচা ঘোষ। টানা দুই ম্যাচ হেরে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে চাপে রয়েছে ভারতীয় দল। রবিবার তারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে। ইন্দোরে দুপুর ৩টায় খেলা শুরু হবে। সম্প্রচার স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টারে।

সামির স্পেলটা ওর অন্যতম সেরা : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ অক্টোবর : দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট বোলিং ৩৯ ওভার। সংগ্রহ সাত উইকেট।

বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন মহম্মদ সামি। ম্যাচের শুরুতে তাঁকে ছন্দে দেখা না গেলেও সময়ের সঙ্গে ফিরে পেয়েছেন অতীতের ঝলক। বিশেষ করে শনিবার খেলার শেষ দিন সকালে নিশ্চিত ড্র ম্যাচে প্রাণ ফিরিয়ে একাই উত্তরাখণ্ড ব্যাটিংয়ে ধস নামিয়েছিলেন সামি।

সমালোচকদের (পড়তে হবে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারদের) জবাব দিয়ে তৃপ্ত সামি। আজ রাতেই কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি উড়ে গেলেন। ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচে সামির পারফরমেন্স জাতীয় নির্বাচকদের নজরে পড়েছে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ সারাদিন ইডেন গার্ডেন্সে কাটিয়ে বাংলা দলকে উৎসাহ দিয়ে ম্যাচ জয়ের পর সামি নিয়ে মুখ খুলেছেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, সামির বোলিং দেখে তিনি মুগ্ধ। মহারাজের মতে, সামি আজ তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা স্পেলটা করেছেন ইডেনে। সৌরভের কথায়, 'দুর্দান্ত বোলিং করল সামি। ওর মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। আমার দেখা ওর অন্যতম সেরা স্পেল।'

সামি যদি চলতি রনজিতে ধারাবাহিকভাবে এমন পারফরেমেন্স করতে পারেন, তাহলে জাতীয় নির্বাচকরা কী করেন, সেটাই এখন দেখার।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার গলায় মহম্মদ সামি। ছবি : ডি মণ্ডল

বিরাট-রোহিতে আস্থা রাখছেন ফিঞ্চ-ক্লার্ক

সিডনি, ১৮ অক্টোবর : ৭ মাসের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা।

প্রত্যাবর্তনেই অস্ট্রেলিয়ার গতিময়, বাউন্সি পিচের চ্যালেঞ্জের সামনে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের বিশ্বাস, মাঝে দীর্ঘ বিরতি থাকলেও মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না। বিরাটদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিশাল। মানসিকভাবে তরতাজা হয়ে ফিরছেন, যার সুবিধা পাবেন দুজনে।

ফিঞ্চের দাবি, বিরাট-রোহিতকে নিয়ে যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তা অযৌক্তিক। ৪-৫ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে না ওরা। দুইজনেই কিংবদন্তি। অত্যন্ত অভিজ্ঞ। সিরিজের প্রথম বল থেকে পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়েই নামবে বিরাট-রোহিত।

রোহিতকে নিয়ে একই সুর মাইকেল ক্লার্কের। ক্রিকেট পডকাস্টে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'সিরিজের সর্বাধিক স্কোরের লড়াই রোহিত-বিরাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আমার ধারণা। যদি এটা ওদের শেষ অজি সফর হয়, তাহলে শেষটা রঙিন করে রাখার বাড়তি তাগিদ থাকবে। তবে অস্ট্রেলিয়ায় তিন বা চার নম্বরে খেলা তুলনায় সহজ ওপেন করার তুলনায়। সেদিক থেকে রোহিতের থেকে বিরাটকে এগিয়ে রাখব।'

অনুশীলন শেষে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

রানার্স দলসিংপাড়া

মেটেলি, ১৮ অক্টোবর : মেটেলি ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বিরসা মুন্ডা ও ভানুভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবলে রানার্স হল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার ফাইনালে তারা ১-২ গোলে নেপালের কাঠমাণ্ডু একাদশের বিরুদ্ধে হেরেছে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ফাইনালের সেরা আশিস চাপাগাই গোল করেন। কাঠমাণ্ডুর অন্য গোলটি সেওয়ান মাগারের। দলসিংপাড়ার গোলস্কোরার সঙ্গম তামাং। সেরা ডিফেন্ডার সৌরভ রায়। সেরা গোলকিপার অভিষেক বারই।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছেন নেপালের কাঠমান্ডু একাদশ। -রহিদুল ইসলাম

টেকনোর দাবায় প্রথম শ্রীহান, আবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ অক্টোবর : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের আন্তঃ স্কুল দাবায় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে প্রথম হয়েছে শ্রীহান বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রিতোভাস ভট্টাচার্য এবং রিশান ভৌমিক। এই বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম তিনে শেষ করেছে ঐশানি দে, দেবোস্মা তালুকদার ও সানভি প্রসাদ। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে আবির সিনহা প্রথম হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে নৈয়ায়িক বিশ্বাস এবং অভিরাজ পাল। এই বিভাগে প্রথম তিনজন মেয়ে অদিতি অধিকারী, সুমেধা রায় ও সুকৃতি বসাক। শিলিগুড়ি টেকনোর প্রিন্সিপাল ডঃ নন্দিতা নন্দী জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ৩৭ স্কুলের ২৩৭ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগীরা এসেছিল আলিপুরদুয়ার, নকশালবাড়ি, ফালাকাটা, শিলিগুড়ি, বিধাননগর, কালিয়াগঞ্জ, বাগডোগরা থেকে। অংশগ্রহণকারী ২৩৭ জনকেই মেডেল ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কার হাতে টেকনোর দাবায় সফল খেলোয়াড়রা।

কুমারিজানের ফুটবল আজ

শামুকতলা, ১৮ অক্টোবর : কুমারিজান স্পোর্টিং অ্যাকাডেমির একদিনের ফুটবল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। কুমারিজান-১ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে চারটি দল খেলবে। এছাড়াও এসডিও একাদশ ও আয়োজকদের সিনিয়ার দলের একটি প্রীতি ম্যাচ হবে।

জয়ী কালিয়াগঞ্জ

রায়গঞ্জ, ১৮ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অভিযান ১৭ ওভারে ৭৬ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ পাল ৩ উইকেট পেয়েছে। জবাবে কালিয়াগঞ্জ ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। লাবপ্রসাদ সাহা ৪১ রান করে।